পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/ বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ, সমস্যা ও সুপারিশসমূহ:

ক্র: নং:	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সসাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় আতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় আতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বসিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	০৮	০৭	০০	...	০৫	০	০% ৩৩.৩৩%	০৫	-১১.১৩% ১২.৯৪%

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০৮।

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ: বিভিন্ন নির্মাণ কার্যক্রমের ডিজাইনের পরিবর্তন, নতুন আইটেম অন্তর্ভূক্তিকরণের ফলে ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি পায়।

০৩। সমাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

ক্র. নং	সমস্যা	সুপারিশ
১.	প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট Exit plan না থাকায় প্রকল্পের সুফলসমূহ টেকসই হয়নি।	ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে সুনির্দিষ্ট Exit plan প্রণয়ন করতে হবে
২.	পটুয়াখালী জেলায় Oxfam "ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলনা, তবে এনজিও'টি স্থানীয় অন্য আরেকটি এনজিও "ওয়েভ ফাউন্ডেশন" কে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয় এবং "ওয়েভ ফাউন্ডেশন" REECALL (Resilience Economic Empowerment Climate Change Lesson and Learning) নামে বাস্তবায়ন করে।	সরকারী প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে ভিন্ন নামে বাস্তবায়ন কীভাবে হলো সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
৩.	আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের মেয়াদ কম হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীদের অধিকাংশ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু আয়ত্ব করতে পারেননি, ফলে আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে সমর্থ হননি।	ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও মেয়াদ সুফলভোগীদের চাহিদা বিশ্লেষণপূর্বক বাস্তবসম্মতভাবে প্রণয়ন করতে হবে;
৪.	Initiative for Development, Empowerment, Awareness and Livelihood (IDEAL)Project, Kurigram (1st Revised) প্রকল্পের পিসিআর এ অংগভিত্তিক অগ্রগতি অংশে ২২৫টি কমিউনিটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন অংশে ১২১ টি কমিউনিটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে।	ভবিষ্যতে প্রকল্পের পিসিআর প্রণয়নে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং ত্রুটিপূর্ণ পিসিআর প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে।
৫.	প্রকল্পের আওতায় গঠিত ওয়ার্ড সংসদগুলোর নিবন্ধন ও সদস্যদের কার্যক্রমের মনিটরিং না থাকায় প্রকল্পের সুফলগুলো টেকসই হচ্ছে না। প্রকল্পের আওতায় নিযুক্ত জনবল (মাঠকর্মী, প্রশিক্ষক) বর্তমানে প্রকল্প শেষ হওয়া বেকার রয়েছেন।	উক্ত ওয়ার্ড সংসদসমূহকে নিবন্ধিত করে সমবায়ভিত্তিক কৃষি কার্যক্রম ও ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে প্রকল্পটির আওতায় নিযুক্ত (বর্তমানে বেকার) জনবলকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্র. নং	সমস্যা	সুপারিশ
৬.	Initiative for Development, Empowerment, Awareness and Livelihood (IDEAL)Project, Kurigram (1st Revised) প্রকল্পের ডিপিপি ও পিসিআর এ বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী ৫০০টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন (প্রতিটি ২০০০ টাকা করে) সরবরাহ করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তা পরিলক্ষিত হয়নি। অধিকন্তু পরিদর্শনকালে যেসকল স্যানিটারি ল্যাট্রিন পাওয়া গেছে সেগুলোও নিম্নমানসম্পন্ন হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে।	এ বিষয়ে ডিপার্টমেন্টাল তদন্তপূর্বক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।
৭.	সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি (১ম সংশোধিত (প্রকল্পে কিন্তু , প্রকল্পের অন্যতম অংগ ছিল 'বাজারজাতকরণ' কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি।	বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে কৃষক সমবায়িদের কৃষি পণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
৮.	প্রকল্প এলাকায় চহিদার তুলনায় বেশী দুধ উৎপাদিত হওয়ায় বাজারজাতকরণের জন্য সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।	উৎপাদিত দুগ্ধ বাজরজাতকরণের জন্য মিল্ক ভিটাসহ অন্যান্য দুগ্ধ বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।
৯.	প্রকল্প এলাকায় গরুর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেলেও তাদের চিকিৎসা সুবিধা অপ্রতুল।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সমবায় অধিদপ্তর নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রেখে প্রাণী চিকিৎসা বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
১০.	সমিতির সদস্য নির্বাচনে ডিপিপি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট টার্গটে গ্রুপকে ফোকাস না করে কেবল ঋণ বিতরণ ও আদায়ের বিষয়টি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।	নতুন সদস্য নির্বাচন ও পরবর্তী সময়ে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) কর্তৃক একই ধরনের অন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপকে ফোকাস করতে হবে।

ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০ প্রকল্পের নাম : ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) (২য় সংশোধিত)

২.০ নির্বাহী সংস্থা : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৩.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

৪.০ প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের ০৭টি বিভাগের ৫২টি জেলার মোট ৩৯৭টি উপজেলা/কার্যালয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে-যা নিম্নরূপঃ

ক্র. নং	প্রশাসনিক বিভাগ	প্রশাসনিক জেলা	উপজেলা/কার্যালয়ের নাম	মোট গ্রাম
১	বরিশাল	পিরোজপুর	নাজিরপুর, জিয়ানগর।	৮৩
২				
৩		বরিশাল	হিজলা, আগৈলঝাড়া, মেহেন্দীগঞ্জ, উজিরপুর ও সরূপকাটি।	৭৪
৪				
৫		বরগুনা	বরগুনা সদর, বেতাগী, আমতলী।	১২২
৬		পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর।	৪২
৭	রাজশাহী	বগুড়া	ধুনট।	১৯
৮		জয়পুরহাট	পাঁচবিবি।	৪৬
৯		রাজশাহী	গদাগাড়ি, তানুর, পবা, মোহনপুর।	৯৯
১০		নওগাঁ	মান্দা, পোরশা, শাহাপুর, নিয়ামতপুর, বাদলগাছি, ধামইরহাট, পতনিতলা, মহাদেবপুর।	৩১৫
১১		চাপাইনবাবগঞ্জ	চাপাইনবাবগঞ্জ সদর, ভোলাহাট, নাচোল, গমসতাপুর, শিবগঞ্জ।	৩৭৬
১২		পাবনা	পাবনা সদর, ঈশ্বরদী, আটঘড়িয়া, চাটমোহর, ভাঙ্গুরা, ফরিদপুর।	৮৯
১৩	রংপুর	দিনাজপুর	বিরামপুর,ফুলবাড়ী, ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর, পার্বতীপুর, চিরিরবন্দর, নবাবগঞ্জ।	৪৭৭
১৬		নীলফামারী	নীলফামারী সদর, ডোমার, সৈয়দপুর, জলঢাকা, ডিমলা, কিশোরগঞ্জ।	১৫২
১৭		গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ, পলাশবাড়ী, ফুলছড়ি, সাঘাটা।	১৪৫
১৮		রংপুর	রংপুর সদর, পীরগঞ্জ, পীরগাছা, কাউনিয়া, গঙ্গাচরা।	২৫৯
১৯		লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর, আদিত্তমারি, হাতিবান্ধা, কালিগঞ্জ।	২০২
২০		কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, জুম্মাহাট, রাজারহাট, রউমারি।	১৫৬
২১	খুলনা	বাগেরহাট	চিতলমারী, মোড়লগঞ্জ, রামপাল, মোংলা।	১৯৯
২২		খুলনা	খুলনা সদর, সোনাডাংগা, খালিশপুর, দিঘলিয়া, কয়রা, বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া, দাকোপ, পাইকগাছা।	৪৩৩
২৩		সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, কালীগঞ্জ, কলারোয়া, আশাশুনি, দেবহাটা, শ্যামনগর, তালা।	৪৯৪
২৪		যশোর	কেশবপুর, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, অভয়নগর।	২৪৪

ক্র. নং	প্রশাসনিক বিভাগ	প্রশাসনিক জেলা	উপজেলা/কার্যালয়ের নাম	মোট গ্রাম
২৫	চট্রগ্রাম	লক্ষীপুর	রামগতি।	৩২
২৬		চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	১৯
২৭		খাগড়াছড়ি	দিঘিনালা, পানছড়ি, লাকাইছড়ি।	১৪০
২৮		রাঙ্গামটি	কাপ্তাই, কাউখালি, রাজসতলী	১৪০
২৯		বান্দরবান	বান্দরবান সদর, আলিকদম, লামা, রুমা, নাইকংছড়ি, রুয়াংছড়ি, থানচী	১২৭
৩০		ফেনি	পরশুরাম	২৬
৩১	সিলেট	হবিগঞ্জ	আজমেরিগঞ্জ।	৭৮
৩২		সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা, জামালগঞ্জ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, দীরাই, সুল্লা।	৩৬০
৩৩	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম, ইটনা, মিঠামইন।	২১৬
৩৪		ঢাকা মেট্রো	মোহাম্মদপুর, গোলশান/কুড়িল, মিরপুর, লালবাগ, রায়ের বাজার, আদাবর, কামরাঙ্গীরচর, শাহাআলী, দারুসসালাম, ধানমন্ডি, হাজীবাগ	৮২
মোট				৩৪৮

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
৮৮৬২৬.৪০	১০১২৬৫.২২	১০০১০১.৩০	ফেব্রুয়ারি ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৫	ফেব্রুয়ারি ২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৬	ফেব্রুয়ারি ২০০৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৬	১২.৯৪%	১২.৫%

৬.০ অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি:

খাতের বিবরণ		আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১		৩	৪	৫	৬	৭
(A) Revenue Component						
৪৫০১	অফিসারের বেতন	**৬৫.০০**	**২ জন**	**৫৯.৪৩**	-	
৪৬০১	কর্মচারীদের বেতন	**১৮.৩০**	**৬ জন**	**১৪.০৫**	-	
৪৭৫৩	মহার্ঘ ভাতা	৮.০০	১০ জন	৫.৬৬	-	
৪৭৯৫	বিশেষ ভাতা	১১.০০	১	১০.৮৫	-	
৪৮০১	বাড়ী ভাড়া ভাতা	২৪.০০	১০ জন	১৯.৮২	-	
৪৮০২	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	২.০০	১০	১.২৬	-	
৪৮০৫	উৎসব ভাতা	১২.০০	১০ জন	১১.২৩	-	
৪৮০৬	চিকিৎসা ভাতা	৫.০০	১০	৩.৭৯	-	
৪৮১৬	ধোলাই ভাতা	০.২০	২	০.১০	-	
৪৮১৭	আপ্যায়ন	১.০০	থোক	০.৭৫	-	
৪৮১৮	চার্জ ভাতা	১.০০	থোক	০.৪০	-	

খাতের বিবরণ		আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১		৩	৪	৫	৬	৭
৪৮২২	টিফিন	০.৫০	থোক	০.২৪	-	
৪৮২৩	যাতায়াত ভাতা	০.৫০	থোক	০.২০	-	
৪৮২৭	শিক্ষা ভাতা	০.৫০	থোক	০.২৪	-	
৪৮২৮	অন্যান্য ভাতা	১৬.০০	থোক	১১.০৬	-	
৪৮২৯	টিএ	১৪৯.৪৯	থোক	১৪৭.৩৭	-	
৪৮৩১	ওভার টাইম	২.৫০	থোক	২.২৮	-	
৪৮৩২	অফিস ভাড়া	৩৮২.২৫	থোক	৩৭৫.৯০	-	
৪৮৩৩	ডাক	০.৬০	থোক	০.৫০	-	
৪৮৪০	ট্রেনিং/ওরিয়েন্টেশন	৫৯২.৯২	২২৬৮৪ জন	৫৫১.৭৪		
৪৮৪২	টেলিফোন ও টেলিগ্রাম	৩২.৩৫	২+৩৫	৩২.১৭	-	
৪৮৪৮	ফ্যাক্স	০.৩০	১	০.৩০	-	
৪৮৭৪	পানি	১.৩২	থোক	১.৩২	-	
৪৮৮৩	ইলেকট্রিসিটি	৪৩.৫৩	থোক	৪১.৭৩	-	
৪৮৮৬	ফুয়েল ও গ্যাস	১৩.০০	থোক	১২.৯৩	-	
৪৮৮৮	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	১৩.০০	থোক	১২.৯৩	-	
৪৮৯৯	প্রিন্টিং	১৬.১৫	থোক	১৫.৭০	-	
৪৯০১	স্টেশনারী	৩৩.৬৬	থোক	৩২.৮৬	-	
৪৯১১	বই ও সাময়িকি	৩৩.০১	থোক	৩২.৯৬	-	
৪৯২১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৫২.৪৮	থোক	৪৬.৮৯	-	
৪৯৯১	ট্রেনিং (হোম ও ওভারসিস)	৩৩৭.৮৮	২৫ জন	৩.২৪	-	
৫৯১৯	ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও কনফারেন্স	২৫১.০৫	৮	২৪৯.০৪	-	
৫৯৬৫	আপ্যায়ন	৭.০০	থোক	৬.৩০	-	
	পরামর্শক সেবা	১২১৪৯.৮৮	৩০	১১৩৪১.৮৮	-	
	সম্মানী	৮.০০	থোক	৬.৫০	-	
	ইমপেক্ট স্টাডিসহ সার্ভে	৭৪৬.৬৫	২	৬৯৭.৭৭	-	
	কম্পিউটার এক্সেসরিজ	২৩.৮৯	থোক	২২.৫০	-	
	ইন্টারনাল ইভালুয়েশন	১১.০০	৩টি	১১.০০	-	
	কমিটি মিটিং	৩.৮৮	১৬টি	৩.৮৮	-	
	অন্যান্য	১৮.৪০	থোক	১৭.৯০	-	
	যানবাহন মেরামত	১৪৪.৯৪	থোক	১৩২.৬৬		
	আসবাবপত্র মেরামত	৫.৬০	থোক	৫.৫৭		
	কম্পিউটার মেরামত	২০.০০	থোক	১৯.৮০		
Sub-Total		১৫০৫৭.১৩		১৪০৯৪.৬১		
(B) Capital Component						

খাতের বিবরণ		আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১		৩	৪	৫	৬	৭
Acquisition of Assets						
৬৮০৭	যানবাহন (জীপ/মাইক্রোবাস)	১৩৮.৮৩	১+DFID	১৩৮.৮৩	১০০%	
৬৮১২	অফিস ইক্যুপমেন্ট	১২৩.০০	২২+DFID	১২৩.০০	১০০%	
৬৮১৩	আসবাবপত্র	২২.০১	৫১+DFID	২২.০১	১০০%	
৬৮১৫	অন্যান্য	৭১.১৫	থোক	৭০.৮১		
৬৮১৭	ডেভেলপমেন্ট ব্লক এ্যালোকশন ফর এনজিও	৮৫৮৫৩.১০	থোক	৮৫৬৫২.০৪	৯৯.৮০%	
(B) Sub Total		**৮৬২০৮.০৯**		**৮৬০০৬.৬৯**		
মোট		**১০১২৬৫.২২**		**১০০১০১.৩০**		

৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে;

- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

মূল উদ্দেশ্যঃ

কৃষি ও অ-কৃষি খাতে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন উদ্যোগসমূহ সহায়তা প্রদান করাই প্রকল্পের লক্ষ্য। প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো মার্চ ২০১৬ এর মধ্যে পল্লী ও শহরাঞ্চলের ১০ লক্ষ লোককে চরম দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করা। প্রকল্পের অন্যান্য উদ্দেশ্যাবলী হলোঃ

(ক) বৈরী আবহাওয়া, স্বাস্থ্যহীনতা ও নিম্ন আয় থেকে উদ্ভুত সমস্যা মোকাবেলা করে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠির টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(খ) চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অসচেতনতা কমানো;

(গ) আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যয়ী ও টেকসই আয় উপার্জন এবং জীবিকা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করা; এবং

(ঘ) চরম দারিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক দাতা , বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং সরকারের প্রকল্প গ্রহণ ও নীতিসমূহ পরিবর্তনে সহায়তা করা।

১০.০ অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	আরডিপিপি সংস্থান			এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ			অর্থ ছাড় (%)			প্রকৃত ব্যয় (%)		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০০৭-০৮	১২১৪.৮৪	২.৮৭	১২১১.৭৯	১৫১৫.৪১	১.৩৪	১৫১৪.০৭	১৫১৫.৪১	১.৩৪	১৫১৪.০৭	১২৫১.৩৪	১.৩৪	১২৫০.০০
২০০৮-০৯	১২৪৩৮.৮৩	২৩.৬৯	১২৪১৫.১৪	১১০৬০.৩৫	২.০০	১১০৫৮.০০	১১০৬০.	২.০০	১১০৫৮.০০	১২৫৪.৮৭	২.০০	১২৫২.৮৭
২০০৯-১০	১২১৬০.১৩	২৩.৬৯	১২১৩৬.৪৪	১০৭৪৮.০৫	৫.০০	১০৭৪৩.০০	১০৭৪৮.	৫.০০	১০৭৪৩.০০	৮৯৮০.৩	৫.০০	৮৯৭৫.৩০
২০১০-১১	১২৩৭৩.৮৩	২৩.৬৯	১২৩৫০.১৪	১০৯৯৫.০০	৬০.০০	১০৯৩৫.০০	১০৯৯৫.	৬০.০০	১০৯৩৫.০০	১২৪৬১.২৩	৬০.০০	১২৪০১.২৩
২০১১-১২	১২১২৪.১৩	২৩.৬৯	১২১০০.৪৪	১০৭৬৬.০০	৪৫.০০	১০৭২১.০০	১০৭৬৬.	৪৫.০০	১০৭২১.০০	১১৫৭৭.৭৯	৪৫.০০	১১৫৩২.৭৯
২০১২-১৩	১২১৫৭.৫৯	২৩.৬৯	১২১৩৩.৯০	১৮০২৫.৭২	৪৫.০০	১৭৯৮০.৭২	১৮০২৫.৭২	৪৫.০০	১৭৯৮০.৭২	১৯৫০৮.	৪৫.০০	১৯৪৬৩.০০
২০১৩-১৪	১২১৭৬.৬৮	৪০.২৪	১২১৩৬.৪৪	১৩১২৩.০০	৪৫.০০	১৩০৭৮.০০	১৩১২৩.	৪৫.০০	১৩০৭৮.০০	২০৭২৯.০২	৪৫.০০	২০৬৮৪.০২
২০১৪-১৫	১৬৪৮০.৭৯	১৩৮.৫৪	১৬৩৪২.২৫	১৫১৭৯.০০	৮০.০০	১৫০৯৯.০০	১৫১৭৯.	৮০.০০	১৫০৯৯.০০	১৫৫৫২.১	৭৫.১৫	১৫৪৭৬.৯৫
২০১৫-১৬	১০১৩৮.৪০	১১১.০৬	১০০২৭.৩৪	৮২৭৬.৫১	১০০.০০	৮১৭৬.৫১	৮২৭৬.৫১	১০০.০০	৮১৭৬.৫১	৮০৪৭.৮	৭৩.৪০	৭৯৭৪.৪০
২০১৬-১৭	-	-	-	১৫৭৬.১৮	২৭.৮২	১৫৪৮.৭৬	১৫৭৬.৫৮	২৭.৮২	১৫৪৮.৭৬	৭৩৮.৮৫	২৪.৮৫	৭১৪.০০
	১০১২৬৫.২২	৪১১.১৬	১০০৮৫৪.০৬	১০১২৬৫.২২	৪১১.১৬	১০০৮৫৪.০৬	১০১২৬৫.২২	৪১১.১৬	১০০৮৫৪.০৬	১০০১০১.৩০	৩৭৬.৭৪	৯৯৭২৪.৫৬

১১.০ (ক) ডিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা:১৫।

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্যাকেজ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
		চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
জিডি-১ (মাইক্রোবাস)	পিসিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ৩১/০৩/২০১০ খ্রি. কারিখ ০১ টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে।					
মোটরযান	পিসিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ২৮/০৫/২০১৮ খ্রি. কারিখ ১২ টি মোটরযান ক্রয় করা হয়েছে।					

মন্তব্য: ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র ২৯-৩০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত প্রকিউরমেন্ট প্লান অংশে মোট ১৫টি প্যাকেজের উল্লেখ রয়েছে। তবে, উক্ত প্যাকেজগুলোতে মোটরযান ক্রয়ের বিষয়টি উল্লেখ না থাকলেও পিসিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ২৮ /০৫/২০১৮ খ্রি. কারিখ ১২ টি মোটরযান ক্রয় করা হয়েছে। আবার অনুমোদিত ডিপিপি'র ২৯-৩০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত প্রকিউরমেন্ট প্লান অংশে মোট ১৫টি প্যাকেজের উল্লেখ থাকলেও পিসিআর অনুযায়ী ০২টি প্যাকেজে পণ্য ক্রয়ের উল্লেখ রয়েছে।

১২.০ প্রকল্পের পটভূমি :

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ অন্যান্য দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা এবং সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণবিষয় হলো দারিদ্র্য বিমোচন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন করা। এ লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। আর

বিষয়টিকে আরো বেগবান করার উদ্দেশ্যে ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৮-০৮-২০০৮ তারিখের একনেক সভায় মোট ৮৮৬.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ

১৩.০ প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন :

প্রকল্পটি গত ২৮-০৮-২০০৮ তারিখের একনেক সভায় মোট ৮৮৬.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়। গত ২৪-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটি ১লা ফেব্রুয়ারি ২০০৮ হতে ৩০ মার্চ ২০১৬ মেয়াদে এবং ১০১২৬৫.২২ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪১১.১৬ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ১০০৮৫৪.০৬ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তিতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীরেকে ও কোন অংগের পরিবর্তন ছাড়াই প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করে সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারণ করা হয়।

১৪.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

এজিওর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে। এজিও টার্গেট গ্রুপকে সরাসরি আর্থিক সহায়তাসহ আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষমতায়ন প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

১৫.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রমিক	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	মো: শহিদুল্লাহ	যুগ্ম-সচিব	পূর্ণকালীন	২৮ ফেব্রুয়ারি,২০০৮ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি,২০১০
২।	মো: আসাদুল ইসলাম	যুগ্ম-সচিব	পূর্ণকালীন	১লা মার্চ ২০১০ হতে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫
৩।	ভবেশ চন্দ্র পোদ্দার	অতিরিক্ত সচিব	পূর্ণকালীন	১৩ জানুয়ারি,২০১৬ হতে ৩১ অক্টোবর ২০১৬

১৬.০ প্রকল্প পরিদর্শন :

১৬.১ "ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে গত ০৯-০৯-২০১৮ তারিখে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি উপজেলায়, ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলায় এবং ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ খুলনা জেলায় প্রকল্পটির কার্যক্রম সরজমিন পরিদর্শন করা হয়।

১৭.০ পরিদর্শনকালীন সময়ে কার্যক্রমের সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

১৭.১ "ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে গত ০৯-০৯-২০১৮ তারিখে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি উপজেলায় প্রকল্পটির কার্যক্রম সরজমিন পরিদর্শন করা হয়। উক্ত পরিদর্শনকালে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। উক্ত পরিদর্শনকালে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এনজিও CARE এর ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর জনাব ভগীরথ ও জনাব সিরাজুল ইসলামের সাথে মত বিনিময় হয়। উক্ত মত বিনিময়কালে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী নির্বাচন, তাদের নিয়ে সমিতি গঠন, সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়। তবে পরিদর্শনকালে তারা মাঠ পর্যায়ে কোন কার্যক্রম দেখাতে ব্যার্থ হয়।



চিত্র: পলাসবাড়ী উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন ও সুফলভোগীদের সাথে মত বিনিময়।



চিত্র: পলাসবাড়ী উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন ও সুফলভোগীদের সাথে মত বিনিময়।

১৭.২ "ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ বরিশাল জেলায় ভ্রমণ করা হয়। বরিশাল জেলায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এনজিও এসসিআই এর কোন প্রতিনিধি পাওয়া যায়নি বিধায় প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।

১৭.৩ " ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ পটুয়াখালী জেলায় প্রকল্পটির কার্যক্রম সরজমিন পরিদর্শন করা হয়। উক্ত জেলায় প্রকল্পটির কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব ভবেশ চন্দ্র পোদ্দার, অতিরিক্ত সচিব (অবসর প্রাপ্ত) এর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এনজিও Oxfam (পিসিআর অনুযায়ী) এর প্রতিনিধি জনাব নাসরিন এর সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, পটুয়াখালী জেলায় Oxfam উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলনা, তবে এনজিও'টি স্থানীয় অন্য আরেকটি এনজিও "ওয়েভ ফাউন্ডেশন" কে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়। ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর সমন্বয়কারী জনাব মিজানুর রহমানের সাথে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে মত বিনিময়কালে জানা যায় যে, তারা মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে REECALL (Resilience Economic Empowerment Climate Change Lesson and Learning) নামে বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত মতবিনিময়কালে আরো জানা যায় যে, প্রকল্পটির আওতায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সুফলভোগী নির্বাচন ও তাদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় ৬৪টি সিবিও (কমিউনিটি বেস্ট অরগানাইজেশন) গঠন করা হয়েছে যার মধ্যে ৩২টি সিবিও'র নিবন্ধন সম্পূর্ণ হয়েছে। পটুয়াখালী সদর উপজেলায় দক্ষিণ আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদে প্রকল্পের আওতায় গঠিত 'দোয়েল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি' সভাপতি জনাব মোঃ শামু আকন ও সুফলভোগী জনাব আব্দুল মালেক গাজীর সাথে মত বিনিময় করা হয়। উক্ত মত বিনিময়কালে জানা যায় যে, জনাব আব্দুল মালেক গাজী (যার জমির পরিমাণ ১.৭ একর) প্রকল্প থেকে একটি ছাগল পেয়েছেন।



চিত্র: পটুয়াখালী সদর উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন ও সুফলভোগীদের সাথে মত বিনিময়।



চিত্র:চিত্র: পটুয়াখালী সদর উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন ও সুফলভোগীদের সাথে মত বিনিময়।

১৮.০ **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:**

প্রকল্পটি গত ২৮-০৮-২০০৮ তারিখের একনেক সভায় মোট ৮৮৬.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়। গত ২৪-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটি ১লা ফেব্রুয়ারি ২০০৮ হতে ৩০ মার্চ ২০১৬ মেয়াদে এবং ১০১২৬৫.২২ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪১১.১৬ লক্ষ টাকা + প্রকল্প সাহায্য ১০০৮৫৪.০৬ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তিতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীরেকে ও কোন অংগের পরিবর্তন ছাড়াই প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করে সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারণ করা হয়। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৮৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৮%।

১৯.০ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত পর্যবক্ষণসমূহঃ

১৯.১ প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগী নির্বাচন, তাদের নিয়ে সমিতি গঠন, সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। তবে, প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট Exit plan না থাকায় প্রকল্পের সুফলসমূহ টেকসই হয়নি;

১৯.২ পটুয়াখালী জেলায় Oxfam উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলনা, তবে এনজিও'টি স্থানীয় অন্য আরেকটি এনজিও "ওয়েভ ফাউন্ডেশন" কে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়;

১৯.৩ ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর সমন্বয়কারী জনাব মিজানুর রহমানের সাথে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে মত বিনিময়কালে জানা যায় যে, তারা মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে REECALL (Resilience Economic Empowerment Climate Change Lesson and Learning) নামে বাস্তবায়ন করা হয়;

১৯.৪ প্রকল্পের সুফলভোগী নির্বাচনে প্রশাসনিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন: পটুয়াখালী সদর উপজেলায় দক্ষিণ আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদে গঠিত 'দোয়েল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি' সদস্য ও প্রকল্পের সুফলভোগী জনাব আব্দুল মালেক গাজীর সাথে মত বিনিময় করা হয়। উক্ত মত বিনিময়কালে জানা যায় যে, জনাব আব্দুল মালেক গাজী (যার জমির পরিমাণ ১.৭ একর) প্রকল্প থেকে একটি ছাগল পেয়েছেন;

১৯.৫ ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র ২৯-৩০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত প্রকিউরমেন্ট প্লান অংশে মোট ১৫টি প্যাকেজের উল্লেখ রয়েছে। তবে, উক্ত প্যাকেজগুলোতে মোটরযান ক্রয়ের বিষয়টি উল্লেখ না থাকলেও পিসিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ২৮ /০৫/২০১৮ খ্রি. কারিখ ১ ২ টি মোটরযান ক্রয় করা হয়েছে। আবার অনুমোদিত ডিপিপি'র ২৯-৩০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত প্রকিউরমেন্ট প্লান অংশে মোট ১৫টি প্যাকেজের উল্লেখ থাকলেও পিসিআর অনুযায়ী ০২টি প্যাকেজে পণ্য ক্রয়ের উল্লেখ রয়েছে;

১৯.৬ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটি ৩০টি এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু অনুমোদিত ডিপিপি ও পিসিআর'তে এনজিও গুলোর নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা নেই। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিাগে পত্র প্রেরণ করেও সেসব এনচিও'র পূর্ণ নাম ও ঠিকানা পাওয়া যায়নি। ফলে, অনেক এনজিও'কে প্রকল্প পরিদর্শনকালে পাওয়া যায়নি;

১৯.৭ প্রকল্পটির আওতায় ৩.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫ জনকে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে, কোন প্রতিষ্ঠানের কত জনকে উক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে সে তথ্য পিসিআর-এ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিাগে পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

২০.০ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ এর আলোকে সুপারিশসমূহঃ

২০.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের কারিগরি জ্ঞান অর্জন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে , প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট Exit plan না থাকায় প্রকল্পের সুফলসমূহ টেকসই হয়নি। এমতাবস্থায়, ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে সুনির্দিষ্ট Exit plan প্রণয়ন করতে হবে;

২০.২ পটুয়াখালী জেলায় Oxfam উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলনা, তবে এনজিও'টি স্থানীয় অন্য আরেকটি এনজিও "ওয়েভ ফাউন্ডেশন" কে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয় এবং "ওয়েভ ফাউন্ডেশন" REECALL (Resilience Economic Empowerment Climate Change Lesson and Learning) নামে বাস্তবায়ন করে। এমতাবস্থায়, সরকারী প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে ভিন্ন নামে বাস্তবায়ন কীভাবে হলো সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

২০.৩ প্রকল্পের সুফলভোগী নির্বাচনে প্রশাসনিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন: পটুয়াখালী সদর উপজেলায় দক্ষিণ আউলিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদে গঠিত 'দোয়েল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি' সদস্য ও প্রকল্পের সুফলভোগী জনাব আব্দুল মালেক গাজীর জমির পরিমাণ ১.৭ একর এবং তিনি প্রকল্প থেকে একটি ছাগল পেয়েছেন। এমতাবস্থায়, ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পের সুফলভোগী নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে এবং ডিপিপি'তে বর্ণিত ক্রাইটেরিয়া অনুসরণ করতে হবে;

২০.৪ ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র ২৯-৩০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত প্রকিউরমেন্ট প্লান অংশে মোট ১৫টি প্যাকেজের উল্লেখ রয়েছে। তবে, উক্ত প্যাকেজগুলোতে মোটরযান ক্রয়ের বিষয়টি উল্লেখ না থাকলেও পিসিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ২৮ /০৫/২০১৮ খ্রি. কারিখ ১২ টি মোটরযান ক্রয় করা হয়েছে। আবার অনুমোদিত ডিপিপি'র ২৯-৩০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত প্রকিউরমেন্ট প্লান অংশে মোট ১৫টি প্যাকেজের উল্লেখ থাকলেও পিসিআর অনুযায়ী ০২টি প্যাকেজে পণ্য ক্রয়ের উল্লেখ রয়েছে। এমতাবস্থায়, প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়টি ব্যাখ্যাসহ আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

২০.৫ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটি ৩০টি এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু অনুমোদিত ডিপিপি ও পিসিআর'তে এনজিও গুলোর নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা নেই। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিাগে পত্র প্রেরণ করেও সেসব এনচিও'র পূর্ণ নাম ও ঠিকানা পাওয়া যায়নি। ফলে, অনেক এনজিও'কে প্রকল্প পরিদর্শনকালে পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায়, উক্ত বিষয়ে তথ্য প্রদানে অক্ষমতার বিষয়টি ব্যাখ্যাসহ আইএমই বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে তথ্য সংরক্ষণে সতর্ক হতে হবে;

২০.৬ পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও মতামতের উপর গৃহিত ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী এক মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০ প্রকল্পের নাম : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।

২.০ নির্বাহী সংস্থা : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)।

৩.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৪.০ প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের ০৭টি বিভাগের ৫২টি জেলার মোট ৩৯৭টি উপজেলা/কার্যালয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে-যা নিম্নরূপঃ

ক্র. নং	প্রশাসনিক বিভাগ	প্রশাসনিক জেলা	উপজেলা/কার্যালয়ের নাম	মোট উপজেলা	মোট কার্যালয়
১	বরিশাল	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর, মঠবাড়িয়া, নাজিরপুর, ভান্ডারিয়া, কাউখালী, জিয়ানগর, ধানীসাফা, সাফলেজা, স্বরূপকাঠী ও ইন্দেরহাট।	৮	১০
২		ঝালকাঠী	কাঁঠালিয়া, রাজাপুর, ঝালকাঠী সদর, শেখেরহাট ও নলছিটি।	৫	৫
৩		বরিশাল	বাকেরগঞ্জ, বানারীপাড়া, বরিশাল সদর, হিজলা, মুলাদী, আগৈলঝাড়া, বাবুগঞ্জ, গৌরনদী, মেহেন্দীগঞ্জ, উজিরপুর ও দফাদারহাট।	১০	১১
৪		ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, লালমোহন, দৌলতখান, মনপুরা, তজুমদ্দিন, কুঞ্জেরহাট, শশীভূষণ, ইলিশাহাট, গজারিয়া ও দক্ষিন আইচা।	১০	১২
৫		বরগুনা	বরগুনা সদর, বেতাগী, আমতলী, বামনা, পাথরঘাটা।	৫	৫
৬		পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, দশমিনা, বাউফল, মির্জাগঞ্জ, গলাচিপা, কলাপাড়া ও দুমকী।	৭	৭
৭	রাজশাহী	বগুড়া	বগুড় সদর, শেরপুর, আদমদিঘী, ধুনট, দুপচাঁচিয়া, গাবতলী, কাহালু, শিবগঞ্জ, সোনাতলা, নন্দীগ্রাম, সারিয়াকান্দি, শাজাহানপুর, নামুজাহাট, ছনকা ও পীরগাছা।	১২	১৫
৮		জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, ক্ষেতলাল ও কালাই।	৫	৫
৯		রাজশাহী	পুটিয়া, দূর্গাপুর, বাঘা, পবা, চারঘাট।	৫	৫
১০		নাটোর	নাটোর সদর, সিংড়া, গুরুদাসপুর, বরাইগ্রাম, লালপুর, বাগাতিপাড়া।	৬	৬
১১		সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, তারাস, রায়গঞ্জ, কাজীপুর, কামারখন্দ, শাহজাদপুর।	৬	৬
১২		পাবনা	পাবনা সদর, ঈশ্বরদী, আটঘড়িয়া, চাটমোহর, ভাঙ্গুরা, সাথিয়া, বেড়া।	৭	৭
১৩	রংপুর	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর, বিরামপুর,ফুলবাড়ী, ঘোড়াঘাট, হাকিমপুর, পার্বতীপুর, বিরল, বোঁচাগঞ্জ, বীরগঞ্জ, চিরিরবন্দর, কাহারোল, খানসামা, নবাবগঞ্জ, আমবাড়ী, ভবানীপুর, ভাদুরিয়া ও রানীগঞ্জ।	১৩	১৭
১৪		ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর, পীরগঞ্জ। রানীশংকৈল, গড়েয়া, শিবগঞ্জ, নেকমরদ ও ভুলিরহাট।	৫	৯
১৫		পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর, বোদা, দেবীগঞ্জ, তেতুঁলিয়া ও আটোয়ারী।	৫	৫

ক্র. নং	প্রশাসনিক বিভাগ	প্রশাসনিক জেলা	উপজেলা/কার্যালয়ের নাম	মোট উপজেলা	মোট কার্যালয়
১৬		নীলফামারী	নীলফামারী সদর, ডোমার, সৈয়দপুর, জলঢাকা, ডিমলা, কিশোরগঞ্জ।	৬	৬
১৭		গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর, পলাশবাড়ী, ফুলছড়ি, সাদুলাপুর, গোবিন্দগঞ্জ, সাঘাটা।	৬	৬
১৮		রংপুর	রংপুর সদর, তারাগঞ্জ, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, পীরগাছা, কাউনিয়া, গঙ্গাচরা ও বদরগঞ্জ।	৮	৮
১৯		লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর, আদিত্তমারি, হাতিবান্ধা, কালিগঞ্জ, পাটগ্রাম।	৫	৫
২০		কুড়িগ্রাম	ভুরুঙ্গামারি, চররাজিবপুর, চিলমারী।	৩	৩
২১	খুলনা	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর, চিতলমারী,কচুয়া ,মোড়লগঞ্জ, শরণখোলা, ফকিরহাট, মোলস্নাহাট, রামপাল, মোংলা ও যাত্রাপুর।	৯	১০
২২		খুলনা	দিঘলিয়া, ফুলতলা, রূপসা, বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া, দাকোপ, তেরখাদা, পাইকগাছা, কয়রা কপিলমুনি ও শাহপুর।	৯	১১
২৩		সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, কালীগঞ্জ, কলারোয়া, আশাশুনি, দেবহাটা, শ্যামনগর, তালা ও পাটকেলঘাটা।	৮	৮
২৪		যশোর	শার্শা, কেশবপুর, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, যশোর সদর, অভয়নগর, বসুন্দিয়া, চৌগাছা, বাঘারপাড়া ও বাগআচড়া।	৮	১০
২৫		মাগুরা	মাগুরা সদর, শালিখা, মোহাম্মদপুর ও শ্রীপুর।	৪	৪
২৬		নড়াইল	নড়াইল সদর, কালিয়া ও লোহাগড়া।	৩	৩
২৭		ঝিনাইদহ	হরিনাকুন্ডু, শৈলকুপা, মহেশপুর, কোর্টচাঁদপুর ঝিনাইদহ সদর ও কালিগঞ্জ।	৬	৬
২৮		কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী, খোকসা, ভেড়ামারা, মিরপুর, দৌলতপুর।	৬	৬
২৯		মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর, গাংনী।	৩	৩
৩০	চট্রগ্রাম	লক্ষীপুর	লক্ষীপুর সদর, রায়পুর, রামগতি, রামগঞ্জ ও কমলনগর	৫	৫
৩১		ব্রাম্মনবাড়ীয়া	আশুগঞ্জ, ব্রাম্মনবাড়িয়া সদর, আখাউড়া, কসবা, সরাইল।	৫	৫
৩২		কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর (উঃ), কুমিল্লা সদর (দঃ), চান্দিনা, হোমনা, তিতাস, লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম, দাউদকান্দি, দেবীদ্বার, মুরাদনগর, ব্রাম্মনপাড়া, বুড়িচং, লাঙ্গলকোট,ব রুরা, মনোহরগঞ্জ ও মেঘনা।	১৬	১৬
৩৩	সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর, কানাইঘাট, জাকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, কোম্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, বিশ্বনাথ, ফেন্সুগঞ্জ, বালাগঞ্জ।	১০	১০
৩৪		মৌলভীবাজার	কমলগঞ্জ।	১	১
৩৫		সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা ও জামালগঞ্জ।	২	২
৩৬	ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা সদর, কলমাকান্দা, মোহনগঞ্জ. আটপাড়া, বারহাট্টা, দূর্গাপুর, পূর্বধলা, কেন্দুয়া, মদন, খালিয়াজুড়ি ও শ্যামগঞ্জ।	১০	১১
৩৭		শেরপুর	শেরপুর সদর, ঝিনাইগাতী, শ্রীবর্দী, নালিতাবাড়ী ও নকলা	৫	৫
৩৮		জামালপুর	জামালপুর সদর, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, দেওয়ানগঞ্জ, মেলান্দহ, বকসীগঞ্জ, নান্দিনা, হাজরাবাড়ী, ছোনটিয়া ও তারাকান্দি।	৭	১১
৩৯		ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, ভালুকা, ফুলবাড়িয়া, গৌরীপুর,হালুয়াঘাট, ঈশ্বরগঞ্জ, মুক্তাগাছা, ফুলপুর, ধোবাউড়া, গফরগাঁও, ত্রিশাল,	১২	১৭

ক্র. নং	প্রশাসনিক বিভাগ	প্রশাসনিক জেলা	উপজেলা/কার্যালয়ের নাম	মোট উপজেলা	মোট কার্যালয়
			সীডষ্টোর, তারাকান্দা, আঠারবাড়ী, চেচুয়া বাজার, সম্ভুগঞ্জ ও নান্দাইল।		
৪০	ঢাকা	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, শিবপুর, পলাশ, রায়পুর, মনোহরদী, বেলাবো।	৬	৬
৪১		গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানি, কোটালীপাড়া, মোকছেদপুর, টুঙ্গীপাড়া।	৫	৫
৪২		নারায়নগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ সদর, বন্দর,আড়াইহাজার, রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁও।	৫	৫
৪৩		ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, মধুখালী, আলফাডাঙ্গা, ভাঙ্গা, বোয়ালমারী, চরভদ্রাসন, নগরকান্দা, সদরপুর ও সালথা।	৯	৯
৪৪		মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর, রাজৈর, শিবচর ও কালকিনি।	৪	৪
৪৫		মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর, শিবালয়, সাটুরিয়া, হরিরামপুর, ঘিওর, দৌলতপুর ও সিঙ্গাইর।	৭	৭
৪৬		মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ সদর, টুংগীবাড়ী, সিরাজদিখান, শ্রীনগর, লৌহজং ও গজারিয়া।	৬	৬
৪৭		রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি, গোয়ালন্দঘাট, পাংশা, রাজবাড়ী সদর।	৪	৪
৪৮		শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর, ডামুড্যা, ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া, গোসাইরহাট ও জাজিরা।	৬	৬
৪৯		গাজীপুর	গাজীপুর সদর, টংগী, কালীগঞ্জ, কালিয়াকৈর, শ্রীপুর ও কাপাসিয়া।	৬	৬
৫০		টাংগাইল	টাংগাইল সদর, ঘাটাইল, কালিহাতী, বাসাইল, দেলদুয়ার, ভূয়াপুর, মির্জাপুর, মধুপুর, নাগরপুর, গোপালপুর, সখিপুর, সাগরদিঘী , বল্লা, ধনবাড়ী ও এলেঙ্গা।	১২	১৫
৫১		কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর, বাজিতপুর, করিমগঞ্জ, কটিয়াদি, পাকুন্দিয়া, ভৈরব, কুলিয়ারচর, নিকলী, তারাইল, হোসেনপুর, অষ্টগ্রাম, ইটনা, মিঠামইন ও মঠখোলা।	১৩	১৪
৫২		ঢাকা	ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ, , নবাবগঞ্জ, দোহার ও ডেমরা।	৫	৬
		ঢাকা আরবান	পল্লবী, মোহাম্মদপুর, গেন্ডারিয়া, নারিন্দা ও কামরাঙ্গীরচর।	-	৫
মোট				৩৪৮	৩৯৭

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
১৭১০.০০	১৮৮০.০০	১৭৬২.৭৭	মার্চ, ২০১৪ থেকে মার্চ, ২০১৭	মার্চ, ২০১৪ থেকে মার্চ, ২০১৭	মার্চ, ২০১৪ থেকে মার্চ, ২০১৭	-	-

৬.০ অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি:

খাতের বিবরণ		পরিমান/ সংখ্যা	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
(A) Revenue Component							
৪৫০১	অফিসারের বেতন	Per	**১৮৫.৯৭**	**৩৫**	**১৬৬.২৩**	**৩৫**	
৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	Per	**৩৭.২১**	**১২**	**৩২.০২**	**১২**	

খাতের বিবরণ		পরিমান/ সংখ্যা	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৭০১	মহার্ঘ্য ভাতা	Per	-	৪৭	০.৯৮	৪৭	
৪৭০৫	বাড়ীভাড়া ভাতা	Per	১০২.১৮	৪৭	৮৯.২১	৪৭	
৪৭১৩	উৎসব ভাতা	Per	৪০.৮৯	৪৭	৪০.৮৯	৪৭	
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	Per	১১.৮৪	৪৭	৭.৮৯	৪৭	
৪৭২৫	ধোলাই ভাতা	Per	০.০৪	১	-	১	
৪৭৩৭	দায়িত্ব ভাতা/প্রেষণ ভাতা	Per	৪০.২০	৪৭	২.৬৭	৪৭	
৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	LS	৪.০০	LS	৪.০০	LS	
৪৭৭৩	শিক্ষা ভাতা	Per	২.০৮	LS	২.০৮	LS	
Sub total			**২০১.২৩**		**১৪৭.৭১**		
Supply & Services							
৪৮০১	পরিবহন ও ভ্রমণ ভাতা	LS	৭.০০	LS	৭.০০	LS	
৪৮০২	বদলীজনিত ব্যয়	LS	৪.০০	LS	-	LS	
৪৮০৫	অধিকাল ভাতা	LS	১.০০	১	-	১	
৪৮০৬	ভাড়া-অফিস	LS	২০.০০	১১	২০.০০	১১	
৪৮১৪	বিবিধ কর	LS	০.৫০	LS	০.৫০	LS	
৪৮১৫	ডাক	LS	১.০০	LS	১.০০	LS	
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	LS	৩.০০	LS	৩.০০	LS	
৪৮১৭	ইন্টারনেট ও এজ মডেম বিল	LS	৩১.০০	LS	৩১.০০	LS	
৪৮১৮	রেজিষ্ট্রেশন ফি	LS	০.৪৪	LS	০.৪৪	LS	
৪৮২১	বিদ্যুৎ	LS	৬.০০	LS	৬.০০	LS	
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	LS	০.১০	LS	০.১০	LS	
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	LS	১০.০০	LS	১০.০০	LS	
৪৮২৪	বীমা/ব্যাংক চার্জেস	LS	৮.০০	LS	৮.০০	LS	
৪৮২৭	মুদ্রণ, প্রকাশনা ও গবেষণা	LS	৭.০০	LS	৭.০০	LS	
৪৮২৮	ষ্টেশনারী/সীল/ষ্টাম্প	LS	৯.০০	LS	৯.০০	LS	
৪৮২৯	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	LS	১৪.০০	১	১৪.০০	১	
৪৮৩৩	বিজ্ঞাপন ও প্রচারনা	LS	১০.০০	LS	১০.০০	LS	
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয় (স্থানীয়)	LS	১৬৪.৯২	৬০	১৬৪.৯২	৬০	
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয় (বিদেশ)		৭৭.৬৫	২	৪৩.৯০	১	
৪৮৪২	সেমিনার, কনফারেন্স	LS	৫.০০	LS	৫.০০	LS	
৪৮৪৫	আপ্যায়ন ব্যয়	LS	১০.০০	LS	১০.০০	LS	
৪৮৮৩	সম্মানী	LS	১০.০০	LS	১০.০০	LS	
৪৮৮৮	কম্পিউটার এক্সেসরিজ	LS	১৭.০০	LS	১৭.০০	LS	
৪৮৯৯	বিবিধ (অন্যান্য ব্যয়)	LS	৬.৯১	LS	৬.৯১	LS	
Sub total			**৪২৩.৫২**		**৩৮৪.৭৭**		
Repare, Maintenance & Rehabilitation							
৪৯০১	মোটর যানবাহন-মেরামত	LS	৩.০০	১	৩.০০	১	
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম মেরামত	LS	৫.০০	LS	৫.০০	LS	
Sub-Total		**LS**	**৮.০০**		**৮.০০**		
(A) Revenue-Total			**৮৫৫.৯৩**		**৭৩৮.৭৩**		

খাতের বিবরণ		পরিমান/ সংখ্যা	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
(B) Capital Component							
Acquisition of Assets							
৬৮০৭	যানবাহন	Nos	৪৬.০৪	১	৪৬.০৪	১	
৬৮১২	ডিজিটাল ক্যামেরা	Nos	০.৯১	১	০.৯১	১	
৬৮১৩	ফটোকপিয়ার মেশিন	Nos	১৭.৬০	১১	১৭.৬০	১১	
৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	Nos	৬৫০.০০	LS	৬৫০.০০	LS	
৬৮১৭	কম্পিউটার সফটওয়ার	Nos	১০০.০০	LS	১০০.০০	LS	
৬৮১৭	এন্ট্রি ভাইরাজ	Nos	১৩.৮০	LS	১৩.৮০	LS	
৬৮১৯	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	Nos	২৩.০০	২৫	২২.৯৮	২৫	
৬৮২১	আসবাবপত্র	Nos	১২০.০০	LS	১২০.০০	LS	
৬৮২৭	শীততপ যন্ত্র ২.০ টন	Nos	২৭.০০	২৮	২৬.৯৯	২৮	
৬৮২৭	জেনারেটর	Nos	২৩.৬৫	১০	২৩.৬৫	১০	
৬৮২৭	ফ্যান	Nos	২.০৭	LS	২.০৭	LS	
(B) Sub Total			**১,০২৪.০৭**		**১,০২৪.০৪**		
Total (A+B)			**১,৮৮০.০০**		**১,৭৬২.৭৭**		

৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে;

- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

মূল উদ্দেশ্যঃ

গ্রামীণ অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান তৈরীর লক্ষ্যে পিডিবিএফ এর আইসিটি ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. পিডিবিএফ এর প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয় সমূহে আইসিটি কার্যক্রম স্থাপন ও শক্তিশালীকরণ।

২. প্রধান কার্যালয়, ২৫টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও ৩৯৮টি উপজেলা কার্যালয়ের আইসিটি স্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সফ্টওয়ার সরবরাহ, ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন ও রক্ষনাবেক্ষণ।

৩. পিডিবিএফ এর সুফলভোগী ও কর্মীদের জন্য অনলাইন ইনফরমেশন ও ফরম ডাউনলোড ব্যবস্থার মত ই-সার্ভিস সমূহ পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণ।

৪. পিডিবিএফ এর ২৫টি অঞ্চল ও প্রধান কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবল সমৃদ্ধ মোট ১১টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

৫. প্রধান কার্যালয় ও ২৫টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে বিদ্যমান আইসিটি সিস্টেমকে আধুনিকায়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ।

৬. প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ভিডিও কনফারেন্সিং এর ব্যবস্থা স্থাপন।

৭. পিডিবিএফ এর ডাইনামিক ওয়েবসাইট আধুনিকায়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ।

৮. পিডিবিএফ এর কর্মী ও সমিতির সদস্যদের আইসিটির উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।

১০.০ অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০১৩-১৪	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০ (১০০%)	৩৯.১০ (৭৮.২০%)
২০১৪-১৫	৫৮৭.৯০	৬০০.০০	৬০০.০০ (১০০%)	৫৯৮.৮০ (৯৯.৮০%)
২০১৫-১৬	৯৫৯.১৯	১০০০.০০	১০০০.০০ (১০০%)	৯৭৯.৫০ (৯৭.৯৫%)
২০১৬-১৭	২৮২.৯১	২৩০.০০	১৯৬.২৫ (৮৫.৩২%)	১৪৫.৩৭ (৭৪.০৭%)
মোট =	১৮৮০.০০	১৮৮০.০০	**১৮৪৬.২৫ (৯৮.২০)**	**১৭৬২.৭৭ (৯৫.৪৮%)**

১১.০ (ক) ডিপিপি/টিএপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ৩৭টি।

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্যাকেজ (১-৩৪)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
		চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
জিডি-১	১৫-০৭-১৪	১৫-০৯-২০১৪	১৭.৫০	১৫-১১-২০১৪	১৫-১১-২০১৪	-
জিডি-২	১৫-০৭-১৪	৩১-০৭-২০১৪	৪.৮৬	১৫-১১-২০১৪	১৫-১১-২০১৪	-
জিডি-৩	০১-০৪-১৪	০১-০৬-২০১৪	৪.৬০	০৩-০৮-২০১৪	০৩-০৮-২০১৪	-
জিডি-৪	৩০-০৪-১৪	৩১-০৭-২০১৪	১.৬০	৩১-০৭-২০১৫	৩১-০৭-২০১৫	-
জিডি-৫	১৫-০৭-১৪	১৫-০৯-২০১৪	৪৬.০৪	১৫-১১-২০১৪	১৫-১১-২০১৪	-
জিডি-৬	০৯-০২-১৪	৩০/৯/২০১৪	০.৯১	১৩/১০/২০১৪	১৩/১০/২০১৪	-
জিডি-৭	০৯-০২-১৪	৩০/৯/২০১৪	২.০৭	১৪/১০/২০১৪	১৪/১০/২০১৪	-
জিডি-৮ (ইজিপি-১)	১৫-০৫-১৪	১৫-০৭-২০১৪	১৪২.৮৬	১৫-০৯-২০১৪	১৫-০৯-২০১৪	-
জিডি-৯	২৭-০৫-১৫	০৬-০৮-২০১৫	৫.০০	১৮/৬/২০১৫	১৮/৬/২০১৫	-
জিডি-১০	২৭-০৪-১৫	০৬-০৮-২০১৫	৫.০০	১৮/০৬/২০১৫	১৮/০৬/২০১৫	-
জিডি-১১	২৭-০৫-১৫	০৬-০৯-২০১৫	৫.০০	১৮/৬/২০১৫	১৮/৬/২০১৫	-
জিডি-১২	০৫-০৮-১৫	২২/৫/২০১৫	১.৭৮	৩০/৬/২০১৫	৩০/৬/২০১৫	-
জিডি-১৩	০৬-০৮-১৫	২৪/৬/২০১৫	৪.০৪	২৫/৬/২০১৫	২৫/৬/২০১৫	-
জিডি-১৪	০৬-০৮-১৫	২৮/০৬/২০১৫	৪.৪২	২৮/৬/২০১৫	২৮/৬/২০১৫	-
জিডি-১৫	০৬-০৮-১৫	২৪/৬/২০১৫	১.৭৬	০৬-১০-২০১৫	০৬-১০-২০১৫	-
জিডি-১৬	১৬-৮-১৫	৩০/৮/২০১৫	২.০০	০৯-১০-২০১৫	০৯-১০-২০১৫	-

প্যাকেজ (১-৩৪)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
		চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
জিডি-১৭	০৬-০৮-১৫	২৮/০৬/২০১৫	৭.৪৬	২৮/৬/২০১৫	২৮/৬/২০১৫	-
ইজিপি-২	১০-০১-১৬	৩০/১০/২০১৬	২১২.৭১	২৫/১১/২০১৬	২৫/১১/২০১৬	-
ইজিপি-৩	২৯-০৫-১৬	২৩/০৬/১৬	১৯০.০১	৩০/০৬/২০১৬	৩০/০৬/২০১৬	-
জিডি-১৮	১৯-০৫-১৬	২৬/০৫/১৬	১.৬৪	০২/০৬/১৬	০২/০৬/১৬	-
জিডি-১৯	১৯-০৫-১৬	২৬/০৫/১৬	৫.০০	০২/০৬/১৬	০২/০৬/১৬	-
জিডি-২০	১৯-০৫-১৬	২৬/০৫/১৬	৪.৩৫	০২/০৬/১৬	০২/০৬/১৬	-
জিডি-২১	১৯-০৫-১৬	২৬/০৫/১৬	৮.৬৪	০২/০৬/১৬	০২/০৬/১৬	-
জিডি-২২	১৯-০৫-১৬	২৬/০৫/১৬	১.২৪	০২/০৬/১৬	০২/০৬/১৬	-
জিডি-২৩	২৩-০৫-১৬	৩০/০৫/১৬	১.৪২	০৭/০৬/২০১৬	০৭/০৬/২০১৬	-
জিডি-২৪	২৩-০৫-১৬	৩০/০৫/১৬	৩.৭২	০৭/০৬/২০১৬	০৭/০৬/২০১৬	-
জিডি-২৫	২৩-০৫-১৬	৩০/০৫/১৬	২.৩৩	০৭/০৬/২০১৬	০৭/০৬/২০১৬	-
জিডি-২৬	২৩-০৫-১৬	৩০/০৫/১৬	৩.১০	০৭/০৬/২০১৬	০৭/০৬/২০১৬	-
জিডি-২৭	২৫-০৫-১৬	২০/০৬/১৬	১৪.১৬	৩০/০৬/২০১৬	৩০/০৬/২০১৬	-
জিডি-২৮	২৫-০৫-১৬	২০/০৬/১৬	৫৩.৩২	৩০/০৬/২০১৬	৩০/০৬/২০১৬	-
জিডি-২৯	২৩-০৫-১৬	৩০/০৫/১৬	০.৯০	০৭/০৬/২০১৬	০৭/০৬/২০১৬	-
জিডি-৩০	২৩-০৫-১৬	৩০/০৫/১৬	২.০০	০৭/০৬/২০১৬	০৭/০৬/২০১৬	-
জিডি-৩১	২৩-০৫-১৬	৩০/০৫/১৬	৩.১০	০৭/০৬/২০১৬	০৭/০৬/২০১৬	-
জিডি-৩২	২৫-০৫-১৬	২০/০৬/১৬	১৩.৩২	৩০/০৬/২০১৬	৩০/০৬/২০১৬	-
জিডি-৩৩	২৩-০৫-১৬	৩০/০৫/১৬	৯.০০	০৭/০৬/২০১৬	০৭/০৬/২০১৬	-
জিডি-৩৪	২৩-০৫-১৬	৩০/০৫/১৬	৭.০৪	০৭/০৬/২০১৬	০৭/০৬/২০১৬	-
এসডি-১	১৭-১২-১৫	২৫/০২/২০১৬	৯৯.৯৯৫	৩০/০৬/২০১৬	৩০/০৬/২০১৬	-

১২.০ প্রকল্পের পটভূমি :

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে একটি। ২০০০ সালে মাথাপিছু মাথাপিছু গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট (জিএনপি) ছিল মাত্র ৩৬০ মার্কিন ডলার। দেশের আয়তন ১৪৭৫৭০ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি. ৮৪৪ জন। ২০০০ সালে দেশটির মোট জনসংখ্যা ১২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছিল। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। নারী ও পুরুষ জনসংখ্যার অনুপাত হলো-১০০:১০৬। মোট জনসংখ্যার প্রায় চল্লিশ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে বেঁচে থাকে। বিকাশমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও ১৯৯০ সাল থেকে বছরে ৫% এর বেশি এবং ২০০০ সাল থেকে প্রায় ২% করে প্রতি বছর দারিদ্র্যতা হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশের মোট ৫৫.০০ মিলিয়নেরও বেশি (মোট জনসংখ্যার ৩৬%) জনসংখ্যা দিনে ১ ডলারেরও কম আয়ে জীবনমান নির্বাহ করছে।

এই দারিদ্র্য পীড়িত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর বাংলাদেশের উন্নয়ন নির্ভর করে। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরশনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সহায়তায় মাইক্রোফিনান্স প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য একটি দায়িত্বশীল বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি হিসাবে কাজ করছে। দেশটি সরকারী, বেসরকারী এবং ব্যাংকিং খাতে বিভিন্ন সংগঠনকে সমন্বিত মাইক্রোফিনান্স অপারেশনের একটি ব্যাপক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিচালিক হচ্ছে। মাইক্রোফিনান্স প্রোগ্রামটি বিশেষভাবে দরিদ্রদের উদ্দেশ্য করে পরিচালিত হলেও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি দেশের অবহেলিত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর মনিটরিং এবং সেবা প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি কার্যক্রম। আগামীতে জাতিগঠনমূলক সকল সংস্থা/দপ্তর কম্পিউটার প্রশি ক্ষণ কাজের জন্য উল্লেখিত ল্যাব সমূহ ব্যবহৃত হবে।এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পিডিবিএফ এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং পিডিবিএফ কে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর ও টেকসই করা সম্ভব হবে। পিডিবিএফ এর লক্ষিত

জনগোষ্ঠী হচ্ছে পল্লী অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত, আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া সাধারণ মানুষ। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের জীবনমানের সার্বিক উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদানের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যদের জীবন মানের উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সার্বিক কর্মদক্ষতাকে শক্তিশালী করবে। ফলশ্রুতিতে পিডিবিএফ এর সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

১৩.০ প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন :

প্রকল্পটি মার্চ, ২০১৪ থেকে মার্চ, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৭১০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৫/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং০৬/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্প কাযক্রম চলাকালীন সময়ে বাস্তবতার নিরিখে কয়েকটি কোডে আন্তখাত সমন্বয়, আইটেম সংখ্যা ও প্রাক্কলিত ব্যয় পরিবর্তণের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ঠিক রেখে ১৮৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৩/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক ১ম সংশোধনের অনুমোদন জারী হয়। সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী মার্চ, ২০১৭ মেয়াদে ১৭৬২.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়।

১৪.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

পল্লীদারিদ্র্যবিমোচনফাউন্ডেশনএরআইসিটিকার্যক্রমওই-সেবাশক্তিশালীকরণশীর্ষক প্রকল্পের মূল কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১. প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক পর্যায়ে ১১টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন।
২. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় এবং কার্যালয় সমূহে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি স্থাপন/প্রতিস্থাপন।
৩. প্রয়োজনীয় সফটওয়ার ইনস্টলেশন, ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন।
৪. বিদ্যমান আইসিটি ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সফটওয়ার প্রতিস্থাপন।
৫. পিডিবিএফ কর্মী ও সুফলভোগী সদস্যদেরকে আইসটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
৬. ওয়েবসাইট আধুনিকায়ন ও ই-সার্ভিস সমূহ পূনর্গঠন ও ভিডিও কনফারেন্সিং এর ব্যবস্থা স্থাপন।
৭. প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিবিড় তত্বাবধান।

১৫.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রমিক	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	ড. মোঃ মনারুল ইসলাম	যুগ্ম-পরিচালক	পূর্ণকালীন	১০ এপ্রিল, ২০১৪ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১৭

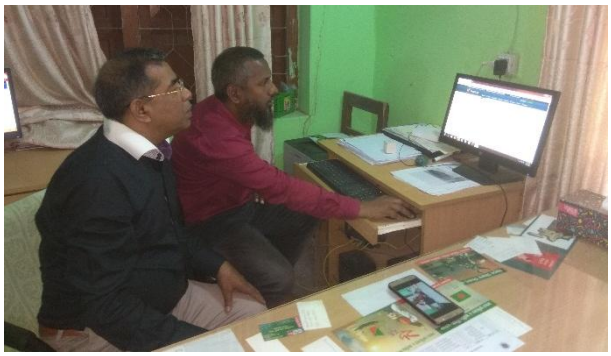
১৬.০ প্রকল্প পরিদর্শন :

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নের লক্ষ্যে গত ১১/০৮/২০১৮ তারিখ ফরিদপুর অঞ্চলাধীন রাজবাড়ী জেলার রাজবাড়ী সদর এবং গোয়ালন্দ উপজেলার এবং কুষ্টিয়া অঞ্চলাধীন কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলা এবং কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত ল্যাব সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। গত ১২/০৮/২০১৮তারিখে খুলনা অঞ্চলেরে ফুলতলা উপজেলা এবং খুলনা সদর অঞ্চলে উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। গত ২৭/০৮/২০১৮ তারিখ জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলায় উক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পিডিবিএফ এর রংপুর অঞ্চলের আইসিটি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য গত ০২/০৯/২০১৮ রংপুর সদর উপজেলা, গঙ্গাচড়া উপজেলা এবং রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত ল্যাব পরিদর্শন করা হয়। পিডিবিএফ আইসিটি কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য গত ১৫/০৯/২০১৮ তারিখে বরিশাল অঞ্চলাধীন গৌরনদী উপজেলা কার্যক্রম এবং বরিশাল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ল্যাব পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।

১৭.০ পরিদর্শনকালীন সময়ে কার্যক্রমের সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

১৭.১ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য গত ১১/০৮/২০১৮ তারিখ ফরিদপুর অঞ্চলাধীন রাজবাড়ী জেলার রাজবাড়ী সদর এবং গোয়ালন্দ

উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন সময়ে পিডিবিএফ এর ওয়েব বেসড (অনলাইন) সফটওয়ারের কার্যক্রম অবলোকনসহ বিভিন্ন তথ্যাদি নিয়ে পিডিবিএফ এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় করা হয়।




চিত্রঃ পিডিবিএফ এর রাজবাড়ী সদর ও গোয়ালন্দ উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েববেসড সফটওয়ার পর্যালোচনা ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে

১৭.২ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য গত গত ১১/০৮/২০১৮ কুষ্টিয়া অঞ্চলাধীন কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলা এবং কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত ল্যাব সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন সময়ে পিডিবিএফ এর ওয়েব বেসড (অনলাইন) সফটওয়ারের কার্যক্রম ও কুষ্টিয়া কম্পিউটার ল্যাবের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে পিডিবিএফি এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় করা হয়।




চিত্র-৩: প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাবে সুফলভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

চিত্র-৪: কুষ্টিয়া কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাব পরিদর্শন ও পিডিবিএফ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়।

১৭.৩ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য গত ১২/০৮/২০১৮ তারিখে ফুলতলা উপজেলা এবং খুলনা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ল্যাব পরিদর্শন করা হয়।




চিত্র-৭: খুলনা অঞ্চলের উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তাদের সাথে আইসিটি বিষয়ে মতবিনিময় সভা।

চিত্র-৮: ফুলপুর উপজেলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়।

১৭.৪ পিডিবিএফ এর ময়মনসিংহ অঞ্চলের আইসিটি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনে জন্য গত ২৭/০৮/২০১৮ জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলায় উক্ত প্রকল্পের কাজ সরেজমিন পরিদর্শন ও সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। উক্ত মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, সরিষাবাড়ি উপজেলার পিডিবিএফ অফিসে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত কম্পিউটার তিন

মাস যাবত অচল থাকায় অনলাইনে ডাটা এন্ট্রিসহ অন্যান্য কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তবে, তারা জানান যে, ময়মনসিংহ অঞ্চলিক অফিস থেকে প্রোগ্রামার এসে উক্ত কম্পিউটার মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৭.৪ পিডিবিএফ এর রংপুর অঞ্চলের আইসিটি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনে জন্য গত ০২/০৯/২০১৮ রংপুর সদর উপজেলা, গঙ্গাচড়া উপজেলা এবং রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত ল্যাব পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন সময়ে পিডিবিএফ এর ওয়েব বেসড (অনলাইন) সফটওয়ারের কার্যক্রম ও রংপুর সদর উপজেলা এবং রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত কম্পিউটার ল্যাবের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে পিডিবিএফি এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় করা হয়।



চিত্র-৯: রংপুর সদর উপজেলার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়।



চিত্র-১০: রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত কম্পিউটার ল্যাবে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়।

১৭.৫ পিডিবিএফ আইসিটি কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য গত ১৫/০৯/২০১৮ তারিখে বরিশাল অঞ্চলাধীন গৌরনদী উপজেলা কার্যক্রম এবং বরিশাল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ল্যাব পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন জানা যায় জেলা প্রশাসক, বরিশাল ও বরিশাল জেলার অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ে স্থাপিত পিডিবিএফ এর আইসিটি প্রকল্পের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাবের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন এবং বরিশাল জেলার অনেক কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এ ল্যাব হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।



চিত্র-১১: পিডিবিএফ আইসিটি প্রকল্পের গৌরনদী উপজেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়।



চিত্র-১২: পিডিবিএফ আইসিটি প্রকল্পের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাবে (বরিশাল) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে, এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রধান কার্যালয়সহ ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে মোট ১১টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে; প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পিডিবিএফ এর সকল কার্যক্রম দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করা সহজ হয়েছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর কার্যক্রম মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে ; পিডিবিএফ এর মনিটরিং কার্যক্রম আরও সহজ হয়েছে এবং নির্ভূলভাবে হিসাব সং রক্ষণ ও হিসাব ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হচ্ছে ; পিডিবিএফ এ অনলাইন সফটওয়ারের (Web based integrated softwere) মাধ্যমে প্রতিটি কার্যালয় থেকে ডাটা এন্ট্রি, নিয়ন্ত্রন, মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে; পিডিবিএফ এর কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও বিভিন্ন রিপোর্ট আদান প্রদান সহজ, নির্ভুল ও দ্রুততম সময়ে পাওয়া যাচ্ছে এবং তা মূল্যায়ন পূর্বক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে ; তারা আরও জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত আইসিটি ল্যাব স্থানীয় অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় শিক্ষিত জনগণের মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৮.০ প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্প কার্যক্রম বা স্তবায়নের ফলে পিডিবিএফ এর কর্মকর্তা কার্মচারী এবং সুফলভোগী সদস্যগণ তথ্য প্রযুক্তির যে সুফল পাচ্ছে/পাবে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. ভিশন ২০২১ এর আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাথে পিডিবিএফ যুক্ত করা সম্ভব হবে।

২. পিডিবিএফ এর কর্মকর্তা, কর্মচারীদের এবং সুফলভোগী দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে দ্রুততার সাথে সকল কার্যাদি সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

৩. পিডিবিএফ এর মনিটরিং কার্যক্রম আরও সহজ হয়েছে এবং নির্ভূলভাবে হিসাব সং রক্ষণ ও হিসাব ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হচ্ছে।

৪. বিভিন্ন দপ্তরের/সংস্থা এবং জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ সহজ হবে এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচিতিতে প্রসার ঘটবে।

৫. পিডিবিএফ এর সকল কার্যক্রম দ্রততার সাথে বাস্তবায়ন করা সহজ হয়েছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর কার্যক্রম মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

৬. পিডিবিএফ এর কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও বিভিন্ন রিপোর্ট আদান প্রদান সহজ, নির্ভুল ও দ্রুততম সময়ে পাওয়া যাচ্ছে এবং তা মূল্যায়ন পূর্বক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৭. দক্ষ প্রযুক্তি নির্ভর জনবল তৈরি হচ্ছে এবং পিডিবিএফ এর সুফলভোগী সদস্যদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হচ্ছে;

৮. মন্ত্রণালয় ও পিডিবিএফ এর প্রধান কার্যালয় থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আঞ্চলিক কার্যালয় এবং উপজেলা কার্যালয়ের সকল তথ্য জানা যাচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

৯. অনলাইন সফটওয়ারের (Web based integrated softwere) মাধ্যমে প্রতিটি কার্যালয় থেকে ডাটা এন্ট্রি, নিয়ন্ত্রন, মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে, ফলে দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

১৯.০ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

প্রকল্পটি মার্চ, ২০১৪ থেকে মার্চ, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৭১০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয় এবং পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ঠিক রেখে ১৮৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধনপূর্বক প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়।প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বর্ণিত প্রকল্পটি প্রকল্প নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ মার্চ, ২০১৭ মেয়াদে ১৭৬২.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৩.৭৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

২০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)
১. পিডিবিএফ এর প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয় সমূহে আইসিটি কার্যক্রম স্থাপন ও শক্তিশালী করণ।	বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ইউপিএস এবং প্রিন্টার পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ে, ৫৩টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ইউপিএস এবং প্রিন্টার ২৪টি পিডিবিএফ আঞ্চলিক কার্যালয়ে এবং ৩৯৮টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ইউপিএস এবং প্রিন্টার ৩৯৮টি পিডিবিএফ উপজেলা কার্যালয়ে সরবরাহ ও স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।
২. প্রধান কার্যালয়, ২৫টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও ৩৯৭টি উপজেলা কার্যালয়ের আইসিটি স্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সফ্টওয়ার সরবরাহ, ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন ও রক্ষনাবেক্ষণ।	বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়, ২৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ৩৯৮টি উপজেলা কার্যালয়ে অনলাইন সফটওয়ার (১. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম; ২. একাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেম; ৩. হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম এবং ৪. ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) এর আওতায় আনা হয়েছে পাশাপাশি নেটওয়ার্কিং সুবিধা সহ অন্যান্য আইটি সার্ভিস সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।
৩. পিডিবিএফ এর সুফলভোগী ও কর্মীদের জন্য অনলাইন ইনফরমেশন ও ফরম ডাউনলোড ব্যবস্থার মত ই-সার্ভিস সমূহ পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণ।	বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে বর্ণিত সুবিধাটি নিশ্চিত কর হয়েছে।
৪. পিডিবিএফ এর ২৫টি অঞ্চল ও প্রধান কার্যালয়ে	বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে পিডিবিএফ প্রধান

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবল সমৃদ্ধ মোট ১১টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	কার্যালয়সহ ২৫টি অঞ্চলের সমন্বয়ে ১১টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাব (প্রধান কার্যালয়, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, খুলনা, পিরোজপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়)স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২৫টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, হাইস্পিড ইন্টারনেট সুবিধা, প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, এয়ারকন্ডিশনার, জেনারেটর সুবিধাসহ সকল আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা প্রদান।
৫. প্রধান কার্যালয় ও ২৫টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে বিদ্যমান আইসিটি সিস্টেমকে আধুনিকায়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ভিডিও কনফারেন্সিং এর ব্যবস্থা স্থাপন।	প্রধান কার্যালয় ও ২৫টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আইসিটি কার্যক্রমকে আধুনিকায়ন এবং ১১টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা করা।
৬. বাংলাদেশের ই-সিটিজেন সেবা নিশ্চিতের সাথে সাথেপিডিবিএফ এর ডাইনামিক ওয়েবসাইট আধুনিকায়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ।	ই-সিটিজেন সেবা নিশ্চিতের সাথে সাথে পিডিবিএফ এর ডাইনামিক ওয়েবসাইটকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
৭. পিডিবিএফ এর কর্মী ও সমিতির সদস্যদের আইসিটির উপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।	বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ১১০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এবং প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে ৪০০ জন সুফলভোগীকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৯.০ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত পর্যবক্ষণসমূহঃ

প্রকল্পভূক্ত কম্পিউটার প্রশি ক্ষণ ল্যাব জেলা পর্যায়ে স্থাপিত হওয়ায় জেলা প্রশাসন এবং অন্যান্য জাতিগঠন মূলক বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে নিবিড় যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। জেলা প্রশাসন এর প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবে ক্ষণে সহায়তা করছেন। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাবের কার্যক্রম পরিদর্শন করে যে সকল তথ্যাদি পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে প্রকল্প কার্যক্রমের পর্যবেক্ষনসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১) আঞ্চলিক পর্যায়ে অত্যন্ত সুন্দর কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

২) প্রকল্পভূক্ত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর মধ্যে চমৎকার আন্ত:ব্যক্তিক সর্ম্পক ও টীম স্প্রিট পরিল ক্ষিত হয়েছে।

২) প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গাতি রেখে, এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রধান কার্যালয়সহ ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে মোট ১১টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

৩) সকল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাবে আধুনিক কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ প্রতিস্থান করতে সক্ষম হয়েছে।

৪) প্রধান কার্যালয়ের সাথে প্রতিটি কম্পিউটার প্রশি ক্ষণ ল্যাবের নেটওংয়াকিং এবং ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে একটি ডিজিটাল পিডিবিএফ স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।

৫) পিডিবিএফ এর পাশাপাশি অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা যেমন- বাংলাদেশ প ল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর বিভিন্ন প্রকল্প, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং জাতি গঠণমূলক প্রতিষ্ঠানের (NBD) এর সাথে তথ্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

৬) পিডিবিএফ এ অনলাইন সফটওয়ারের (Web based integrated softwere) মাধ্যমে প্রতিটি কার্যালয় থেকে ডাটা এন্ট্রি, নিয়ন্ত্রন, মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে।

৭) পিডিবিএফ এবং প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং উপজেলা/ কার্যালয় পর্যায়ে সকল উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা এবং হিসাব কর্মকর্তাদের ০৫ দিন ব্যাপি কম্পিউটারের উপর মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮) সুফলভোগী সদস্যগণ এবং তাঁদের সন্তানদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশি ক্ষণ প্রদান এবং তথ্য প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৯) পিডিবিএফ এর কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশি ক্ষিত হওয়ার কারণে তাঁদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ঐ এলাকায় সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০) প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় এবং ২৫টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত ৩৯৭টি উপজেলা/কার্যালয়ের মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১১) ডিপিপির সংস্থান এবং তহবিলের প্রাপ্যতা অনুযায়ী কম্পিউটার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে এবং ব্যবহার হচ্ছে।

১২) কোন কোন উপজেলায় (সরিষাবাড়ি উপজেলা) পিডিবিএফ অফিসে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত কম্পিউটার তিন মাস যাবত অচল থাকায় অনলাইনে ডাটা এন্ট্রিসহ অন্যান্য কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

২২.০ **সুপারিশমালাঃ**

পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ এর আলোকে সুপারিশসমূহঃ

১) প্রকল্প কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে মনে হয়েছে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পিডিবিএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের সচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটির সকল কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায়, আরও অধিক সংখ্যক দরিদ্র মানুষকে সেবা দেয়ার জন্য পর্যায়ক্রমে পিডিবিএফ এর আওতায় নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সমগ্র বাংলাদেশে এ ধরনের কার্যক্রম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

২) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পিডিবিএফ এ অনলাইন সফটওয়ারের (Web based integrated softwere) মাধ্যমে প্রতিটি কার্যালয় থেকে ডাটা এন্ট্রি, নিয়ন্ত্রন, মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে; পিডিবিএফ এর কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও বিভিন্ন রিপোর্ট আদান প্রদান সহজ, নির্ভুল ও দ্রুততম সময়ে পাওয়া যাচ্ছে ; কর্মকর্তা/কর্মচারীর কার্যক্রম মূল্যায়ন করা ও তা মূল্যায়ন পূর্বক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং পিডিবিএফ এর মনিটরিং কার্যক্রম আরও সহজ হয়েছে এবং নির্ভূলভাবে হিসাব সং রক্ষণ ও হিসাব ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হচ্ছে। এমতাবস্থায়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যেসকল সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তাদের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের হিসাব সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কাজের মনিটরিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগাতে হবে; এক্ষেত্রে প্রয়োজনে পিডিবিএফ-কে ব্যবহার করা যেতে পারে;

৩) আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত আইসিটি ল্যাব পিডিবিএফ-এর কার্যক্রমের পাশাপাশি স্থানীয় অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় শিক্ষিত জনগণের মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

৪) কোন কোন উপজেলায় (সরিষাবাড়ি উপজেলা) পিডিবিএফ অফিসে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত কম্পিউটার তিন মাস যাবত অচল থাকায় অনলাইনে ডাটা এন্ট্রিসহ অন্যান্য কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, ঋণ কার্যক্রমের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য আইসিটি ল্যাব ও উপজেলা পর্যায়ের কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জমাদি পিডিবিএফ'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত মেরামত করতে হবে;

৫) পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও মতামতের উপর গৃহিত ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী এক মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

Initiative for Development, Empowerment, Awareness and Livelihood (IDEAL)Project, Kurigram (1st Revised) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন,২০১৭)

১.০ প্রকল্পের নাম : Initiative for Development, Empowerment, Awareness and Livelihood (IDEAL)Project, Kurigram (1st Revised)

২.০ নির্বাহী সংস্থা : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

৩.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

৪.০ প্রকল্প এলাকা : কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলা ও তিনটি পৌরসভার ৭২টি ইউনিয়নের ৬৪৮টি ওয়ার্ড।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত			
২০৪৩.৭৫	২২২২.২০	১৯৮৩.৭৪	জুলাই,২০১২ থেকে জুন,২০১৬	জুলাই,২০১২ থেকে জুন,২০১৭	জুলাই,২০১২ থেকে জুন,২০১৭	-২.৯৪%	১ বছর (২৫%)

৬.০ অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি:

খাতের বিবরণ		আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১		৩	৪	৫	৬	৭
(A) Revenue Component						
৪৫০১	অফিসারের বেতন	**৩৯.৪৭**	**২২**	**১৬.৬৬**	**২২**	
৪৬০১	কর্মচারীদের বেতন	**৩৫৯.৩৪**	**৬০ জন**	**৩২৬.৬৩**	**৬০ জন**	
৪৭৫৩	দৈনন্দিন ভাতা	০.০১	৮২ জন	০.৪১	৮২ জন	
৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা	১০.০০	থোক	৭.৩৯	থোক	
৪৮০১	পরিবহন ও ভ্রমণ ভাতা	২২.০০	৬৮ জন	১৯.২৫	৬৮ জন	
৪৮০২	বদলীজনিত ব্যয়	২.০০	থোক	০.০০	থোক	
৪৮০৫	অধিকাল ভাতা	১.৫০	২ জন	০.৮৮	২ জন	
৪৮০৬	ভাড়া-অফিস	৮.০০	থোক	৫.৫২	থোক	
৪৮১৬	টেলিফোন	১.০০	৪টি	০.৬১	৪টি	
৪৮১৭	ইন্টারনেট সংযোগ ও ফ্যাক্স বিল	৫.০০	১১টি	৪.৮৫	১১টি	
৪৮১৮	রেজিষ্ট্রেশন ফি	৫.০০	১৯টি	৩.৭২	১৯টি	
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	১৭.০০	থোক	১১.৮১	থোক	
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	৭.০০	থোক	৫.১০	থোক	
৪৮২৭	মুদ্রণ, প্রকাশনা ও গবেষণা	৫.০০	থোক	২.৯৫	থোক	
৪৮২৮	ষ্টেশনারী	৬.০০	থোক	৫.৭৪	থোক	
৪৮২৯	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	১০.০০	থোক	১০.০০	থোক	
৪৮৩১	বই ও সাময়িকী	১.৫০	থোক	১.২৫	থোক	
৪৮৩২	অডিওভিডিও/	১.৫০	থোক	০.৯৩	থোক	

খাতের বিবরণ		আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১		৩	৪	৫	৬	৭
৪৮৩৩	বিজ্ঞাপন ও প্রচারনা	৬.০০	থোক	৪.৭৭	থোক	
৪৮৪০	ট্রেনিং/ওরিয়েন্টেশন	৫৯২.৯২	২২৬৮৪ জন	৫৫১.৭৪	২১৩০৯ জন	
৪৮৪২	সেমিনার/কনফারেন্স	১০.০০	থোক	২.৯৬	থোক	
৪৮৪৮	ব্যবস্থাপনা ব্যয়/ডব্লিউডিএ/ইউডিএ	৬.০০	থোক	৩.২২	থোক	
৪৮৭৪	পরামর্শক খরচ	৬.০০	থোক	২.১৪	থোক	
৪৮৮৩	সম্মানী	৭.০০	থোক	৬.৩৪	থোক	
৪৮৮৬	সার্ভে	১০.০০	থোক	৩.২৫	থোক	
৪৮৮৮	কম্পিউটার খরচ	৬.০০	থোক	২.৯৮	থোক	
৪৮৯৯	বিবিধ (অন্যান্য ব্যয়)	৪.০০	থোক	৩.৫০	থোক	
৪৯০১	মোটর যানবাহন	৭.০০	থোক	৫.৯৯	থোক	
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	৩.০০	থোক	১.৯৯	থোক	
৪৯২১	অফিস বিল্ডিং	৩৩.৪৩	৬টি	৩৩.৪২	৬টি	
৪৯৯১	অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৬০০.	থোক	৩.২৪	থোক	
৫৯১৯	কমিউনিটি লাইব্রেরি	২৫.২০	২২৫টি	১৩.৩৪	২২৫টি	
৫৯৬৫	বিশেষ অনুদান প্রশিক্ষণোত্তর) (সহায়তা	৭০৬.২০	১৮১১০ জন	৬৩৮.৭০	১৬৬৩৫ জন	
Sub-Total		**১৯৩১.০৬**		**১৭০১.২৮**		
(B) Capital Component						
Acquisition of Assets						
৬৮০৭	যানবাহন	৭২.৪১	২৮টি	৭২.৪১	২৮টি	
৬৮১২	ডিজিটাল ক্যামেরা	১.০০	১টি	১.০০	১টি	
৬৮১৩	এয়ারকুলার	১.৫৫	১টি	১.৫৫	১টি	
৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	১৪.২৫	৩১টি	১৪.২৪	৩১টি	
৬৮১৭	কম্পিউটার সফটওয়ার	৩.৫০	থোক	৩.২৬	থোক	
৬৮১৯	ফটোকপিয়ার মেশিন	১৪.৩০	১১টি	১৪.৩০	১১টি	
৬৮২১	আসবাবপত্র	১১.০০	১৫টি	১০.৫২	১৫টি	
৬৮২৩	টেলি যোগাযোগ সরঞ্জাম	০.৭৪	৬টি	০.৭৪	৬টি	
৬৮৫১	অন্যান্য	৫.০০	থোক	৪.৪৪	থোক	
৭০০৬	অফিস বিল্ডিং	১৫০.০০	৩টি	১৫০.০০	৩টি	
৭০৪৬	স্যানিটারি ল্যাট্রিন সরবরাহ	১০.০০	৫০০টি	১০.০০	৫০০টি	
(B) Sub Total		**২৮৩.৭৫**		**১৬০.০০**		
(গ) প্রাইজ কন্টিনজেন্সী		**৬.২৯**		**০.০০**		
(ঘ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী		**১.১০**		**০.০০**		
মোট		**২২২২.২০**		**১৯৮৩.৭৪**		

৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে;

- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য হলো পল্লী এলাকার অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকা উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

ক) মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুপ্রেরণা ও সচেতনতা সৃষ্টি;
খ) সমাজ ও পরিবারের সম্ভাবনাময় শক্তি জাগরূক করা;
গ) যথার্থ উন্নয়ন ও সমন্বিত কার্যক্রমের জন্য মানবসম্পদ ও সাংগঠনিক অবকাঠামো সৃষ্টি;
ঘ) কর্মকান্ডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি; এবং
ঙ) প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তায় আয়বর্ধক কর্মকান্ড গ্রহণের মাধ্যমে জীবিকা ও জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন।

১০.০ অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি সংস্থান		আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
	মূল	১ম সংশোধিত			
২০১২-১৩	**৪৬৬.৮৫**	**৯৫.৩৯**	**১১৫.০০**	**১১৫.০০**	**৯৫.৩৯**
২০১৩-১৪	**৫৬৩.৭৯**	**৩৩৮.৪৮**	**২৫০.০০**	**২৫০.০০**	**৩৩৮.৪৮**
২০১৪-১৫	**৫৩৯.৯৪**	**৪৪৯.৯৫**	**৪৫০.০০**	**৪৫০.০০**	**৪৪৯.৯৫**
২০১৫-১৬	**৪৭৩.১৭**	**৭০৮.৫৪**	৪০০.০০	৪০০.০০	**৩৩৯.৯২**
২০১৬-১৭	**--**	**৬২৯.৮৪**	৭০০.০০	৭০০.০০	**৭০০.০০**
	২০৪৩.৭৫	**২২২২.২০**	২০১৫.০০	২০১৫.০০	**১৯৮৩.৭৪**

১১.০ (ক) ডিপিপি/টিএপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা:

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য (পিসিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে):

প্যাকেজ (১-৩৪)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
		চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
জিডি-১ (পিক-আপ)	৩০/০৬/২০১৩ তারিখ ক্রয় করা হয়েছে।					
জিডি-২ (মটর সাইকেল)	৩০/০৬/২০১৩ তারিখ ক্রয় করা হয়েছে।					
জিডি-৩ (বাইসাইকেল)	১৬/০৩/২০১৬ তারিখ ক্রয় করা হয়েছে।					
জিডি-৫ ও জিডি-৬ (কম্পিউটার ও প্রিন্টার)	২৪/০৩/২০১৩ তারিখ ক্রয় করা হয়েছে।					
জিডি-১০ (ফটোকপিয়ার)	বিভিন্ন তারিখে ক্রয় করা হয়েছে।					
জিডি-১১ (টেলিফোন)	বিভিন্ন তারিখে ক্রয় করা হয়েছে।					
জিডি-১৩ (আসবাবপত্র)	বিভিন্ন তারিখে ক্রয় করা হয়েছে।					
ফ্যাক্স	বিভিন্ন তারিখে ক্রয় করা হয়েছে।					

মন্তব্য: প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপি'তে পণ্য-১৪টি, কার্য-৩টি ও সেবা-১টি সহ মোট ১৮টি প্রাকেজের ক্রয় পরিকল্পনা আছে। কিন্তু পিসিআর-এ সেসব তথ্য (সবগুলো প্যাকেজ,ক্রয় পক্রিয়া, দরপত্র আহ্বানের তারিখ,চুক্তির তারিখ,চুক্তি মূল্য ইত্যাদি) উপস্থাপন করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক-কে দাপ্তরিক পত্র ও টেলিফোনে যোগাযোগ করেও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১২.০ প্রকল্পের পটভূমি :

কুড়িগ্রাম বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি জনবহুল জেলা। জনবহুল এই জেলার জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অন্যান্য জেলার চেয়ে এই জেলার সম্পদ অপেক্ষা জনসংখ্যার হার বেশি। যোগযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। প্রতিবছর নদীভাংগনের কারণে জনগোষ্ঠির একটি অংশকে আবাদি জমি ও বসতভিটা হারাতে হয়। বন্যা ও খরায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি, মৌসুসী কর্মহীনতা, অসচেতনতা প্রভৃতি কুড়িগ্রাম জেলার দারিদ্রতার বড় কারণ। দরিদ্র জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও কাজের সুযোগ দিয়ে দারিদ্র লাঘবই আইডিইএএল প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ২০১০ সালের ৬ই মার্চ বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুড়িগ্রামে এক জনসভায় জেরার অসহায় কগরিব মানুষের জীবনমান উন্নয়নে একটি প্রকল্প গ্রহণের ঘোষণা দেন। তাঁর ঘোষণা ও নির্দেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ সহায়তার মাধমে কুড়িগ্রাম জেলার দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে 'Initiative for Development, Empowerment, Awareness and Livelihood Project (IDEAL Project), Kurigram' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১৩.০ প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন :

প্রকল্পটি জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৬ মেয়াদে ২০৪৩.৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ০৭/০৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ০৩/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্প কাযর্ক্রম চলাকালীন সময়ে বাস্তবতার নিরিখে কয়েকটি কোডে আন্তখাত সমন্বয়, আইটেম সংখ্যা ও প্রাক্কলিত ব্যয় পরিবর্তণের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন ০১ বছর বৃদ্ধি এবং প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি করত: প্রাক্কলিত ব্যয় ২২২২.২০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে ১৭/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক ১ম সংশোধনের অনুমোদন জারী হয় । সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৭ মেয়াদে ১৯৪৩.৭৪ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয়ে প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়।

১৪.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

(১) সুফলভোগী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন, (২) ওয়ার্ড সংসদ গঠন, (৩) ওয়ার্ড সংসদ কমিটি গঠন, (৪) ইউনিয়ন কমিটি গঠন, (৫) সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান, (৬) প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ সহায়তা দান, (৭) কমিউনিটি লাইব্রেরি স্থাপন, (৮) স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন, (৯) বিপণন কেন্দ্র স্থাপন, (১০) নতুন পল্লী ভবন নির্মাণ, (১১) পুরাতন পল্লী ভবন মেরামত এবং (১২) সুফলভোগীদের ডাটাবেইজ তৈরি।

১৫.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রমিক	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	বিনয় কৃষ্ণ মন্ডল	উপপরিচালক	খন্ডকালীন	০৩ সেপ্টেম্বর,২০১২ হতে ৩০ ডিসেম্বর,২০১৩
২.	মো: আশরাফুল আলম	সহকারী পরিচালক	খন্ডকালীন	ডিসেম্বর,২০১৩ হতে ০২ ফেব্রুয়ারি,২০১৪
৩.	বকুল চন্দ্র রায়	উপপরিচালক	খন্ডকালীন	০২ ফেব্রুয়ারি,২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০১৭

১৬.০ প্রকল্প পরিদর্শন :

গত ১০-১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ কুড়িগ্রাম জেলায় 'Initiative for Development, Empowerment, Awareness and Livelihood Project (IDEAL Project), Kurigram' শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটির কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। উক্ত পরিদর্শনকালে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ৫নং বোকডাংগা ওয়ার্ড সংসদ, নাগেশ্বরি উপজেলার ১নং রায়গঞ্জ ওয়ার্ড সংসদ,

ভূরুঙ্গামারি উপজেলার ৬ নং ওয়ার্ড সংসদের সুফলভোগী, প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।

১৭.০ পরিদর্শনকালীন সময়ে কার্যক্রমের সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

গত ১০-১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ কুড়িগ্রাম জেলায় 'Initiative for Development, Empowerment, Awareness and Livelihood Project (IDEAL Project), Kurigram' শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটির কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, নাগেশ্বরি উপজেলার প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কৃষি বিষয়ক, হাঁস মুরগি পালন, গবাদিপশু পালন, টেইলারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়। যেমনঃ কৃষি কাজের জন্য ২০০০ টাকা করে, হাঁস মুরগি পালনের জন্য ৫০০০ টাকা করে, গবাদিপশুর জন্য ২০০০০ টাকা করে এবং মহিলাদের সেলাই মেশিন সরবরাহ করা হয়। তবে প্রশিক্ষণের মেয়াদ কম হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীদের অধিকাংশ বর্তমানে আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ডের জরিত নেই। যেমনঃ পাউল বেগম ও কবিতা প্রকল্পটির আওতায় টেলারিং এর প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন পেয়েছে, কিন্তু তাদের কেউই বর্তমানে নিজ পরিবারের বাহিরে সেলাইয়ের কাজ করেন না। তবে মুসাম্মদ নাসরিন আক্তার প্রকল্প থেকে শিশু ও মহিলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বর্তমানে ব্র্যাক এ কর্মরত রয়েছেন। প্রকল্পের ডিপিপি ও পিসিআর এ বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী ৫০০টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন (প্রতিটি ২০০০ টাকা করে) সরবরাহ করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তা পরিলক্ষিত হয়নি। অধিকন্তু পরিদর্শনকালে যেসকল স্যানিটারি ল্যাট্রিন পাওয়া গেছে সেগুলোও নিম্নমানসম্পন্ন হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়াও পিসিআর এ অংগভিত্তিক অগ্রগতি অংশে ২২৫টি কমিউনিটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন অংশে ১২১ টি কমিউনিটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু, বাস্তবে উক্ত লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। যেমনঃ ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় ২০০৯ (প্রকল্পের শুরুর পূর্বে) সালে স্থাপিত বাগভান্ডার আদর্শ পাঠাগারে কেবল কিছু বই সরবরাহ করা হয়েছে।



চিত্র: ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন ও সুফলভোগীদের সাথে মত বিনিময়।



চিত্র:ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন ও সুফলভোগীদের সাথে মত বিনিময়।



চিত্র: কুরিগ্রাম সদর উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন ও সুফলভোগীদের সাথে মত বিনিময়।



চিত্র: কুরিগ্রাম সদর উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন ও সুফলভোগীদের সাথে মত বিনিময়।



চিত্র: নাগেশ্বরি উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন ও সুফলভোগীদের সাথে মত বিনিময়।



চিত্র:চিত্র: নাগেশ্বরি উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন ও সুফলভোগীদের সাথে মত বিনিময়।

এছাড়াও উক্ত প্রকল্পটি পরিদর্শনান্তে জানা যায় যে, সুফলভোগীদের কোন ডাটাবেইজ নেই। সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ এবং মার্কেট লিংকেজ না থাকায় তাদের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটির বিভিন্ন কর্মকান্ডের মনিটরিং ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ছিল; উল্লেখকৃত তিনটি উপজেলার যে কয়টি ওয়ার্ড সংসদ পরিদর্শন করা হয়েছে সেগুলোর সভাপতি এবং সদস্যগণ প্রকল্প পরিচালকে চেনেন না। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন কর্মকান্ড এবং প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত তথ্যদি সংরক্ষণে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমনঃ প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণী (প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি, প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন নির্মাণ কাজের চুক্তি ও কাজ বুঝে পাওয়ার সময় ইত্যাদি) চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক উক্ত তথ্যাদি প্রদানের মৌখিকভাবে অপারগতা প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকে পত্র প্রেরণ করা হলেও তার কোন জবাব পাওয়া যায়নি। এচাড়াও, প্রকল্পের আওতায় গঠিত ওয়ার্ড সংসদগুলোর নিবন্ধন ও সদস্যদের কার্যক্রমের মনিটরিং না থাকায় প্রকল্পের সুফলগুলো টেকসই হচ্ছে না। প্রকল্পের আওতায় নিযুক্ত জনবল (মাঠকর্মী, প্রশিক্ষক) বর্তমানে প্রকল্প শেষ হওয়া বেকার রয়েছেন।

১৯.০ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

প্রকল্পটি জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৬ মেয়াদে ২০৪৩.৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ০৭/০৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ০৩/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্প কাযর্ক্রম চলাকালীন সময়ে বাস্তবতার নিরিখে কয়েকটি কোডে আন্তখাত সমন্বয়, আইটেম সংখ্যা ও প্রাক্কলিত ব্যয় পরিবর্তণের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন ০১ বছর বৃদ্ধি এবং প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি করত: প্রাক্কলিত ব্যয় ২২২২.২০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে ১৭/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক ১ম সংশোধনের অনুমোদন জারী হয় । সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৭ মেয়াদে ১৯৪৩.৭৪ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৮৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯% (পিসিআর-এ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী)।

২০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)
প্রধান উদ্দেশ্য হলো পল্লী এলাকার অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকা উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বিভিন্ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস।	সুফলভোগীদের পাশাপাশি গ্রামের সাধারণ জনগণের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পে প্রধান উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। আরডিপিপি অনুযায়ী জেলা পর্যায়ে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ৯টি উপজেলায় অরিয়েনটেশন, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ানম্যানদের Intruductory প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপজেলা সমন্বয় কমিটির ১০৮টি ইউনিট পরিচালনা করা হয়েছে। ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বয় সভা করা হয়েছে। এছাড়াও আরডিপিপি অনুযায়ী সুফলভোগীদের নির্ধারিত সময়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)
	প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ হস্তান্তর করা হয়েছে। সুফলভোগীরা বাণিজ্য ভিত্তিক বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের লিপ্ত হয়েছেন। তাদের দক্ষতা এবং টেকনোলজি ব্যবহার ও উৎপাদন বৃদ্ধি দিনে দিনে ত্বরান্বিত হয়েছে। ফলে তাদের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। দরিদ্র্য অসহায় জনগণের ক্ষেত্রে এটা একটি ব্যতিক্রম ও উল্লেখযোগ্য অর্জন। সুফলভোগীরা অধিকতর উন্নত জীবনযাপন করছে। শতভাগ অর্জন সম্ভব হয়েছে।
ক) মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুপ্রেরণা ও সচেতনতা সৃষ্টি।	আরডিপিপি অনুযায়ী সচেতনতা বৃদ্ধি, ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়, সংকট ব্যবস্থাপনা, মার্কেটচেইন ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব ও সামাজিক সমন্বয় বিষয়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে ৯৫টি ব্যাচে একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সাধারণ জনগণ প্রশিক্ষণগুলোতে অংশ নিয়েছে। এই প্রশিক্ষণগুলো মাধ্যমে সাধারণ জনগণ তাদের অধিকার ও দায়িত্ব, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সমস্যা ও তার প্রতিকার স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়নে সেগুলোর ব্যবহার, প্রাথমিক চিকিৎসা পুষ্টি জ্ঞান পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। অর্জন শতভাগ।
খ) সমাজ ও পরিবারের সম্ভাবনাময় শক্তি জাগরূক করা।	পল্লী অঞ্চলে কেবল কৃষি কাজ পর্যাপ্ত জীবিকার সুযোগ তৈরি করতে পারে না। বরং নন-ফার্ম কর্মসংস্থান দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসা হচ্ছে ট্রেডিশনাল ও নিম্নতম আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ড যা স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাদের উন্নয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধনমূলক নীতি প্রণয়নে গুরত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই প্রকল্প সুফলভোগীদের মুদি দোকান ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসায় সক্ষম করে তুলেছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে তাদেরকে প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ হস্তান্তর করা হয়েছে যাতে তারা সে কাজগুলো দক্ষভাবে করতে পারে। অর্জন শতভাগ।
গ) আত্ম উন্নয়ন, কমিউনিটি ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী অঞ্চলের লোকদের সংগঠিত করা ও তাদের কাজের সমন্বয় সাধন।	আরডিপিপি অনুযায়ী ৬৭৫টি ওয়ার্ড সংসদ, ১২১টি কমিউনিটি লাইব্রেরি এবং ৫০০টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন তৈরি করা হয়েছে। অর্জন শতভাগ।
ঘ) আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুফলভোগীরা বাণিজ্যিক ভিত্তিক বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের লিপ্ত হয়েছেন। তাদের দক্ষতা এবং টেকনোলজি ব্যবহার ও উৎপাদন বৃদ্ধি দিনে দিনে ত্বরান্বিত হয়েছে। ফলে তাদের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। দরিদ্র অসহায় জনগণের ক্ষেত্রে এটা একটি ব্যতিক্রম ও উল্লেখযোগ্য অর্জন। সুফলভোগীরা অধিকতর উন্নত জীবনযাপন করছে। শতভাগ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

১৯.০ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত পর্যবক্ষণসমূহঃ

প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করে যে সকল তথ্যাদি পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে প্রকল্প কার্যক্রমের পর্যবে ক্ষনসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১৯.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের কারিগরি জ্ঞান অর্জন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন:আক্তার প্রকল্প থেকে শিশু ও মহিলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বর্তমানে ব্র্যাক এ কর্মরত রয়েছেন;

১৯.২ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কৃষি, হাঁস মুরগি পালন, গবাদিপশু পালন, টেইলারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়। যেমনঃ কৃষি কাজের জন্য ২০০০ টাকা করে, হাঁস মুরগি পালনের জন্য ৫০০০ টাকা করে, গবাদিপশুর জন্য ২০০০০ টাকা করে এবং মহিলাদের সেলাই মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে;

১৯.৩ প্রশিক্ষণের মেয়াদ কম হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীদের অধিকাংশ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু আয়ত্ব করতে পারেননি, ফলে আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে সমর্থ হননি। যেমনঃ পাউল বেগম ও কবিতা প্রকল্পটির আওতায় টেলারিং এর প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন পেয়েছে, কিন্তু তাদের কেউই বর্তমানে নিজ পরিবারের বাহিরে সেলাইয়ের কাজ করেন না।

১৯.৪ পিসিআর এ অংগভিত্তিক অগ্রগতি অংশে ২২৫টি কমিউনিটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন অংশে ১২১ টি কমিউনিটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু, বাস্তবে উক্ত লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। যেমনঃ ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় ২০০৯ (প্রকল্পের শুরুর পূর্বে) সালে স্থাপিত বাগভান্ডার আদর্শ পাঠাগারে কেবল কিছু বই সরবরাহ করা হয়েছে।

১৯.৫ প্রকল্পের ডিপিপি ও পিসিআর এ বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী ৫০০টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন (প্রতিটি ২০০০ টাকা করে) সরবরাহ করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তা পরিলক্ষিত হয়নি। অধিকন্তু পরিদর্শনকালে যেসকল স্যানিটারি ল্যাট্রিন পাওয়া গেছে সেগুলোও নিম্নমানসম্পন্ন হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৯.৬ সুফলভোগীদের কোন ডাটাবেইজ নেই। সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ এবং মার্কেট লিংকেজ না থাকায় তাদের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটির বিভিন্ন কর্মকান্ডের মনিটরিং ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। উল্লেখকৃত তিনটি উপজেলার যে কয়টি ওয়ার্ড সংসদ পরিদর্শন করা হয়েছে সেগুলোর সভাপতি এবং সদস্যগণ প্রকল্প পরিচালকে চেনেন না।

১৯.৭ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন কর্মকান্ড এবং প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত তথ্যাদি সংরক্ষণে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমনঃ প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণী (প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি, প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন নির্মাণ কাজের চুক্তি ও কাজ বুঝে পাওয়ার সময় ইত্যাদি) চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক উক্ত তথ্যাদি প্রদানের মৌখিকভাবে অপারগতা প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকে পত্র প্রেরণ করা হলেও তার কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

১৯.৮ প্রকল্পের আওতায় গঠিত ওয়ার্ড সংসদগুলোর নিবন্ধন ও সদস্যদের কার্যক্রমের মনিটরিং না থাকায় প্রকল্পের সুফলগুলো টেকসই হচ্ছে না। প্রকল্পের আওতায় নিযুক্ত জনবল (মাঠকর্মী, প্রশিক্ষক) বর্তমানে প্রকল্প শেষ হওয়া বেকার রয়েছেন।

২০.০ **পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ এর আলোকে সুপারিশসমূহঃ**

২০.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের কারিগরি জ্ঞান অর্জন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, প্রশিক্ষণের মেয়াদ কম হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীদের অধিকাংশ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু আয়ত্ব করতে পারেননি, ফলে আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে সমর্থ হননি। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও মেয়াদ সুফলভোগীদের চাহিদা বিশ্লেষণপূর্বক বাস্তবসম্মতভাবে প্রণয়ন করতে হবে;

২০.২ পিসিআর এ অংগভিত্তিক অগ্রগতি অংশে ২২৫টি কমিউনিটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন অংশে ১২১ টি কমিউনিটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। এমতাবস্থায়, ভবিষ্যতে প্রকল্পের পিসিআর প্রণয়নে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং ত্রুটিপূর্ণ পিসিআর প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে;

২০.৩ পিসিআর এ অংগভিত্তিক অগ্রগতি অংশে ২২৫টি কমিউনিটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন অংশে ১২১ টি কমিউনিটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু, বাস্তবে উক্ত লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। যেমনঃ ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় ২০০৯ (প্রকল্পের শুরুর পূর্বে) সালে স্থাপিত বাগভান্ডার আদর্শ পাঠাগারে কেবল কিছু বই সরবরাহ করা হয়েছে। ডিপিপি ও পিসিআরে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও কেন তা যথাযথভাবে করা হয়নি সংস্থা প্রধান বিষয়টি খতিয়ে দখতে পারেন;

২০.৪ প্রকল্পের আওতায় গঠিত ওয়ার্ড সংসদগুলোর নিবন্ধন ও সদস্যদের কার্যক্রমের মনিটরিং না থাকায় প্রকল্পের সুফলগুলো টেকসই হচ্ছে না। প্রকল্পের আওতায় নিযুক্ত জনবল (মাঠকর্মী, প্রশিক্ষক) বর্তমানে প্রকল্প শেষ হওয়া বেকার রয়েছেন। এমতাবস্থায়, উক্ত ওয়ার্ড সংসদসমূহকে নিবন্ধিত করে সমবায়ভিত্তিক কৃষি কার্যক্রম ও ক্ষুদ্র ব্যবসা

পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এক্ষেত্রে প্রকল্পটির আওতায় নিযুক্ত (বর্তমানে বেকার) জনবলকে ব্যবহার করা যেতে পারে;

২০.৫ প্রকল্পের ডিপিপি ও পিসিআর এ বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী ৫০০টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন (প্রতিটি ২০০০ টাকা করে) সরবরাহ করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তা পরিলক্ষিত হয়নি। অধিকন্তু পরিদর্শনকালে যেসকল স্যানিটারি ল্যাট্রিন পাওয়া গেছে সেগুলোও নিম্নমানসম্পন্ন হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে। এ বিষয়ে ডিপার্টমেন্টাল তদন্তপূর্বক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে;

২০.৫ পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও মতামতের উপর গৃহিত ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী এক মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৬)

১.০ প্রকল্পের নাম : সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি (১ম সংশোধিত)

২.০ নির্বাহী সংস্থা : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

৩.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

৪.০ প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের ০৬টি বিভাগের ২০টি জেলার মোট ৬১টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে-যা নিম্নরূপঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ময়মনসিংহ	সদর, গৌরিপুর, ধোবাউড়া, মুক্তাগাছা, গফরগাঁও, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, ত্রিশাল, ফুলপুর, হালুয়াঘাট।
	জামালপুর	সরিষাবাড়ি
	টাংগাইল	কালিহাতী, মধুপুর, নাগরপুর, মির্জাপুর।

	শেরপুর	নকলা, শ্রীবরদী, নালিতাবাড়ি, সদর।
	কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ, পাকুন্দিয়া, কটিয়াদি, সদর, তাড়াইল, বাজিতপুর।
	নেত্রকোণা	সদর, আটপাড়া, সদন, পূর্বধলা, দুর্গাপুর, মোহনগঞ্জ, কমলাকান্দা, কেন্দ্রয়া।
	ঢাকা	সাভার।
	মানিকগঞ্জ	সদর, দৌলতপুর, শিবালয়, হরিরামপুর, সিংগাইর, সাটুরিয়া, ঘিওর।
	গাজীপুর	সদর, কাপাসিয়া,
খুলনা	মেহেরপুর	সদর, গাংনী
	চুয়াডাংগা	সদর
	কুষ্টিয়া	খোকসা
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	সেনবাগ
	লক্ষীপুর	সদর
	চাঁদপুর	কচুয়া
	কুমিল্লা	বুড়িচং
রাজশাহী	রাজশাহী	পুঠিয়া, বাঘমারা
	নাটোর	সিংড়া, বাগাতিপাড়া, সদর
রংপুর	বগুড়া	নন্দীগ্রাম
	রংপুর	বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
১৯৮৩.০৬	১৯০৫.৭৪	১৭৬২.২০	জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫	জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬	জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬	-১১.১৩%	১২মাস (৩৩.৩৩%)

৬.০ অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি:

৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: মোট ৫২৪টি গভীর নলকূপ মেরামতের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এর মধ্যে ২৫৫টি গভীর নলকূপের মেরামত করা হয়। অবশিষ্ট ২৬৯টি গভীর নলকূপের মধ্যে ১৭৭টি (৪টি স্থানীয় উদ্যোগে মেরামত কর হয়, ১৪১টি বিদ্যুৎ সংযোগের নিশ্চয়তা নেই বিধায় মেরামত করা হয়নি এবং ৩২টি সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি) মেরামত করা হয়নি এবং ৯২টি গভীর নলকূপ মেরামতের জন্য প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। উক্ত ৯২টি গভীর নলকূপের মধ্যে ৭৯টি মেরামত করা হয় এবং ১৩টি মেরামত করা হয়নি।

৮.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে;

- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর অকার্যকর কিন্তু মেরামতযোগ্য গভীর নলকূপগুলোর মেরামত ও কার্যকর করার মাধ্যমে সেচ পরিধি বৃদ্ধি এবং প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহঃ

১) মেরামতের মাধ্যমে বিআডিবি'র গভীর নলকূলগুলোকে কার্যকর করা;

২) প্রশিক্ষণ (কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা) প্রদানের মাধ্যমে গভীর নলকূলগুলোর কার্যকারিতা ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা;

৩) অকার্যকর গভীর নলকূপগুলো চালুকরণের মাধ্যমে ২০৯৬০ একর সেচ ক্ষেত্র বৃদ্ধি এবং ৫৯৩৬৬.৮০ টন উৎপাদন বৃদ্ধি;

৪) দক্ষ ও কার্যকরী পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

৫) গভীর নলকূপগুলোর সর্বোচ্চ সক্ষমতা নিশ্চিত করা;

৬) ৩৩৪ টি গভীর নলকূপ মেরামত ২০৯৬০ একর জমির সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ;

৭) বিভিন্ন ফসলের intrification ও diversification এর জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ;

৮) গভীর নলকূপের সরঞ্জামাদির নবায়নের মাধ্যমে সেচ এলাকার সম্প্রসারণ করে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা করা।

১০.০ অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি সংস্থান	আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০১২-১৩	৬৩.৬৫	৬৩.৬৫	৬৩.৬৫	৬৩.৬৫
২০১৩-১৪	২৩০.১৭	২৩০.১৭	২৩০.১৭	২৩০.১৭
২০১৪-১৫	৫৫৭.৩৮	৫৫৭.৩৮	৫৫৭.৩৮	৫৫৭.৩২
২০১৫-১৬	৫৮৩.৯৮	৫৫৪.০০	৫৩০.০০	৫১৫.০০
২০১৫-১৬	৪৭০.৫৬	৪৬৮.৫৪	৪৭১.০০	৩৯৬.০০
প্রাইজ এন্ড ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী	৩২	৩২.০০	-	-
মোট =	১৯০৫.৭৪	১৯০৫.৭৪	১৮৫২.২০	১৭৬২.২০

১১.০ (ক) ডিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ১৪।

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য: ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পিসিআর অনুযায়ী নিম্নরূপ:

প্যাকেজ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
		চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
কার্য গভীর নলকূপ মেরামত	১০/১০/২০১৩	২৩/০১/২০১৭	৩৩৬.০০	২০/০৫/২০১৪	২০/০৫/২০১৭	
	২৫/১১/২০১৪	১৫/০২/২০১৫	৩০২.৯৪	১২/০৪/২০১৫	১২/০৪/২০১৫	
	২০/০৩/২০১৬	০৫/০৫/২০১৬	৩৩০.২৪	২৮/০৬/২০১৬	২৮/০৬/২০১৬	
	০২/০৮/২০১৬	১০/১০/২০১৬	৩৮১.৬৪	০৭/১২/২০১৬	২৮/১২/২০১৬	
মোট=১৩৫০.৮২						

১২.০ প্রকল্পের পটভূমি :

বাংলাদেশ কৃষি প্রদান দেশ। গ্রামীণ জনগণের আয়, কর্ম সংস্থানের সুযোগ ও জিডিপি বৃদ্ধি বিবেচনায় এদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান সঞ্চালক কৃষি। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের প্রধান কৌশল

ছিল সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি, যা দ্বি-স্তর সমবায় নামে সমধিক পরিচিত। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সংগঠিত করে সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বীজ, সার, সেচ সরঞ্জাম সরবরাহ এবং ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

২১১০০১২ জন সমবায় সদস্যের সমন্বয়ে বিআরডিবি'র আওতায় এ পর্যন্ত ৬০৬৭১টি কৃষক সমিতি (কেএসএস) গঠিত হয়েছে। সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিআরডিবি কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮৪৬০টি গাভীর নলকূপ, ৪৪৫২৩টি অগভীর নলকূপ, ১৯৪০৫টি লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) এবং ২৭৩০০০টি হস্তচালিত নলকূপ কৃষক সমবায় সমিতির মধ্যে বিতরণ করা হয়। বর্তমানে উক্ত সেচ যন্ত্রের মধ্যে কিছু সংখ্যক সেচযন্ত্র সচল এবং উৎপাদনে কার্যকর থাকলেও একটি বড় অংশে বিভিন্ন সমস্যা, যেমন-অকার্যকর স্থাপনা, ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা, যান্ত্রিক ত্রুটি প্রভৃতি কারণে কাংখিত সেচ পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া, অধিকাংশ সেচ যন্ত্র অচল হয়ে আছে।

বিআরডিবি'র আওতায় স্থাপিত ও পরবর্তীত কৃষক সমবায় সমিতির (কেএসএস) নিকট হস্তান্তরিত গভীর নলকূপের মধ্যে অকেজো কিন্তু মেরামতযোগ্য ২৬০০ নলকূপ চিহ্নিত করে মেরামতের নিমিত্ত ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন থেকে প্রকল্পের কিছু এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে অকেজো তবে মেরামতেযোগ্য গভীর নলকূপের তালিকা ও ব্যয় প্রাক্কলন নির্ধারণের জন্য গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদনে ৫০০-৭০০টি গভীর নলকূপ মেরামতের সুপারিশ করা হলে উক্ত সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে ৫২৪টি গভীর নলকূপ মেরামতের প্রস্তাব করে ডিপিপি প্রেরণ করা হলে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি ১০-০২-২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১৩.০ প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন :

প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৩.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৮৩৫.৯৬ লক্ষ+ কৃষক সমবায় সমিতির অবদান ১৪৭.১০ লক্ষ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ১৯/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্প কাযর্ক্রম চলাকালীন সময়ে কয়েকটি কোডে আন্তখাত সমন্বয়, আইটেম সংখ্যা ও প্রাক্কলিত ব্যয় পরিবর্তণের কারণে প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে এবং ১৯০৫.০৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ০১/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক ১ম সংশোধনের অনুমোদন জারী হয়। সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে এবং ১৭৬২.২০ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়।

১৪.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

ক) ২০টি জেলায় ৬১টি উপজেলায় নির্বাচিত ৫২৪টি অচল/ অকেঁজো গভীর নলকূপ মেরামত করা;
খ) গভীর নলকূপ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
গ) প্রশিক্ষণ;
ঘ) উপকরণ সরবরাহ ও ঋণ সেবা প্রদান;
ঙ) প্রদর্শনী খামার স্থাপন;
চ) শস্যের বহুমাত্রিক ব্যবহার; এবং
ছ) বাজারজাতকরণ।

১৫.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রমিক	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	এ কে এম নজরুল ইসলাম	পিসিআর-এ উল্লেখ নেই	খন্ডকালীন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১০-০৫-২০১৩ হতে ২৮-০২-২০১৫
২।	মোঃ মোখলেছুর রহমান	পিসিআর-এ উল্লেখ নেই	খন্ডকালীন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৫-০৩-২০১৬ হতে ৩১-১২-২০১৬

১৬.০ প্রকল্প পরিদর্শন ও পরিদর্শনকালীন পর্যবেক্ষণ:

সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি (সংশোধিত) প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের নিমিত্ত গত ১১-১২ আগস্ট,২০১৮ তারিখ জামালপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় এবং ১৬ আগস্ট ২০১৮ তারিখ কুষ্টিয়া জেলায় প্রকল্পটির কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। উক্ত পরিদর্শনকালে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।

১৬.১ সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি (সংশোধিত) প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের নিমিত্ত ময়মনসিংহ সদরের উজানভারেরা কৃষক সমবায় সমিতি ও তাদের গভীর নলকূপ পরিদর্শন করা হয়। উক্ত পরিদর্শনকালে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। উক্ত পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির আওতায় গভীর নলকূপ মেরামত ও Buried pipe নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, গভীর নলকূপ মেরামত ও Buried pipe নির্মাণের ফলে পানির অপচয় কম হওয়ায় বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। এছাড়াও প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সেচ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে তাঁরা জানান যে, সমগ্র সেচ এলাকা Buried pipe এর আওতায় আনা গেলে পানির অপচয় আরও কমানো সম্ভব।




চিত্র- ময়মনসিংহ সদর উপজেলার উজানভাড়েরা কৃষক সমবায় সমিতির গভীর নলকূপ পরিদর্শন।

১৬.২ মুক্তাগাছা উপজেলার রাজপুর কৃষক সমবায় সমিতির গভীর নলকূপ পরিদর্শন করা হয়। উক্ত পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কৃষি জমি ও মৎস্য খামারে পানি সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে। ফলে উক্ত এলাকায় কৃষি ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।




চিত্র- রাজপুর কৃষক সমবায় সমিতির সদস্যদের সাথে মতবিনিময়। চিত্র- গণেশ্যামপুর কেএসএস এর গভীর নলকূপ।

১৬.৩ মুক্তাগাছা উপজেলার গণেশ্যামপুর কৃষক সমবায় সমিতির গভীর নলকূপ পরিদর্শন করা হয়। উক্ত পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, গণেশ্যামপুর কৃষক সমবায় সমিতির গভীর নলকূপ মেরামত করা হয়েছে, কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পন্ন না হওয়ায় ঐ সমিতির সদস্যগণ এখনও সেচ সুবিধা পায়নি।

১৬.৪ জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার মেন্দারবেড়, মহিষাবাদুরিয়া পূর্ব, ফুলবাড়িয়া পূর্ব কৃষক সমবায় সমিতির সদস্যদের সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, তাঁদের গভীর নলকূপ মেরামত করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট জানতে চাওয়া হলে তাঁরা জানান যে, উক্ত ৩টি গভীর নলকূপ মেরামতের জন্য ২৩/০১/২০১৪

তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ লাইন মহিষাবাদুরিয়া পূর্ব গভীর নলকূপ স্কীম হতে ৫০০ মিটার এবং ফুলবাড়িয়া পূর্ব গভীর নলকূপ স্কীম ৪০০ মিটার দূরবর্তী হওয়া এবং ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেন্দারবেড় গভীর নলকূপ স্কীমসহ উক্ত গভীর নলকূপগুলোর মেরামত করা হয়নি। তবে সরেজমিন পরিদর্শনান্তে দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ লাইন মহিষাবাদুরিয়া পূর্ব গভীর নলকূপ স্কীম এবং ফুলবাড়িয়া পূর্ব গভীর নলকূপ স্কীম বিদ্যুৎ লাইনের ৫০ মিটারের মধ্যে বিদ্যমান।





১৬.৫ সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি (সংশোধিত) প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের নিমিত্ত গত ১৬/০৮/২০১৮ তারিখ কুষ্টিয়া জেলা খোকসা উপজেলায় কৃষক সমবায় সমিতি ও তাদের গভীর নলকূপ পরিদর্শন করা হয়। এসময় বিআরডিবি'র উপপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত পরিদর্শনান্তে ও মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সমবায়ভিত্তিক সেচ কার্যক্রমে অগ্রহ বৃদ্ধিসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে Buried pipe না করায় পানির অপচয় হয়। এছাড়াও তাঁরা জানান যে, প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত মটর নিম্নমানের হওয়ায় সমতির সদস্যরা নিজ উদ্যোগে মটর পরিবর্তন করেছেন। এছাড়াও তাঁরা জানান যে,উক্ত গভীর নলকূপ থেকে বর্তমানে নুড়িপাথর উঠছে। এ বিষয়ে তাঁরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়াও তারা জানান যে, কৃষি সমবায়িদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে সমবায়ভিত্তিক সেচ কার্যক্রম আরও দক্ষভাবে করা সম্ভব।





চিত্র- কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন।

১৬.৬ প্রকল্পটির ডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মেরামতযোগ্য অচল ৫২৪টি গভীর নলকূপের মধ্যে ৫২০টি গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া যাবে মর্মে বিআরডিবি'র প্রত্যয়ন পত্র রয়েছে (ডিপিপি'র পৃ. ৫৪)। একইভাবে মূল ডিপিপি'র উদ্দেশ্য ও Lgical framework-এর output level-এ ৫২৪টি গভীর নলকূপের উল্লেখ রয়েছে। ০১/০২/২০১৬ খ্রিঃ ডিপিপি সংশোধনের পূর্বে ২৫৫টি গভীর নলকূপ মেরামত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২৬৯টি গভীর নলকূপের মধ্যে ১৭৭টি (৪টি স্থানীয় উদ্যোগে মেরামত কর হয়, ১৪১টি বিদ্যুৎ সংযোগের নিশ্চয়তা নেই বিধায় মেরামত করা হয়নি এবং ৩২টি সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি) মেরামত করা সম্ভব নয় মর্মে প্রকল্প সংশোধনের যৌক্তিকতা অংশে বর্ণিত রয়েছে। সর্বশেষে ৯২টি গভীর নলকূপ মেরামতের জন্য ০১/০২/২০১৬ খ্রিঃ প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। কিন্তু সংশোধিত ডিপিপি'র Lgical framework-এর output level-এ ৫২৪টি গভীর নলকূপ এবং উদ্দেশ্য অংশে ৮৮টি নলকূপ মেরামতের উল্লেখ রয়েছে। উক্ত ৯২টি গভীর নলকূপের মধ্যে ৭৯টি

মেরামত করা হয় এবং ১৩টি মেরামত করা হয়নি। এছাড়াও পিসিআর-এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অংশে ৩৩৪টি নলকূপ মেরামতের উল্লেখ রয়েছে। উপর্যুক্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পটির ডিপিপি ও পিসিআর-এ অনেক তথ্য বিভ্রাট রয়েছে।

১৭.০ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৩.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৮৩৫.৯৬ লক্ষ+ কৃষক সমবায় সমিতির অবদান ১৪৭.১০ লক্ষ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ১৯/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্প কাযর্ক্রম চলাকালীন সময়ে কয়েকটি কোডে আন্তখাত সমন্বয়, আইটেম সংখ্যা ও প্রাক্কলিত ব্যয় পরিবর্তণের কারণে প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে এবং ১৯০৫.০৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ০১/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক ১ম সংশোধনের অনুমোদন জারী হয়। সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে এবং ১৭৬২.২০ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৯২.৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯২%।

১৮.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)
ক) ৪৭০৪ জন কেএসএস/স্কীম মেম্বারের প্রশিক্ষণ	কৃষি সমবায় সমিতি শতভাগ সদস্য প্রশিক্ষণ পেয়েছে।
খ) সরবরাহ ও সেবা (১০৪১প্রদর্শনী প্লট, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, অন্যান্য)	১০২০টি প্রদর্শনী প্লট করা হয়েছে, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করা হয়েছে।
গ) মেরামত (৩৪৭টি গভীর নলকূপের মেরামত, মেইনটিনেন্স, অন্যান্য মেরামত)।	মেরামত (৩৩৪টি গভীর নলকূপের মেরামত, মেইনটিনেন্স, অন্যান্য মেরামত)।
ঘ) সম্পদ অধিগ্রহণ/ক্রয়/জীপ ও ডবল কেবিন পিক-আপ ক্রয়, টুল কিটস, অলটারনেট ওয়েটিং এবং ড্রাই কিটস ক্রয়	ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা থেকে অর্জন কম। অর্জন ৯৩.১২%।

১৯.০ সার্বিক পর্যবক্ষণ:

১৯.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সেচ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে;

১৯.২ প্রকল্পটির আওতায় কিছু এলাকায় (যেমন- ময়মনসিংহ সদরের উজান বাড়েরা) গভীর নলকূপ মেরামত ও Buried pipe নির্মাণের ফলে পানির অপচয় কম হওয়ায় বিদ্যুৎ সাশ্রয় হচ্ছে;

১৯.৩ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সমবায়ভিত্তিক সেচ কার্যক্রমে অগ্রহ বৃদ্ধিসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে;

১৯.৪ কৃষক সমবায়িদের কৃষি ও সমবায় কার্যক্রমের প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা পরিলক্ষিত হয়;

১৯.৫ 'বাজারজাতকরণ' প্রকল্পের অন্যতম অংগ ছিল, কিন্তু কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি;

১৯.৬ মূল ডিপিপি'র উদ্দেশ্য ও Lgical framework-এর output level-এ ৫২৪টি গভীর নলকূপের উল্লেখ রয়েছে। ০১/০২/২০১৬ খ্রিঃ ডিপিপি সংশোধনের পূর্বে ২৫৫টি গভীর নলকূপ মেরামত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২৬৯টি গভীর নলকূপের মধ্যে ১৭৭টি (৪টি স্থানীয় উদ্যোগে মেরামত কর হয়, ১৪১টি বিদ্যুৎ সংযোগের নিশ্চয়তা নেই বিধায় মেরামত করা হয়নি এবং ৩২টি সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি) মেরামত করা সম্ভব নয় মর্মে প্রকল্প সংশোধনের যৌক্তিকতা অংশে বর্ণিত রয়েছে। সর্বশেষে ৯২টি গভীর নলকূপ মেরামতের জন্য ০১/০২/২০১৬ খ্রিঃ প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। কিন্তু সংশোধিত ডিপিপি'র Lgical framework-এর output level-এ ৫২৪টি গভীর নলকূপ এবং উদ্দেশ্য অংশে ৮৮টি নলকূপ মেরামতের উল্লেখ রয়েছে। উক্ত ৯২টি গভীর নলকূপের মধ্যে ৭৯টি মেরামত করা হয় এবং ১৩টি মেরামত করা হয়নি। এছাড়াও পিসিআর-এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অংশে ৩৩৪টি নলকূপ মেরামতের উল্লেখ রয়েছে। উপর্যুক্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পটির ডিপিপি ও পিসিআর-এ অনেক তথ্য বিভ্রাট রয়েছে।

২০.০ **পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ এর আলোকে সুপারিশসমূহঃ**

২০.১ প্রকল্পটির আওতায় মেরামতকৃত গভীর নলকূপকেন্দ্রিক কৃষক সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিআরডিবি কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানসহ স্থানীয় কৃষি অফিসের সাথে লিংক করতে হবে;

২০.২ পানির অপচয় রোধ ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য প্রতিটি গভীর নলকূপের সেচ স্কীম থেকে আয়কৃত অর্থ দিয়ে সমস্ত সেচ এলাকায় Buried pipe নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২০.৩ বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে কৃষক সমবায়িদের কৃষি ও সমবায় কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;

২০.৪ 'বাজারজাতকরণ' প্রকল্পের অন্যতম অংগ ছিল, কিন্তু কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। এমতাবস্থায়, বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে কৃষক সমবায়িদের কৃষি পণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;

২০.৫ ভবিষ্যতে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও প্রকল্প সমাপ্তির পর Project Completion Report (PCR) প্রণয়নে বিভ্রান্তিমূরক তথ্য সন্নিবেশ না করে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে (সূত্র-১৯.৬);

২০.৬ পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও মতামতের উপর গৃহিত ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী এক মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) **শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

১.০ প্রকল্পের নাম : দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।

২.০ নির্বাহী সংস্থা : সমবায় অধিদপ্তর। [সহযোগীতায় বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়র লিঃ (মিল্ক ভিটা)]

৩.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৪.০ প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, টংগীপাড়া
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী
	রাজবাড়ী	পাংশা
	মাদারিপুর	রাজইর
	সরিয়তপুর	সরিয়তপুর সদর
বরিশাল	বরিশাল	বাবুগঞ্জ, আগইলজরা
	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর, নাজিরপুর
	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর

	ভোলা	ভোলা সদর
খুলনা	খুলনা	ডুমুরিয়া, পাইকগাছা
	সাতক্ষীরা	তালা

৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

ক) গ্রামীণ মহিলা ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
খ) দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি;
গ) গাভী/মহিষ এর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
ঘ) বায়োগ্যাস ও জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহারে উৎসাহিত করা;
ঙ) গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন।

৬.০ প্রকল্পের পটভূমি:

ঐতিহাসিকভাবে গরু / মহিষ পালন আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা এবং দুধকে যেকোন মানদন্ডে সবচেয়ে আদর্শ খাদ্য বলে মনে করা হ য়। যাহোক, পাওয়ার টিলার এবং থ্রাসারস এর মত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি, গরু / মহিষের কম উৎদনশীলতা, উন্নত জাতের অনুপস্থিতি এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্প র্কিত জ্ঞানের অনুপস্থিতি, মানসম্পন্ন খাদ্যের অপ্রতুলতা, বাজার সুবিধার অভাব এবং পুঁজি ঘাটতি প্রভৃতি কারণে গরু / মহিষ পালন এবং দুধ উৎপাদন প্রত্যাশিত গতি পাচ্ছে না। অন্যদিকে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তি র ভারে ন্যুজ। অধিকতন্তু সাংস্কৃতিক বাধার কারণে আমাদের নারী শ্রমশক্তি কৃষি শ্রমের সাথে মিলে না। এছাড়াও গ্রামীণ অ-খামার কার্যক্রমগুলি সমৃদ্ধ হলেও বাজার সীমাবদ্ধতা রযেছে। এ প্রেক্ষাপটে এর ফলাফল দুইগুণ হ য়েছে, প্রথমত আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিকল্প জীবিকার অনুপস্থিতিতে আংশিকভাবে কর্মজীবি এবং দ্বিতীয়ত, সরবরাহের ঘাটতি পূরণে দুধ আমদানি করতে দেশ বাধ্য হচ্ছে। বর্তমানে দৈনিক ২ ৫০ মিলি / দিন দুধ খাওয়ার সুপারিশের বিপরীতে দুধের প্রাপ্যতা মাত্র ৪৩ মিলি / দিন (উৎসঃ জাতীয় পশু উন্নয়ন নীতিমাল-২০০৭) । এই ব্যাকড্রপ মোকাবেলায় প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলোঃ

ক) ১২৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি করে মোট ২৭৫০ জন লোককে সম্পৃক্ত করে ২২টি সমবায় সমিতি গঠন।
খ) সমবায় অধিদপ্তর ও মিল্ক ভিটার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত জরিপ কমিটির মাধ্যমে এ সকল সুবিধাভোগী নির্বাচন।
গ) উন্নত জাতের গাভী লালন পালন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।
ঘ) প্রত্যেক সদস্যকে ২টি করে উন্নতজাতের বকনা ক্রয়ের জন্য (৫০০০০x২)=১০০০০০/- টাকা করে ঋণ প্রদান এবং খাদ্য ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রত্যেক সদস্যকে (৫০০০x২)=১০০০০/- টাকা করে কার্যকরী মূলধন প্রদান।
ঙ) গাভীর কৃত্রিম প্রজনন, চিকিৎসা ও দুগ্ধ বাজারজাতকরণের জন্য বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা) এর সাথে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন।

৮.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে;

- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১০.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
৩৯২৪.০৭	৪২৪৭.২২	৪১৭৫.৪৭	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৬	জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৭	জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৭	৮.২৩%	১২ (বার) মাস ২৫%

১১.০ অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি:

খাতের বিবরণ		পরিমান / সংখ্যা	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব ব্যয়							
৪৫০১	**কর্মকর্তাদের বেতন**		২০.২৫	২ জন	১৫.৯১	২ জন	
৪৬০১	**কর্মচারীদের বেতন**		৯৯.৮২	২৬ জন	৮৫.৬৩	২৬ জন	
৪৭০০	**ভাতাদি**		১২৮.২২	২৮ জন	১০৮.৬০	২৮ জন	
সরবরাহ ও সেবা							
৪৮০১	ভ্রমণ ভাতা		১০.০০		১০.০০		
৪৮০৬	অফিস ভাড়া		৪৩.৫৪	২২টি	৩২.৯০	২২টি	
৪৮১৪	অন্যান্য কর						
৪৮১৫	ডাক		১.০০		০.১০		
৪৮১৮	রেজিস্ট্রেশন (গাড়ী)		২.০০	১টি	১.২৫	১টি	
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী						
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট		১৫.০০		১২.৯৫		
৪৮২৭	প্রিন্টিং ও পাবলিকেশন						
	ক) ম্যানুয়াল		৬.১৭	৩১০০ টি	৬.১৫	৩১০০ টি	
	খ) ডকুমেন্টেশন		৬.০০		৪.৯৭		
৪৮২৮	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস		১৫.০০		১৫.০০		
৪৮৩৩	বিজ্ঞাপন		২.০০		১.২৭		
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ						
	ক) ইন্ডাক্শন/ওরিয়েন্টেশন সভা		২.০০	১১টি	২.০০	১১টি	
	খ) উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন		২২৩.৫০	১২০টি	২২৩.৫০	১২০টি	

খাতের বিবরণ		পরিমান / সংখ্যা	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব		আর্থিক	
	গ) ফ্যাসিলিটেটরদের দক্ষতা উন্নয়ন		১২.০০	১টি	১২.০০	১টি	
	ঘ) কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন		৩.০০	৩টি	৩.০০	৩টি	
	ঙ) শিক্ষা সফর		৮৫.০০		৮৫.০০		
৪৮৪৫	আপ্যায়ন		১৫.০০		১৫.০০		
৪৮৪৬	পরিবহন (গাভী)		৬০.০০		৬০.০০		
৪৮৮৩	সম্মানী/ফি		২১.০০		১৮.১৪		
৪৮৮৬	জরিপ		৫.০০		৫.০০		
৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী		১.০০		১.০০		
৪৮৯৯	বিবিধ		৩৫.৯৩		৩৪.৬৪		
	মোট সরবারাহ ও সেবা=		৫৬৪.১৪		৫৪৩.৮৭		
মেরামত , সংরক্ষণ ও পুনবাসন							
৪৯০১	মোটর গাড়ী		৪.০০		১.৩১		
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস ইকুইপমেন্ট		১.০০		১.০০		
	মোট মেরামত, সংরক্ষণ=		**৫.০০**		**২.৩১**		
	মোট রাজস্ব ব্যয়		**৮১৭.৪৩**		**৭৫৬.৩২**		
খ) মূলধন ব্যয়							
৬৮০৭	ক) গাড়ী (জীপ ২৩৫০ সিসি)		৮০.০০	১ টি	৭০.০০	১ টি	
	খ) বাই-সাইকেল		৩.৩০	২২ টি	৩.২৮	২২ টি	
৬৮১৩	গো-খাদ্য ভাঙ্গানো মেশিন		১৬.০০	২টি	১৫.৭০	২টি	
	মিল্ক এনালাইজার		১২.০০	২টি	১১.৮০	২টি	
	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট		৫.০০	২টি	৫.০০	২টি	
	ওয়েইং স্কেল		৪.০০	২টি	৩.৯৭	২টি	
	জেনারেটর		১.০০	২টি	১.০০	২টি	
৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ (ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস)		১.৪৯	২ টি	১.৪৯	২ টি	
৬৮১৯	অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার)		২.০০	১ টি	২.০০	১ টি	
	ক) আসবাবপত্র (সমিতির অফিস)		৫.০০	থোক	৪.৯৯	থোক	
৬৮৫১	অন্যান্য (সম্পদ হস্তান্তর)		৩৩০০.০০	৩০০০ জন	৩২৯৯.৯২	৩০০০ জন	
	মোট মূলধন ব্যয় =		**৩৪২৯.৭৯**		**৩৪১৯.১৫**		
	সর্বমোট=		**৪২৪৭.২২**		**৪১৭৫.৪৭**		

আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ: প্রকল্পের মোট প্রকৃত ব্যয় ৪১৭৫.৪৭ লক্ষ্য টাকা। কিন্তু পিসিআর-এ বর্ণিত (উপর্যুক্ত) তথ্যানুসারে ব্যয় ৫৭৮.০৯ লক্ষ টাকা। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক প্রণিত পিসিআর ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

১২.০ প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন :

প্রকল্পটি জুলাই, ২০১২ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে এবং ৩৯২৪.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৩-১১-২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ২৭-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প কাযর্ক্রম চলাকালীন সময়ে বাস্তবতার নিরিখে আইটেম সংখ্যা ও প্রাক্কলিত ব্যয় পরিবর্তণের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন ৪২৭৪.২২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২৮ /০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক ১ম সংশোধনের অনুমোদন জারী হয় । সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে ৪২৭৪.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়।

১৩.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/ অতিরিক্ত)
ক) জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান	সমবায় অধিদপ্তর অতিরিক্ত নিবন্ধক	পূর্ণকালীন	২৭-০১-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭	অতিরিক্ত

১৪.০ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি:

অর্থ বছর	টার্গেট	অর্জন
২০১২-১৩	ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ ১০০%, মটিবেশনাল ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ২.৫৯%, , অফিস সরঞ্জামাদি ১০০%, সম্পদ হস্তান্তর ৫.৯৭%	ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ ১০০%, অফিস সরঞ্জামাদি ১০০%, সম্পদ হস্তান্তর ৫.৯৬%
২০১৩-১৪	মটিবেশনাল ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৯.৬৯%, কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি ১০০%, সম্পদ হস্তান্তর ৩৩.৫৩%	মটিবেশনাল ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৯.৬৭%, কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি ১০০%, সম্পদ হস্তান্তর ৩৩.৫১%
২০১৪-১৫	মটিবেশনাল ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৪২.৯০%, সম্পদ হস্তান্তর ২৯.৮৫%	মটিবেশনাল ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৪২.৮৩%, সম্পদ হস্তান্তর ২৯.৮৩%
২০১৫-১৬	মটিবেশনাল ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৪০.৮৩%, অফিসারদের প্রশিক্ষণ ৬৬.৬৭%, শিক্ষ সফর (বৈদেশিক) ৫৮.৫২%, যানবাহন ১০০%, cattle feed crusher and mixture machine ১০০%, বায়োগ্যাস প্লান্ট ১০০%, জেনারেটর ১০০%, ওজন স্কেল ১০০%, সম্পদ হস্তান্তর ২০.৫২%	মটিবেশনাল ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৪০.৮৩%, অফিসারদের প্রশিক্ষণ ৬৬.৬৭%, যানবাহন ১০০%, cattle feed crusher and mixture machine ১০০%, বায়োগ্যাস প্লান্ট ১০০%, জেনারেটর ১০০%, ওজন স্কেল ১০০%, সম্পদ হস্তান্তর ২০.৫২%
২০১৬-১৭	মটিবেশনাল ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৬.৬৭%, ফেসিলিটেটরদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ১০০%, অফিসারদের প্রশিক্ষণ ৩৩.৩৩%, শিক্ষ সফর (বৈদেশিক) ১০০%, মিল্ক এনালাইজার ১০০%, বাইসাইকেল ১০০%, আসবাবপত্র ১০০%, সম্পদ	মটিবেশনাল ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৬.৬৭%, ফেসিলিটেটরদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ১০০%, অফিসারদের প্রশিক্ষণ ৩৩.৩৩%, শিক্ষ সফর (বৈদেশিক) ১০০%, মিল্ক এনালাইজার ১০০%, বাইসাইকেল ১০০%, আসবাবপত্র ১০০%, সম্পদ

	হস্তান্তর ১০.১৮%	হস্তান্তর ১০.১৮%

আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ: প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি সংখ্যা ও শতাংশে প্রকাশ করা সমীচীন। কিন্তু, আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর-এ বাস্তব অগ্রগতি সংখ্যায় প্রকাশ না করায় প্রকৃত অর্জন স্পষ্ট নয়।

১৯. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/ টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

অর্থ বছর	আরডিপিপি'র সংস্থান	আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় %	প্রকৃত ব্যয় %
২০১২-১৩	২১০.১৬	২১৯.০০	২১৯.০০	২১০.১৫
২০১৩-১৪	১১৯৬.১৬	১২০০.০০	১২০০.০০	১১৯৬.১৬
২০১৪-১৫	১২০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	১১৭৫.৫২
২০১৫-১৬	১১৬০.৯৬	১০৩০.০০	১০৩০.০০	৯৭৮.৩১
২০১৬-১৭	৪৭৯.৯৪	৬২৫.০০	৬২৫.০০	৬১৫.৩৩
মোট	৪২৪৭.২২	৪২৭৪.০০	৪২৭৪.০০	৪১৭৫.৪৭

২০. (ক) ডিপিপি/টিএপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ১০টি।

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্যাকেজ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নের বিলম্ব হলে তার কারণ
		চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
জিডি-১/১২	০৭/০৪/২০১৩	২২/০৪/২০১৩	২.০০	০৫/০৫/২০১৩	২৭/০৪/২০১৩	
জিডি-৩/১২	১৬/০৩/২০১৪	৩১/০৩/২০১৪	১.৪৯	১৪/০৪/২০১৪	০৮/০৪/২০১৪	
জিডি-১/২০১৫-১৬	০২/০৭/২০১৫	০৯/০৮/২০১৫	৬৯.৩০	০৯/০৯/২০১৫	০৯/০৯/২০১৫	
জিডি-২/২০১৫-১৬	১৪/০৩/২০১৬	২৬/০৪/২০১৬	১৫.৭০	১৬/০৫/২০১৬	০৫/০৬/২০১৬	
জিডি-৩/২০১৫-১৬	০৬/০৩/২০১৭	১৭/০৪/২০১৭	১১.৮০	৩০/০৫/২০১৭	২৮/০৫/২০১৭	
জিডি-৪/২০১৫-১৬	২৮/০৪/২০১৬	১৬/০৫/২০১৬	৩.৯৭	৩১/০৫/২০১৬	২৯/০৫/২০১৬	
জিডি-৫/২০১৫-১৬	০৮/০৫/২০১৬	২২/০৫/২০১৬	১.০০	০৪/০৬/২০১৬	০১/০৬/২০১৬	
জিডি-৬/২০১৫-১৬	০১/০২/২০১৬	২২/০২/২০১৬	৫.০০	২৫/০৩/২০১৬	১৭/০৩/২০১৬	
জিডি-১/২০১৬-১৭	২২/০১/২০১৭	০৬/০২/২০১৭	৩.২৮	২০/০২/২০১৭	১৪/০২/২০১৭	
জিডি-২/২০১৬-১৭	০৮/০২/২০১৭	২৬/০২/২০১৭	৪.৯৯	১৯/০৩/২০১৭	১২/০৩/২০১৭	

২১.০ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ৩৯২৪.০৭ লক্ষ টাকা থাকলেও পরবর্তীতে সংশোধনপূর্বক ৪২৪৭.২২.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১ ৬ পর্যন্ত থাকলেও পরবর্তীতে জুলাই ২০১ ২ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত নির্ধারন করা হয়। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্পটি জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪১৭৫.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৩১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

২২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)
১. ৩০০০ গ্রামীণ মহিলা ও বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	প্রকৃত পক্ষে পুন:বিনিয়োগ ও ডেমন্সট্রেশন ইফেক্ট-এর দরুন ৩০০০ এর অধিক গ্রামীণ মহিলা ও বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে।
২. দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি।	প্রকল্প কলাকায় দুগ্ধ উৎপাদন তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গাভী

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)
	প্রতি দুগ্ধ উৎপাদন ১০ লিটার/দিন। বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় দৈনিক দুগ্ধ উৎপাদন ১৭ হাজার লিটার।
৩. ন্যায্য মূল্য ও স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।	কিছু ব্যতিক্রম ব্যতিত অধিকাংশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী মিল্ক ভিটার মার্কেট চ্যানেলের সাথে সংযুক্ত। প্রকল্প এলাকা স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে দুগ্ধ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে।
৪. গাভীর জাত উন্নয়ন এবং সম্পদ তৈরী।	সুফলভোগীরা ব্যাপকভাবে গাভীর কৃত্রিম প্রজনন করছেন। এটি মিল্ক ভিটা, ডিএলএস এবং ব্র্যাক/এজিও কর্তৃক নিযুক্ত কৃত্রিম প্রজননকারী দ্বারা সম্পন্ন করা হচ্ছে। গুণগত মান সম্পন্ন গাভীর বাচ্চা ও উন্নত জাতের জন্য গুণগত মান সম্পন্ন সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে।
৫. নারীর ক্ষমতায় ও দারিদ্র্য দূরীকরণ।	নারীদের প্রকল্প কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে নিয়োজিত করার সক্ষমতাই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমনঃ গাভীকে খাওয়ানো, পরিস্কার রাখা, গোসল করানো ও দুগ্ধ সংগ্রহের কাজের নারীরা এগিয়ে রয়েছে। সম্পদ তৈরীতে নারীদের সার্থক অংশ গ্রহণ ও অবদানের ফলে পরিবারে তাদের সম্মান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শন :

"দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নের লক্ষ্যে গত ২০-২৪ সেপ্টেম্বর,২০১৮ তারিখ খুলনা, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর জেলায় প্রকল্পটির কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। উক্ত পরিদর্শনকালে প্রকল্পের পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপজেলা কর্মকর্তা ও সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নরুপঃ

১০.১ উন্নত জাতের গাভী পালনে উদ্বুদ্ধকরণ ও গাভী লালন পালনে দক্ষতা সৃষ্টি:

ইতোপূর্বে আলোচ্য প্রকল্প এলাকায় গাভী পালন বিশেষ করে উন্নত জাতের অধিক দুগ্ধবর্তী গাভী পালনের অনুশীলন ছিল না বললেই চলে। এক দুই জন কৃষক বিছিন্নভাবে এ ধরনের গাভী লালন পালন করত এবং তাদের এ বিষয়ে তেমন কোন দক্ষতহা ছিল না। এ পেশার ব্যবসায়িক সম্ভাবনা ও লালন পালন বিষয়ে অজ্ঞতা, পুজি ও আস্থার অভাব ইত্যাদির কারণে এ এলাকায় উন্নতজাতের গাভী লালন-পালন ও দুগ্ধ উৎপাদনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এ সকল এলাকার মানুষ উন্নত জাতের গাভী পালনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং লাভজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।





১০.২ গ্রামীণ মহিলা ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ

প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অধিকাংশই বেকার যুবক এবং মহিলা। এমনকি পুরুষ সদস্যদের ক্ষেত্রেও গাভী লালন-পালন কাজে মহিলারাই মূল দায়িত্ব পালন করছে। এতে করে পরিবারে মহিলাদের কার্যকর ও উৎপাদনশীল অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অবস্থান উন্নততর হয়েছে।





১০.৩ দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিঃ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সদস্যদের গাভীগুলো দৈনিক গড়ে ৮-১০ লিটার দুধ দিচ্ছে। অথচ অতীতে দেশী জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে গাভী প্রতি দৈনিক গড় দুগ্ধ উৎপাদন ছিল ১-২ লিটার। অধিক দুগ্ধবতী গাভী পালনের অনুশীলন প্রকল্প বহির্ভুত জনগণকেও উদ্বুদ্ধ করছে ফলে এলাকায় দুধের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০.৪ জৈব সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার উৎসাহিতকরণঃ

প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের ফলে এলাকায় জৈব সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পে আওতায় প্রদত্ত বায়োগ্যাস উৎপাদন অবকাঠামো সুবিধার পাশাপাশি সদস্যগণ নিজ উদ্যোগে অধিক হারে পারিবারিকভাবে ব্যবহার উপযোগী বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরী করছেন এবং গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিকহারে জৈব সার ভূমিতে ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন।

১০.৫ উৎপাদিত দুগ্ধের বাজার সুবিধা সৃষ্টিঃ

উৎপাদিত দুগ্ধের বাজার সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রচেষ্টায় টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে মিল্ক ভিটা কর্তৃক একটি দুগ্ধ শীতলীকরণ ও ক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ক্রেতা এলাকা থেকে দুগ্ধ সংগ্রহ করছে।

১০.৬ উন্নত জাতের ঘাস ও সুষম খাদ্যের ব্যবহার

প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ এবং বিনামূল্যে উন্নতজাতের ঘাসের কাটিং ও বীজ সরবরাহ করে বিগত কয়েক বছরে কৃষকদেরকে উন্নত জাতের ঞাস চাষ ও সুষম খাদ্য খাওয়ানোর গুরুত্ব ও যথার্থতা কৃষকদের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে মিল্ক ভিটাসহ অন্যান্য বড় বড় গো-খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত খাদ্য এলাকায় বহুলাংশে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৩.০ সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

বিদ্যমান গ্রামীণ বেকারত্ব ও দেশের দুগ্ধ ঘাটতির প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রকল্প একটি প্রশংসনিয় উদ্যোগ। গতানুগতিক ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার পরিবর্তে আলোচ্য প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ এর ব্যবহার ক্ষেত্র এবং আদয়ের পদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যা স্থায়ীভাবে একজন সুবিধাভোগীর দারিদ্র্যতা নিরসন করতে পারে। সমবায় অধিদপ্তর এর মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান জনবলের সক্ষমতা ব্যবহার করে আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগের আবশ্যকতা ছিল খুবই কম এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ওভারহেড ব্যয় ছিল ন্যূনতম। এ প্রকল্পের বিশেষ লক্ষণীয় দিক হল প্রকল্প পরবর্তী স্থায়ীত্ব এবং কার্যক্রমের নিরবিচ্ছন্নতা। ডিপিপি এর বিধান অনুসরনে প্রকল্প সমাপ্ত পরবর্তী সময়ে এর নিরবিচ্ছিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুমোদন নিয়ে উক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকল্পের গৃহীত সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। আবর্তক তহবিল ব্যবহার করে নতুন সদস্যদের মাঝে ঋণ দেয়া হচ্ছে। ফলে একই পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করে অধিক সংখ্যক সদস্যকে সুবিধা দেয়া যাচ্ছে। প্রকল্প প্রভাবে স্থানীয়ভাবে লাভজনক উপায়ে উন্নত গাভী পালন বিষয়ে দক্ষতা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটেছে যা এ প্রকল্পের একটি বিশেষ অবদান হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তবে ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিদকতর সফলতা অর্জনের জন্য যে বিষয়গুলো প্রাধান্য দেয়া দরকার তার মধ্যে উন্নত জাতের বকনা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা, ক্রয়কৃত বকনার সময়মত গর্ভধারণ, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও বাজার সুবিধা নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্যতম। বকনা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কোন নতুন প্রকল্পের আওতায় বকনা লালন-পালন কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। কৃত্রিম প্রজননের পাশাপাশি এলাকা ভিত্তিক উন্নত জাতের ষাড় পালন উৎসাহিত করা যেতে পারে। এর ফলে যে সকল বকনা ও গাভী কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গর্ভবতী করা সম্ভব হয় না সেগুলোর সময়মত গর্ভধারণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। দুধের আনুষ্ঠানিক বাজার সুবিধা সৃষ্টি প্রকৃত অর্থে একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। বর্তমানে দুধের বাজার নেটওয়ার্কে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়েই অসততা, দায়িত্বহীনতা পরিলক্ষিত হয় এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। সুতরাং এ সমস্যা নিরসনে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি এবং বিধি বলবৎকরণের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় ১২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রয়কৃত ২টি মিল্ক এনালাইজার প্রকল্প চলাকালীন সুফলভোগীদের নিকট পৌছেনি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, উক্ত মিল্ক এনালাইজার ২টি সমবায় অধিদপ্তরে সংরক্ষিত রয়েছে যা শীগ্রই প্রকল্পের সুফলভোগীদের নিকট পৌছানো হবে। পিসিআর-এ প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় যথাযথভাবে (সবগুলো অংগের ব্যয়) উপস্থাপন করা হয়নি এবং বাস্তব অগ্রগতি সংখ্যায় উপস্থাপন করা হয়নি। তবে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নরে ফলে সার্বিকভাবে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে (প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প এলাকায় প্রায় ১৭,০০০ লিটার দুধ উৎপাদিত হয়েছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রকল্প পরবর্তী সমিতি গুলো পরিচালনা ও ঋণ রিভলবিং এর নীতিমালা করায় প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুফলগুলো টেকসই হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৪.০ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৪.১ প্রকল্পের এলাকা নির্বাচন এবং উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গাভী পালনের অনুকূল পরিবেশ এবং সুবিধাভোগীর উপযুক্ততা অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি;

১৪.২ প্রকল্প এলাকায় চহিদার তুলনায় বেশী দুধ উৎপাদিত হওয়ায় বাজারজাতকরণের জন্য সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে;

১৪.৩ প্রকল্প এলাকায় গরুর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেলেও তাদের চিকিৎসা সুবিধা অপ্রতুল;

১৪.৪ এ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের মধ্যে ছিল উন্নত জাতের বকনা ক্রয়ের জন্য সম্পদ সহায়তা প্রদান। কিন্তু অধিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী উন্নত জাতের বকনার সহজ প্রাপ্যতা না থাকায় অনেক সুবিধাভোগী সঠিক জাতের বকনা ক্রয়ের সুযোগ পায়নি। ফলে কিছু কিছু সুবিধাভোগীর দুধ উৎপাদন কাংখিত মাত্রার তুলনায় কম হয়েছে; এবং

১৪.৫ প্রকল্পের আওতায় ১২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রয়কৃত ২টি মিল্ক এনালাইজার প্রকল্প চলাকালীন সুফলভোগীদের নিকট পৌছেনি।

১৫.০ সুপারিশমালাঃ

১৫.১ দারিদ্র বিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মহিলাদের কর্মসংস্থান এর লক্ষ্যে এ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ জাতীয় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যেতে পারে;

১৫.২ প্রকল্প এলাকা এবং সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরো সর্তকতা অবলম্বন করা যেতে পারে;

১৫.৩ উৎপাদিত দুগ্ধ বাজরজাতকরণের জন্য মিল্ক ভিটাসহ অন্যান্য দুগ্ধ বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে;

১৫.৪ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সমবায় অধিদপ্তর নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রেখে প্রাণী চিকিৎসা বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

১৫.৫ বকনা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কোন নতুন প্রকল্পের আওতায় বকনা লালন পালন কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে;

১৫.৬ প্রকল্পের আওতায় ১২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রয়কৃত ২টি মিল্ক এনালাইজার অনতিবিলম্বে সুফলভোগীদের সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৫.৭ সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর-এ উপস্থাপিত তথ্য সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়;

১৫.৭ প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১৪ ও ১৫ এর বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আগামী এক মাসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১.০ প্রকল্পের নাম : দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প

২.০ নির্বাহী সংস্থা : ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

৩.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

৪.০ প্রকল্প এলাকা : দেশের ১৮ জেলার ৫৪টি উপজেলা। বিস্তারিত সংযোজনী-ক দ্রষ্টব্য।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
৫৪০০.০০	৫৯১৩.০০	৫৮৫৪.৭১	জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত	জুলাই ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	জুলাই ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	৭.৭৬%	০৬ (ছয়) মাস ১৬.৬৭%

৬.০ অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি: **সংযোজনী-খ** দ্রষ্টব্য।

৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে;

- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

প্রকল্পটির বৃহৎ উদ্দেশ্য হল, দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দারিদ্র্যপীড়িত ৫৪টি উপজেলার ক্ষুদ্র এ প্রান্তিক কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন।

৯.১ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য :

(ক) পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে গ্রামভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক কেন্দ্রের আওতায় সংগঠিতকরণ;
(খ) পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে গ্রামভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক কেন্দ্রের আওতায় সংগঠিতকরণ করে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
(গ) প্রকল্পের সুফলভোগীদেরকে (পুরুষ/মহিলা) সাপ্তাহিক সঞ্চয় আমানত জমাকরণের মাধ্যমে নিজস্ব পুজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহদান;
(ঘ) সুফলভোগী সদস্য/সদস্যগণকে উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণদান;
(ঙ) আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান;
(চ) সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন-ছেলে মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহদান; এবং
(ছ) ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

১০.০০ প্রকল্পের পটভূমি :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ 'ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়নপ্রকল্প' শীর্ষক একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ

প্রকল্পটির মাধ্যমেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম 'জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি' এর সূচনা হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ), ময়মনসিংহ কর্তৃক পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়িত প্রকপ্লটিকে অর্থ বিভাগের মতামতের আলোকে ১৯৯-২০০৪ পর্যায়ের মেয়াদ সমাপনান্তে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের ২৮ ধারার বিধানমতে যৌথমূলধন কোম্পানীসমূহের পরিদপ্তর হতে নিবন্ধন গ্রহণের মাধ্যমে ২৭ জুলাই ২০০৫ তারিখে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাইন্ডেশন (Small Farmers Development Foundation)' নামে সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানাধীন একটি লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করা হয়।

ফাউন্ডেশনে 'পরিচালনা পর্ষদ' এর ২৬ তম সভায় ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম চলমান ৬০টি উপজেলার বাইরে নতুন এলাকায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পঞ্চগড় জেলার ৫৪টি উপজেলায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মোট ৫৪.০০ কোটি (জিওবি-৫৩.০০ ও নিজস্ব-১.০০ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় 'দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প ৪ জুন ২০১৩ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। তারপর প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করে ৫৯.১৩ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে (জিওবি ৫৮.১৩ কোটি ও নিজস্ব ১.০০ কোটি)।

১১.০ প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন :

প্রকল্পটি ৪ জুন) তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি ২০১৩,একনেক এর সভায় অনুমোদন-(করা হয় । একনেক ও সমন্বয়অনুবিভাগ কর্তৃক ২২ -০৮-২৭ তারিখে এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক ২০১৩-০৮- তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারি ২০১৩

প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৫৪০০.০০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে ০৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ কর্তৃক ২২ তারিখে এবং ২০১৩-০৮- -০৮-২৭ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক২০১৩ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি করে ৫৯১৩.০০ লক্ষ টাকায় সংশোধন করা হয় এবং মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে জুন ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ নির্ধারণ করা হয় ।

১২.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলোঃ

ক। ক্ষুদ্র কৃষক পরিপুরন্নষমহিলাদেরকে নিয়ে গ্রাম পর্যায়ে গঠিত কেন্দ্রের আওতায় সদস্যভু/ক্তকরণ;

খ। সদস্য/সদস্যাগণকে তাদের কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধিআত্ম-কর্মসং ,স্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে'জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান;

গ। ' সদস্য/সদস্যাগণকে ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে সাপ্তাহিকসঞ্চয় আমানত জমা ' এর মাধ্যমে 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

ঘ। আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপকারভোগীকে 'দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক' প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

ঙ। ' উপকারভোগীদেরকে আর্থিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্নসামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম' যেমন ছেলে মেয়েদের- স্কুলে প্রেরণ, স্বাস্থ্য পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়-ন্ত্রণ ও পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান ।

১৩.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবী	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ

			(নিয়মিত/অতিরিক্ত)
ক) জনাব এস. এম আব্দুল মান্নান	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন মহাব্যস্থাপক	০৫-০৭-২০১৩ হতে ২৩-১০-২০১৪	নিয়মিত
খ) জনাব মো: গোলাম ছারওয়ার	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন উপ-মহাব্যবস্থাপক	২৪-১১-২০১৪ হতে ৩১-১২-২০১৬	নিয়মিত

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শন :

গত ০৪/০৪/২০১৮ তারিখ 'দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার ০১টি ও খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার আওতাধীন ০১টি কেন্দ্র এবং ১৬/০৪/২০১৮ তারিখে মৌলভীবাজার জেলার মৌলভীবাজার সদর উপজেলা ও উপজেলাভুক্ত ০৪টি কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপজেলা কর্মকর্তা ও সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।

১৫.০ সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় কার্যক্রমের সাধারণ পর্যবেক্ষণ (পরিদর্শনের তারিখঃ ০৪/০৪/২০১৮):

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার এক নজরে কার্যক্রমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম (ক্ষুদ্র ঋণ)	অগ্রগতি
০১	কেন্দ্র গঠন	২৭টি
০২	সদস্যভুক্তি	৯৪৩ জন
০৩	পুজিঁ গঠন	৩৪.৮৫
০৪	আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	৫২.০০
০৫	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	৩৩২.৫৮
০৬	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়	২৭৫.০৭
০৭	ঋণ খেলাপী	২.৮১
০৮	ঋণ আদায়ের হার	**৯৯%**
০৯	সুফলভোগী প্রশিক্ষণ	১২৫ জন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ)	অগ্রগতি
০১	সদস্যভুক্তি	৩১ জন
০২	পুজিঁ গঠন	৩.৮৬
০৩	আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	১৮.০০
০৪	ঋণ বিতরণ	৪৯.৯৫
০৫	ঋণ আদায়	৩৪.২৬
০৬	ঋণ খেলাপী	০.২৭
০৭	ঋণ আদায়ের হার	**৯৯.২১%**
০৮	সুফলভোগী প্রশিক্ষণ	৩১ জন

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: ছকে প্রদত্ত তথ্যাদি প্রকল্প অফিস থেকে সরবরাহকৃত)

মন্তব্যঃ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে ৯৪৩ জন সুফলভোগী প্রকল্পের শুরু হতে পরিদর্শনকাল পর্যন্ত ৪বছরে নিজস্ব পুজিঁ গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন ৩৪.৮৫ লক্ষ টাকা। এতে দেখা যায় প্রত্যেক সুফলভোগী গড়ে ৩৭০০.০০ টাকা পুজি গঠনে সক্ষম

হয়েছেন। এদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৩৩২.৫৮ লক্ষ টাকা। ফলে প্রত্যেক সুফলভোগী গড়ে ৩৫০০০.০০ টাকা ঋণ সুবিধা পেয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে ৩১ জন সুফলভোগী পরিদর্শনকাল পর্যন্ত ৩ বছরে নিজস্ব পুজিঁ গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন ৩.৮৬ লক্ষ টাকা। এতে দেখা যায় প্রত্যেক সুফলভোগী গড়ে ১২০০০.০০ টাকা পুজিঁ গঠনে সক্ষম হয়েছেন। এদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ করা হযেছে ৪৯.৯৫ লক্ষ টাকা। ফলে প্রত্যেক সুফলভোগী গড়ে ১,৬১,০০০.০০ টাকা ঋণ সুবিধা পেয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন।

১৫.১ সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় সুফলভোগীদের কেন্দ্র কার্যক্রম সাধারণ পর্যবেক্ষণ (পরিদর্শনের তারিখঃ ০৪/০৪/২০১৮):

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বাটকে খালী ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন কেন্দ্র মহিলা-১ কেন্দ্রটি সরেজমির পর্যবেক্ষণ করা হয়। এতে দেখা যায় উক্ত কেন্দ্রে সদস্য সংখ্যা ২৮ জন । এ কেন্দ্রে সদস্যগণের নিজস্ব সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত পুজিঁ স্থিতি রয়েছে ১.৩০ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন দফায় আয়বর্ধক বিভিন্ন খাতে ঋণ বিতরণ করা হয় ১৬.০৪ লক্ষ টাকা। এ সময়ে ঋণ আদায় হয়েছে ১১.৯০ লক্ষ টাকা। ঋণ খেলাপী ০.১১ লক্ষ টাকা । ঋন আদায়ের শতকরা হার ৯৯.০৮%। সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময়ে জানা যায় তারা এ প্রকল্পের ঋণ গ্রহণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। তাদের কেন্দ্রের পারভীন, পলি, কবিতা দাস, নাজমা খাতুন, লিপি বেগম, জেসমিন নাহার এ ০৬ জন প্রকল্প হতে ঋণ নিয়ে নিজ উদ্যোগে মৎস্য চাষ, গভাদি প্রাণী ও হাঁস মুরগী প্রতিপালন, গরু পালন, বসতভিটায় সব্জি চাষ ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছেন। তাদের কার্যক্রম সন্তোষজনক।

তবে, সমিতির অধিকাংশ সদস্যই প্রকল্প থেকে কোন প্রকার প্রশিক্ষণ পাননি, অধিকন্তু তারা ঋণের টাকা তাদের স্বামী/ছেলের হাতে তুলে দিয়েছেন। উক্ত সমিতির সদস্য তাসলীমা ইয়াসমীন (প্র:বিদ্যালয় শিক্ষিকা), দেবী মন্ডল (ঋণের টাকা স্বামী,পশু ডাক্তার-কে দিয়েছেন), লিপি বেগম (পিডিবিএফ থেকে ১,৬০,০০০.০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং স্বামী রড/সিমেন্টে ব্যবসায়ী) সহ অধিকাংশ সদস্য যারা কৃষির সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত নয় তারা আলোচ্য প্রকল্পের টার্গেট গ্রুপ হওয়ায় প্রকল্পের প্রথম দুটি উদ্দেশ্যের ব্যাত্যয় ঘটেছে।




সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বাটকেখালী ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন মহিলা কেন্দ্র -১ এর সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময়

এছাড়াও, সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় প্রকল্প হতে প্রথম দফা ২০০০০.০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয় এবং প্রথম দফা ঋণ সফলভাবে পরিশোধ করার পর ১০,০০০.০০ টাকা বৃদ্ধি করে ২য় দফায় ৩০০০০.০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। সুফলভোগীদের অভিমত বর্তমান বাজারে ২০,০০০.০০ টাকায় ভাল কোন আয়বর্ধক কর্মকান্ড পরিচালনা করা যায়না। তাই ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়াও, সদস্যদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডের প্রশিক্ষণ প্রদান করে ঋণের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

১৬.০ দাকোপ উপজেলায় কার্যক্রমের সাধারণ পর্যবেক্ষণ (পরিদর্শনের তারিখঃ ০৪/০৪/২০১৮):

দাকোপ উপজেলার এক নজরে কার্যক্রমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম (ক্ষুদ্র ঋণ)	অগ্রগতি
০১	কেন্দ্র গঠন	২৬টি
০২	সদস্যভুক্তি	৭৩৭ জন
০৩	পুজিঁ গঠন	৩০.৯৪

০৪	আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	৪০.০০
০৫	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	৩৪২.৪২
০৬	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়	২৭৯.৬১
০৭	ঋণ খেলাপী	৩.৬৫
০৮	ঋণ আদায়ের হার	**৯৯%**
০৯	সুফলভোগী প্রশিক্ষণ	১৫০ জন

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: ছকে প্রদত্ত তথ্যাদি প্রকল্প অফিস থেকে সরবরাহকৃত)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ)	অগ্রগতি
০১	সদস্যভুক্তি	৪১ জন
০২	পুজিঁ গঠন	৫.০৭
০৩	আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	২৪.০০
০৪	ঋণ বিতরণ	৭৯.৪১
০৫	ঋণ আদায়	৪৯.৯৫
০৬	ঋণ খেলাপী	০
০৭	ঋণ আদায়ের হার	**১০০%**
০৮	সুফলভোগী প্রশিক্ষণ	৪১ জন

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: ছকে প্রদত্ত তথ্যাদি প্রকল্প অফিস থেকে সরবরাহকৃত)

মন্তব্যঃ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে ৭৩৭ জন সুফলভোগী প্রকল্পের শুরু হতে পরিদর্শনকাল পর্যন্ত ৪ বছরে নিজস্ব পুজিঁ গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন ৩০.৯৪ লক্ষ টাকা। এতে দেখা যায় প্রত্যেক সুফলভোগী গড়ে ৪১৯৮.০০ টাকা পুজি গঠনে সক্ষম হয়েছেন। এদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ করা হযেছে ৩৪২.৪২ লক্ষ টাকা। ফলে প্রত্যেক সুফলভোগী গড়ে ৪৬৪৫০.০০ টাকা ঋণ সুবিধা পেয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে ৪১ জন সুফলভোগী পরিদর্শনকাল পর্যন্ত ৩ বছরে নিজস্ব পুজিঁ গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন ৫.০৭ লক্ষ টাকা। এতে দেখা যায় প্রত্যেক সুফলভোগী গড়ে ১২৩৬৬.০০ টাকা পুজিঁ গঠনে সক্ষম হয়েছেন। এদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ করা হযেছে ৭৯.৪১ লক্ষ টাকা। ফলে প্রত্যেক সুফলভোগী গড়ে ১,৯৩,০০০.০০ টাকা ঋণ সুবিধা পেয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। উক্ত মতবিনিময়কালে জানা যায়, যে সুফলভোগীদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডের প্রশিক্ষণ না থাকায় ঋণের অদক্ষ ব্যবহার হচ্ছে। তারা, ঋণের সিলিং বৃদ্ধি ও মাসিক কিস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

১৬.১ দাকোপ উপজেলায় সুফলভোগীদের কেন্দ্র কার্যক্রম সাধারণ পর্যবেক্ষণ (পরিদর্শনের তারিখঃ ০৪/০৪/২০১৮):

দাকোপ উপজেলার তিলডাংগা ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন কেন্দ্র মহিলা-০২ কেন্দ্রটি সরেজমির পর্যবেক্ষন করা হয়। এতে দেখা যায় উক্ত কেন্দ্রে সদস্য সংখ্যা ৩০ জন । এ কেন্দ্রে সদস্যগণের নিজস্ব সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত পুজিঁ স্থিতি রয়েছে ১.১৯ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন দফায় আয়বর্ধক বিভিন্ন খাতে ঋণ বিতরণ করা হয় ১৯.১৯ লক্ষ টাকা। এ সময়ে ঋণ আদায় হয়েছে ১৫.৪৫ লক্ষ টাকা। ঋণ খেলাপী ০.৩৫ লক্ষ টাকা । ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৭.৭৮%। সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময়ে জানা যায় তারা এ প্রকল্পের ঋণ গ্রহণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। উক্ত মতবিনিময়কালে জানা যায়, যে সুফলভোগীদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ঋণের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে ও ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা গেলে তাদের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা যাবে।




চিত্রে-দকোপ উপজেলার তিলডাংগা ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন মহিলা কেন্দ্র -২ এর সুফলভোগীদের মতবিনিময়।

১৭.০ মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় কার্যক্রমের সাধারণ পর্যবেক্ষণ (পরিদর্শনের তারিখঃ ১৬/০৪/২০১৮):

মৌলভীবাজার সদর উপজেলার এক নজরে কার্যক্রমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম (ক্ষুদ্র ঋণ)	অগ্রগতি
০১	কেন্দ্র গঠন	২৮টি
০২	সদস্যভুক্তি	৬৯৪ জন
০৩	পুর্জি গঠন	৩৮.৮৩
০৪	আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	৬৫.০০
০৫	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	৩৬৫.৪৬
০৬	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়	৩২১.৪৮
০৭	ঋণ খেলাপী	৩.৮৩
০৮	ঋণ আদায়ের হার	**৯৯%**
০৯	সুফলভোগী প্রশিক্ষণ	১২৫ জন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ)	অগ্রগতি
০১	সদস্যভুক্তি	৭০ জন
০২	পুর্জি গঠন	১১.০৫
০৩	আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	৩৩.২৫
০৪	ঋণ বিতরণ	১১৩.৫০
০৫	ঋণ আদায়	৭৩.৭৫
০৬	ঋণ খেলাপী	১.৫০
০৭	ঋণ আদায়ের হার	৯৮.০০%
০৮	সুফলভোগী প্রশিক্ষণ	৭০ জন

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: ছকে প্রদত্ত তথ্যাদি প্রকল্প অফিস থেকে সরবরাহকৃত)



চিত্রে-মৌলভীবাজার সদর **উপজেলা কার্যালয়ের** কার্যক্রম পরিদর্শন



চিত্রে- মৌলভীবাজার সদর উপজেলার হেলালপুর ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন মহিলা কেন্দ্র-০১ এর সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময়

মন্তব্যঃ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে ৬৯৪ জন সুফলভোগী প্রকল্পের শুরু হতে পরিদর্শনকাল পর্যন্ত ৪বছরে নিজস্ব পুজিঁ গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন ৩৮.৮৩ লক্ষ টাকা। এতে দেখা যায় প্রত্যেক সুফলভোগী গড়ে ৫৬০০.০০ টাকা পুজি গঠনে সক্ষম হয়েছেন। এদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ করা হযেছে ৩৬৫.৪৬ লক্ষ টাকা। ফলে প্রত্যেক সুফলভোগী গড়ে কয়েক দফায় ৫৩০০০.০০ টাকা ঋণ সুবিধা পেয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। ১২৫ জন সুফলভোগীকে প্রকল্প হতে বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের সুয়োগ সৃষ্টি করতে দেখা গেছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে ৭০ জন সুফলভোগী পরিদর্শনকাল পর্যন্ত ৩বছরে নিজস্ব পুজিঁ গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন ৩.৮৬ লক্ষ টাকা। এতে দেখা যায় প্রত্যেক সুফলভোগী গড়ে ১২০০০.০০ টাকা পুজি গঠনে সক্ষম হয়েছেন। এদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ করা হযেছে ৪৯.৯৫ লক্ষ টাকা। ফলে প্রত্যেক সুফলভোগী গড়ে ১,৬১,০০০.০০ টাকা ঋণ সুবিধা পেয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। ৭০ জন সুফলভোগীকে প্রকল্প হতে বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের সুয়োগ সৃষ্টি করতে দেখা গেছে।

১৭.১ মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় সুফলভোগীদের কেন্দ্র কার্যক্রম সাধারণ পর্যবেক্ষণ (পরিদর্শনের তারিখঃ ১৬/০৪/২০১৮):

মৌলভীবাজার সদর উপজেলার হেলালপুর ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন কেন্দ্র মহিলা-১ ও মোস্তফাপুর ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন কেন্দ্র মহিলা-০৪ এ কেন্দ্রটি ০২টি সরেজমির পর্যবেক্ষন করা হয়। এতে দেখা যায় উক্ত কেন্দ্র ০২টিতে সদস্য সংখ্যা ৪৯ জন । এ ০২টি কেন্দ্রে সদস্যগণের নিজস্ব সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত পুজিঁ স্থিতি রয়েছে ২.৭০ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন দফায় আয়বর্ধক বিভিন্ন খাতে ঋণ বিতরণ করা হয় ১৬.৫৯ লক্ষ টাকা। এ সময়ে ঋণ আদায় হয়েছে ৮.৬৫ লক্ষ টাকা। ঋণ খেলাপী ০.৪০ লক্ষ টাকা । ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৬.০০% । সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময়ে জানা যায় তারা এ প্রকল্পের ঋণ গ্রহণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। তাদের কেন্দ্রের ০৩ জন প্রকল্প হতে মৎস্য চাষ, গভাদি প্রাণী ও হাঁস মুরগী প্রতিপালন, গরু পালন, বসতভিটায় সজি চাষ, বৃক্ষ রোপন ইত্যাদি খাতে প্রশিক্ষণ পেয়ে অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতা প্রদান করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছেন। উক্ত মতবিনিময়কালে জানা যায় যে, সমিতির সদস্য নির্বাচনে সুনির্দিষ্ট নীতিমারা অনুসরণ করা হয়নি। যেমন- মোস্তফাপুর সমিতির সদস্য সুরমা বেগমের একাধিক ছেলে বিদেশে থাকেন এবং তাদের দুতলা বাড়ী রয়েছে। এফাড়াও, উক্ত মতবিনময়কালে সমিতির সদস্যগণ আগ্রহী সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় গঠনপূর্বক আয়বর্ধক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে অধিক ঋণ প্রদান করার জন্য প্রস্তাব দনে। এক্ষেত্রে, প্রতিটি সমিতির কার্যক্রমের নিযমিত মনিটরিং করার জন্যও তারা মতামত দেন।



চিত্রে- মৌলভীবাজার সদর **উপজেলার হেলালপুর ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন মহিলা কেন্দ্র-০১ এর সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময়।**

১৮.০ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি:

ক্র: নং	কার্যক্রম	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		ডিসেম্বর, ২০ ১৬ পর্যন্ত
		টার্গেট	অর্জন	টার্গেট	অর্জন	টার্গেট	অর্জন	টার্গেট	অর্জন	
১	কেন্দ্র গঠন	৪৫৩	৪৯৭	৬৮০	৬৬৫	৩২৫	১৪৪	১৬২	২৫৫	১৫১৫
২	সদস্য ভুক্তি	৫৪০০	৬৪৫৮	১৪৯৫০	১৩৯৪৯	১৩৬০০	৭৯০০	৬৫৫০	১০৯৭৪	৩৬১৪৩
৩	পুঁজি গঠন	১৭.২৮	৫৬.৫৯	১৪৬.৫২	৩৪৪.১৩	১৬০.২৫	৬৭২.০৬	২১৬.৭০	৫৭৪.৩৭	১৩০২.৬১
৪	আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	৬৩৬.০০	৬৩৬.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০	১২১৭.০০	১২১৭.০০	৭১৭.০০	৭১৭.০০	৩৮২০.০০
৫	ঋণ বিতরণ	৫৪০.৪৬	৬৭১.৯০	২৮৩৭.৮০	২৭৮৪.৭০	৩১৭০.০০	৬৬৬৩.৬৬	৩৭০০.০০	৫০৬৭.৩৬	১১৮৫৭.৫০
৬	ঋণ আদায়	৫৪.৬০	১২০.৫৫	১৫৫০.০০	১৫৮৫.৮১	১৮৫০.০০	৫৫৮৩.৩২	২৫৫০.০০	৩৬৬৩.৯৭	৮০৩৬.৭১
৭	ঋণ খেলাপি	-	০.০০	-	০.০০	-	৩৪.৫৬	-	২২২.১৮	১১১.৭৭
৮	ঋণ আদায়ের হার	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৬	১০০%	৯৮.৬৩	৯৮.৬৩
৯	সুফলভোগী প্রশিক্ষণ			২৫০০	২৫০০	২৫০০	২৫০০	১২৫০	১২৭০	৬২৭০

১৯. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/ টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

অর্থ বছর	ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় %	প্রকৃত ব্যয় %
২০১৩-১৪	১১৮৫.০৩	১২০০.০০	১২০০.০০	১১৮৫.০৩
২০১৪-১৫	১৭২৫.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৭২৫.০০
২০১৫-১৬	১৭৯৭.৪৩	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৭৯৭.৪৩
২০১৬-১৭	১১০৫.৫৪	১০৯৫.১৪	১০৯৫.১৪	১০৯৪.০০
মোট	৫৮১৩.০০	৫৮৯৫.১৪	৫৮৯৫.১৪	৫৮০১.৪৬

২০. (ক) ডিপিপি/টিএপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা:
(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্যাকেজ (১,২,৩.....)	বিবরন	দরপত্র আহবানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
				চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
০১	জীপ গাড়ী	০৬/০৪/১৪ ও ৭০.০০ লক্ষ	২৯/০৪/১৪ ও ৬৭.৭৬ লক্ষ	০৭/০৫/১৪	০৭/০৫/১৪	
০২	মোটরসাইকেল	০৩/০৪/১৪ ও ৯২,৩৫,৫০০ টাকা	২৯/০৪/১৪ ও ৯২,৩৫,৫০০ টাকা	৩০/০৪/১৪	৩০/০৪/১৪	
০৬-১০	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি	০৯/০১/১৪ ও ৪৮.৪৫ লক্ষ	০৩/০৪/১৪ ও ৪৭.০৮ লক্ষ	০২/০৫/১৪	০২/০৫/১৪	
১১	আসবাবপত্র	০৪/০১/১৪ ও ৮৭.৮৫ লক্ষ	২৩/০৩/১৪ ও ৮০.৪৬ লক্ষ	২০/০৪/১৪	২০/০৪/১৪	

২১.০ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৫৪০০.০০ লক্ষ টাকা থাকলেও পরবর্তীতে সংশোধনপূর্বক ৫৯১৩.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত থাকলেও পরবর্তীতে জুলাই ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত নির্ধারন করা হয়। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ৫৮৫৪.৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

২২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)
ক) দেশের পল্লী আঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উন্নয়ন কেন্দ্র গঠন;	ক) ১৬২০টি কেন্দ্রের বিপরীতে মোট ১৫১৫ টি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উন্নয়ন কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে ;
খ) প্রতিটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবার হতে একজন করে সদস্য অন্তর্ভুক্তি;	খ) ৪০৫০০টি পরিবারের বিপরীতে ৩৬১৪৩ টি পরিবারকে কেন্দ্রে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রের সদস্য সংখ্যা ৪০৫০০ জনের বিপরীতে ৩৬১৪৩ জনকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে;
গ) সুফলভোগী সদস্যদের (পুরুষ/মহিলা) সাপ্তাহিক সঞ্চয় আমানত জমাকরণের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহদান;	গ) সুফলভোগী সদস্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ৫৪০.৭৫ লক্ষ টাকা পুজিঁ গঠনের বিপরীতে ১৩০২.৬১ লক্ষ টাকা পুজিঁ গঠন করতে সক্ষম হয়েছে ;
ঘ) পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে গ্রামভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক কেন্দ্রের আওতায় সংগঠিতকরণ করে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রদান;	ঘ) পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে গ্রামভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক কেন্দ্রের আওতায় সংগঠিতকরণ করে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণে ১০২৪৮.২৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণের বিপরীতে ১১৮৫৭.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে;
ঙ) ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ আদায় ;	ঙ) সুফলভোগীদের নিকট হতে ৬০০৪.০৭ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮০৩৬.৭১ লক্ষ্য টাকা ঋণ আদায় করা সম্ভব হয়েছে ;
চ) প্রতিটি কেন্দ্রের সদস্যদের মধ্য হতে সৃজনশীল ও উন্নয়ন প্রত্যাশি সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও স্থানীয়	চ) ৬২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমত্রার বিপরীতে ৬২৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।;

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)
চাহিদার ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামের মানবসম্পদকে দক্ষরূপে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;	
ছ) প্রকল্প কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরদের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং অফিস ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	ছ) প্রকল্প কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং অফিস ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে তোলার জন্য ৭৩৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিপরীতে ৭৬৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(জ) সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন-ছেলে মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহদান	(জ) ক্ষুদ ও প্রান্তিক কৃষক পরিবার প্রকল্পের সহায়তার ফলে **সংসারের অভাব মিটাতে পারছেন, ছেলে-মেয়েদের** স্কুলে পাঠিয়ে পড়ালেখা করাতে পারছেন, পরিবার ছোট রাখা, স্বাস্থ ও পুষ্টি কার্যক্রমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে উন্নত জীবন যাপন করতে পারছেন বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

২৩.০ সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

২৩.১ সমিতির অধিকাংশ সদস্যই প্রকল্প থেকে কোন প্রকার প্রশিক্ষণ পাননি, অধিকন্তু তারা ঋণের টাকা তাদের স্বামী/ছেলের হাতে তুলে দিয়েছেন। উক্ত সমিতির সদস্য তাসলীমা ইয়াসমীন (প্র:বিদ্যালয় শিক্ষিকা), দেবী মন্ডল (ঋণের টাকা স্বামী,পশু ডাক্তার-কে দিয়েছেন), লিপি বেগম (পিডিবিএফ থেকে ১,৬০,০০০.০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং স্বামী রড/সিমেন্টে ব্যবসায়ী) সহ অধিকাংশ সদস্য যারা কৃষির সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত নয় তারা আলোচ্য প্রকল্পের টার্গেট গ্রুপ হওয়ায় প্রকল্পের প্রথম দুটি উদ্দেশ্যের ব্যাত্যয় ঘটেছে;

২৩.২ সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় প্রকল্প হতে প্রথম দফা ২০০০০.০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয় এবং প্রথম দফা ঋণ সফলভাবে পরিশোধ করার পর ১০,০০০.০০ টাকা বৃদ্ধি করে ২য় দফায় ৩০০০০.০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। সুফলভোগীদের অভিমত বর্তমান বাজারে ২০,০০০.০০ টাকায় ভাল কোন আয়বর্ধক কর্মকান্ড পরিচালনা করা যায়না। তাই ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২৩.৩ সমিতির সদস্য নির্বাচনে ডিপিপি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট টার্গটে গ্রুপকে ফোকাস না করে কেবল ঋণ বিতরণ ও আদায়ের বিষয়টি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে;

২৩.৪ সমিতিগুলোর অধিকাংশ সদস্যের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের প্রশিক্ষণ না থাকায় ঋণের অদক্ষ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে; ফলে, সদস্যদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডের প্রশিক্ষণ প্রদান করে ঋণের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২৩.৫ সমিতির আগ্রহী সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় গঠনপূর্বক আয়বর্ধক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে অধিক ঋণ প্রদান করা গেলে সমিতিগুলো টেকসই হবে এবং সমবায় ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে উন্নয়নধর্মী সুসংগঠিত সমাজ গঠন সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে, প্রতিটি সমিতির কার্যক্রমের নিয়মিত মনিটরিং করার জন্যও তারা মতামত দেন;

২৩.৬ প্রকল্পের সুফলভোগীদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায় সন্তোষজনকভাবে অব্যাহত রয়েছে।

২৪.০ সুপারিশ:

২৪.১ সমিতির সদস্য নির্বাচনে ডিপিপি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট টার্গটে গ্রুপকে ফোকাস না করে কেবল ঋণ বিতরণ ও আদায়ের বিষয়টি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায়, নতুন সদস্য নির্বাচন ও পরবর্তী সময়ে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) কর্তৃক একই ধরনের অন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপকে ফোকাস করতে হবে;

২৪.২ সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় প্রকল্প হতে প্রথম দফা ২০০০০.০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয় এবং প্রথম দফা ঋণ সফলভাবে পরিশোধ করার পর ১০,০০০.০০ টাকা বৃদ্ধি করে ২য় দফায় ৩০০০০.০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। সুফলভোগীদের অভিমত বর্তমান বাজারে ২০,০০০.০০ টাকায় ভাল কোন আয়বর্ধক কর্মকান্ড পরিচালনা করা যায়না। তাই ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;

২৪.৩ সমিতিগুলোর অধিকাংশ সদস্যের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের প্রশিক্ষণ না থাকায় ঋণের অদক্ষ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, সদস্যদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডের প্রশিক্ষণ প্রদান করে ঋণের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

২৪.৪ সমিতির আগ্রহী সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় গঠনপূর্বক আয়বর্ধক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে অধিক ঋণ প্রদান করা গেলে সমিতিগুলো টেকসই হবে। এক্ষেত্রে, প্রতিটি সমিতির কার্যক্রমের নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে;

২৪.৫ সমবায় ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে উন্নয়নধর্মী সুসংগঠিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপকে ফোকাস করে ঋণ বিতরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও সমবায় ভিত্তিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে;

২৪.৬ পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও মতামতের উপর গৃহিত ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী এক মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রকল্পের অবস্থান: দেশের ১৮ জেলার ৫৪টি উপজেলা বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	উপজেলার সংখ্যা
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	৫
		কোটালিপাড়া	
		টুঙ্গীপাড়া	
		কাশিয়ানী	
		মকসুদপুর	
	ফরিদপুর	আলফাডাঙ্গা	৪
		বোয়ালমারি	
		ভাঙ্গা	
		নগরকান্দা	
	শরিয়তপুর	শরিয়তপুর সদর	৩
		নড়িয়া	
		ভেদরগঞ্জ	
	কিশোরগঞ্জ	নিকলি	৩
		মিঠামইন	
		অষ্টগ্রাম	
বরিশাল	বরিশাল	আগৈলঝারা	১
	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	৩
		কাউখালী	
		নাজিরপুর	
খুলনা	খুলনা	দাকোপ	৩
		বটিয়াঘাটা	
		রূপসা	
	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর	৩
		আশাশুনি	
		তালা	
রংপুর	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর	৩
		দেবীগঞ্জ	
		আটোয়ারী	
রাজশাহী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ভোলাহাট	৪
		গোমস্তাপুর	
		নাচোল	
		শিবগঞ্জ	
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ)	৫
		নাঙ্গলকোট	
		বুড়িচং	
		ব্রাহ্মণপাড়া	
		মনোহরগঞ্জ	
	চাঁদপুর	কচুয়া	১
	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর	৩
		রামগঞ্জ	
		রায়পুর	
	নোয়াখালী	চাটখিল	৩
		সোনাইমুড়ি	
		বেগমগঞ্জ	

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	উপজেলার সংখ্যা
সিলেট	সিলেট	বালাগঞ্জ	২
		ফেঞ্চুগঞ্জ	
	সুনামগঞ্জ	দিরাই	৩
		সাল্লা	
		জগন্নাথপুর	
	হবিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ	৩
		বানিয়াচং	
		নবীগঞ্জ	
	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর	২
		রাজনগর	
মোট০৭ :	**১৮**	**-**	**৫৪**

প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি:

১০. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়):						
(ক) রাজস্ব ব্যয়						
ক্রমিক	**অঙ্গের নাম**	**একক**	**ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলন**		**ক্রমপুঞ্জিত মোট অগ্রগতি**	
১.	**বেতন ও ভাতাদি**		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১.১	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৬২	৩৯৫.৩৩	৬২	৩৯৫.৩৩
১.২	কর্মচারীদের বেতন	জন	১১৫	৩৫৮.৭০	১১৫	৩৫৮.৭০
১.৩	বাড়িভাড়া ভাতা	জন	১৭৭	২৪৪.০০	১৭৭	২৪৪.০০
১.৪	উৎসব ভাতা	জন	১৭৭	৯৬.০৬	১৭৭	৯৬.০৬
১.৫	চিকিৎসা ভাতা	জন	১৭৭	৫৩.০০	১৭৭	৫৩.০০
১.৬	প্রেষণ/ অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা	জন	২/থোক	১০.২৭	২/থোক	১০.২৭
১.৭	টিফিন ভাতা	জন	১১৫	১৩.৫০	১১৫	১৩.৪৯
মোট বেতন ভাতাদি				**১১৭০.৮৬**		**১১৭০.৮৫**
২.	**সরবরাহ ও সেবা**					
২.১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	থোক	৮৭.৫০	থোক	৮৭.৪২
২.২	আনুষাঙ্গিক প্রতিষ্ঠান	থোক	থোক	১১.৫০	থোক	১১.৪৯
২.৩	অফিস ভাড়া	সংখ্যা	৬৫	১১৪.০০	৬৫	১১৩.৯৭
২.৪	ডাক	থোক	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০
২.৫	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/ফ্যাক্স/ইমেইল	সংখ্যা	৬০	৯.৫০	৬০	৯.৪০
২.৬	রেজিষ্ট্রেশন ফি (মোটরযান)	সংখ্যা	৬৫	১৬.০০	৬৫	১৫.৯৯
২.৭	বিদ্যুৎ	থোক	থোক	৯.০০	থোক	৮.৯৩
২.৮	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	১	৪.৫০	১	৪.৪৩
২.৯	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	২৪.০০	থোক	২৩.৯৯
২.১০	বীমা ও ব্যাংক চার্জ	থোক	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
২.১১	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	থোক	১২.০০	থোক	১১.৯৯
২.১২	ষ্টেশনারী, সীল ও ষ্ট্যাম্প	থোক	থোক	১০.৫৫	থোক	১০.৫৪
২.১৩	প্রশিক্ষণ (সুফলভোগী)	জন	৬২৫০	৭৫.০০	৬২৭০	৭৫.২৪
২.১৪	প্রশিক্ষণ (প্রি-সার্ভিস/রিফ্রেসারস)	জন	৫২৫	৩০.২৮	৫৫৩	৩০.০২
২.১৫	প্রশিক্ষণ (আইসিটি)	জন	১৩	১.৪২	১৩	১.৪২
২.১৬	সফট্ওয়্যার পরিচালনা প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২০০	১৩.১৩	২০০	১৩.১৩
২.১৭	ত্রৈমাসিক সভা	সংখ্যা	১২	১১.০০	১২	১০.৯৭
২.১৮	সভা/সেমিনার	সংখ্যা	৩	১০.০০	৩	১০.০০
২.১৯	পরিবহন ব্যয়	থোক	থোক	৫.০০	থোক	৪.৭২
২.২০	সম্মানী	থোক	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০
২.২১	সার্ভে	থোক	থোক	১০.০০	থোক	৯.৯৮
ক্রমিক	অঙ্গের নাম	একক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২.২২	ফটোকপি ব্যয়	থোক	থোক	৫.০০	থোক	৪.৬৮
২.২৩	কম্পিউটার আনুষাঙ্গিক	থোক	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.৯৯
২.২৪	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	সংখ্যা	১	৫.০০	১	৫.০০
২.২৫	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	৮.০০	থোক	৭.৯৯
মোট সরবরাহ ও সেবা				**৫০৬.৮৮**		**৫০৫.৭৯**
৩.	**মেরামত, সংরক্ষণ ও পূর্নগঠন**					
৩.১	মোটরযান	সংখ্যা	৬৫	৯.০০	৬৫	৮.৯৯
৩.২	কম্পিউটার সামগ্রী	সংখ্যা	৬৫	৬.০০	৬৫	৫.৯৮
৩.৩	সফট্ওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৫২.৬৭	থোক	১৮.৫২

মোট মেরামত, সংরক্ষণ ও পূর্নগঠন				**৬৭.৬৭**		**৩৩.৪৮**
(ক) মোট রাজস্ব ব্যয়				**১৭৪৫.৪১**		**১৭১০.১২**
(খ) মূলধন ব্যয়						
৪.	**সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়**					
৪.১	জীপগাড়ী	সংখ্যা	১	৬৭.৭৬	১	৬৭.৭৬
৪.২	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	৬৪	৯২.৩৬	৬৪	৯২.৩৬
৪.৩	বাই সাইকেল	সংখ্যা	১০৮	১০.৮০	১০৮	১০.৮০
৪.৪	ক্যামেরা	সংখ্যা	১	০.২০	১	০.২০
৪.৫	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১	১.৪৮	১	১.৪৮
৪.৬	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	সংখ্যা	৫	৩.৭৩	৫	৩.৭৩
৪.৭	ল্যাপটপ/কম্পিউটার	সংখ্যা	৬৫	৩৬.৩৮	৬৫	৩৬.৩৮
৪.৮	প্রিন্টার	সংখ্যা	৬৫	৫.২৩	৬৫	৫.২৩
৪.৯	স্ক্যানার	সংখ্যা	১	০.০৫	১	০.০৫
৪.১০	সফট্ওয়্যার নেটওয়ার্কিং (চলমান)	সংখ্যা	১১৪	৩৪.২০	১১৪	২১.৬০
৪.১১	আলমারী	সংখ্যা	৬৫	১৪.১৮	৬৫	১৪.১৮
৪.১২	ফাইল কেবিনেট	সংখ্যা	৬৫	১১.০৫	৬৫	১১.০৫
৪.১৩	টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ ও সিলিং ফ্যান	সংখ্যা	৯৫৩	৫৩.৪০	৯৫৩	৫৩.৪০
৪.১৪	কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার	সংখ্যা	৬৫	৬.৩৭	৬৫	৬.৩৭
মোট সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়				**৩৩৭.১৯**		**৩২৪.৫৯**
৫.	**আবর্তক ঋণ তহবিল**					
৫.১	ক্ষুদ্রঋণ	সংখ্যা	৫৪	৩০০০.০০	৫৪	৩০০০.০০
৫.২	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ	সংখ্যা	৫৪	৮২০.০০	৫৪	৮২০.০০
মোট আবর্তক ঋণ তহবিল				**৩৮২০.০০**		**৩৮২০.০০**
(খ) মোট মূলধন ব্যয়				**৪১৫৭.১৯**		**৪১৪৪.৫৯**
(গ) প্রাইস কন্টিন্জেন্সি				**০.০০**		**০.০০**
(ঘ) ফিজিক্যাল কন্টিন্জেন্সি				**১০.৪০**		**১০.৪০**
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)				**৫৯১৩.০০**		**৫৮৫৪.৭১**
মোট				**৫৮৯৫.১৪**	**৯৮.৪১**	**৫৮০১.৪৬**

"চর জীবিকায়ন কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত ডিসেম্বর, ২০১৬)

১. প্রকল্পের নাম	:	"চর জীবিকায়ন কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প
২. প্রকল্পের ধরন (বিনিয়গ/কারীগরি সহায়তা/সমীক্ষা)	:	বিনিয়োগ
৩.১ অর্থায়নের উৎস (জিওবি/প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন/অন্যান্য	:	জিওবি ও (ডিএফআইডি)
৩.২ উন্নয়ন সহযোগী	:	প্রযোজ্য নহে
৪.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৪.১ বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

৫. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির (%)
৫.১) মূল	:	৭৯,৪৮৭.৭৯	১২৫২.৭৯	৭৮,২৩৫.০০	--
৫.২) ১ম সংশোধিত অনুমোদিত	:	৮৩,৭৫৫.৪২	২০৩৫.৪২	৮১,৭২০.০০	--
৫.৩) ২য় সংশোধিত (বিশেষ) অনুমোদিত	:	৯৩,১২৮.৩৫	২০৩৫.৪২	৯১,০৯২.৯৩	--
৫.৪) প্রকৃত ব্যয়	:	৯৩,০৯৫.৫৮	১৯৮৭.১২	*৯১১০৮.৪৭	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি জনিত কারনে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে

৬. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ	সমাপ্তি
৬.১) মূল অনুমোদিত	:	জুলাই, ২০১১	ডিসেম্বর, ২০১৬
৬.২) ১ম সংশোধিত অনুমোদিত	:	এপ্রিল, ২০১০	ডিসেম্বর, ২০১৬
৬.৩) ২য় সংশোধিত (বিশেষ) অনুমোদিত	:	এপ্রিল, ২০১০	জিওবি ডিসেম্বর, ২০১৬ এবং ডোনার পার্ট (ডিএফআইডি), জুন, ২০১৬

৭. **প্রকল্পের অর্থায়ন:** জিওবি এবং ইউকেএইড ও অসএইড (UK Aid & Aus-Aid)

৮. **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৮.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ ১৯৯০ হতে ৫% বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ২% হারে দারিদ্র নিরসন অর্জন সত্ত্বেও বাংলাদেশের ৫৫ মিলিয়নেরও অধিক জনগোষ্ঠীর দৈনিক মাথাপিছু আয় ১ ডলারের নিচে। সরকার ঘোষিত জাতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশল পত্র-২০০৯-২০১১-তে দেশের ২০% নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাদের সংখ্যা ২৫ – ৩০ মিলিয়ন। অতি দারিদ্রতার ভিতর দিন অতিবাহিত করছে। এই চিহ্নিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী চরের অধিবাসী যারা জীবিকার সুযোগ না থাকায় একটি নির্দিষ্ট মৌসুমে মানবেতর জীবন যাপন করে। DFID নীতিগতভাবে প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের অংশ হিসেবে সুশাসন, দক্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা দারিদ্র নিরসন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার ইকুইটি কার্যক্রমে বাংলাদেশকে সহায়তা করে থাকে। সিএলপি-১ বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে DFID,UK এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়েছিল। এই কর্মসূচীর আওতায় ২০০৪ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ৫০ মিলিয়ন ডলার UK-DFID এবং বাংলাদেশ সরকারের টাকা ৯০.৩৫ মিলিয়ন অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। ২০১১ সালের মধ্যে প্রকল্প এলাকার ১

মিলিয়ন হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নকে লক্ষ্য করে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ এবং বগুড়া এই ৫টি জেলার ২৮টি উপজেলার উত্তর যমুনা নদী এবং নদী বিধৌত ১৫০টি চর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত ৮৮৮টি চরে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মানের নিরাপত্তা উন্নয়নই ছিল এই প্রকল্পের মূল ক্ষেত্র। সিএলপি-১ কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ৭ লক্ষ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মান্নোয়ন সম্ভব হয়েছে। বাস্তবায়িত সিএলপি-১ কর্মসূচীর বাস্তব ও অগ্রগতি মূল্যায়নে সিএলপি-২ কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা বিবেচিত হয়। প্রস্তাবিত কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দূর্গম চর এলাকার ১০লক্ষ জনগোষ্ঠীর চরম দারিদ্র নিরসন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল কর্মকান্ড/উপাদনসমূহ নিম্নরূপ:

- বন্যার পানি সর্বোচ্চ সীমা হতে ৬০ সেঃমিঃ বাস্তভিটা উঁচুকরণ;
- পরিবার ভিত্তিক নিরাপদ পানি উৎস এবং উন্নত পয়:নিস্কাশন সুযোগ সৃষ্টি;
- বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মঙ্গা ও মাইগ্রেশন রোধে মৌসুমী (আপদকালীন সময়ে) খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- উৎপাদনধর্মী সম্পদ সরবরাহ/সম্প্রসারণ;
- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন;
- চরাঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মকান্ড পরিচালনা;
- সমবায় সমিতি গঠন; এবং
- সঞ্চয় ও শেয়ারের মাধ্যমে পুঁজি যোগান নিশ্চিত করে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ব্রক্ষ্মপুত্র, যমুনা, তিস্তা ও পদ্মা নদী বিধৌত আটটি জেলার (কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, পাবনা ও টাঙ্গাইল) ৩৩টি উপজেলার ১২৮টি ইউনিয়নের চরে ঝঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এছাড়া প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী হইলঃ

(ক) চরের হতদরিদ্র অধিবাসীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক আয়বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দারিদ্র হতে উন্নয়ন;

(খ) বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মূল ভূ-খন্ডের সাথে আন্ত:সংযোগ বৃদ্ধি;

(গ) দরিদ্র হতে উন্নীত জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে (কৃষি ও অকৃষি) নিয়োজিত করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে আরো উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(ঘ) গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সেবা প্রদানকারী (LSP) ভিত্তিক গবাদিপশু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; এবং

(ঙ) বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং Incentive based micro saving program পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করে কৃষি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

৯.০ অনুমোদন সংশোধন পর্যায়ঃ

৯.১ ১ম সংশোধনঃ প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৯,৪৮৭.৭৯ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮৩,৭৫৫.৪২ লক্ষ টাকা নির্ধারণের লক্ষ্যে বিগত ১৭/১১/২০১৩ তারিখে ১ম সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৯.২ ২য় সংশোধনঃ প্রকল্পটি অস্ট্রেলিয়া সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপিতে প্রকল্প সাহায্যের অংশে ব্যয় ধরা ছিল ৮১,৭২০.০০ লক্ষ টাকা, যা ৮১.৭২ মিলিয়ন পাউন্ডে। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে পাউন্ডের বিনিময় হার বৃদ্ধিজনিত কারণে প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯১,০৯২.৯৩ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা ৯,৩৭২.৯৩ লক্ষ টাকা বেশী। এছাড়া প্রকল্পে সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি করে ৯৩,১২৮.৩৫ লক্ষ টাকায় ২য় সংশোধনী প্রস্তাব করা হয় যা গত ০৯/০৩/২০১৬ তারিখে ডিপিইসির সভার সুপারিশের ভিত্তিতে অনুমোদিত হয়।

১০। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: (লক্ষ টাকায়)

(ক) জিওবি অংশ

কোড নং	পিপি অনুযায়ী কাজের আইটেম	একক	লক্ষমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ (±)
			আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
ক. রাজস্ব ব্যয়							
৪৬০১	কর্মচারীদের বেতন	জন	৩৪০.৮৬	৯৮	৩২৭.১৯	৯৮	১৩.৬৭
৪৭১৩	উৎসব/বোনাস ভাতা	জন	৫০১.৩৬	৯৮	৪৭৯.৯৬	৯৮	২১.৪০
৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা (ফিক্সড) সুপারভাইজার, ডিডি ও জেডি	জন	-	-	-	-	-
কোড নং	পিপি অনুযায়ী কাজের আইটেম	একক	লক্ষমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ (±)
			আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
সরবরাহ ও সেবা							
৪৮০১	ভ্রমণ ভ্যয়	জন	৯০.৫৩	৯৮	৯০.৫২	৯৮	০.০১
৪৮১৫	ডাক	থোক	.০৯	-	০.০৪		০.০৫
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপিন্টার/ মোবাইল	থোক	১.৪০	৩	.৪৫	৩	০.৯৫
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	৪৫.৭৪	০২	৪৫.৭৩	০২	০.০১
৪৮২৪	বীমা/ব্যাংক চার্জেস	থোক	২.৪৮	৩০	১.৪২	৩০	১.০৬
৪৮২৭	মুদ্রণ প্রকাশনা ও গবেষণা	থোক	৩৬.৪৮	৩	৩৬.৪৮	৩	০
৪৮২৮	ষ্টেশনারী, সীলস ও ষ্ট্যাম্পস	থোক	৪১.৮৯	৩৩	৪১.৮৮	৩৩	০.০১
৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	থোক					
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০৪	-	২.০৪	-	-
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়/ ষ্ট্যাডি ট্যুর	জন	৭৯.৯৩	১৭৫	৭৯.৯৩	১৭০	-
৪৮৪২	সেমিনার, কনফারেন্স	৩					
৪৮৪৫	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	৯.৮৫	-	৯.৮৫	-	-
৪৮৪৬	পরিবহন ব্যয়	থোক	১৩.০৮	৩৩	১৩.০৫	৩৩	০.০৩
৪৮৫১	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক					
৪৮৫৪	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক					
৪৮৭৪	কনসালটেন্সী	থোক					
৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা/ ফি/ পারিশ্রমিক		১৯.০০				১৯.০০
৪৮৮৬	সার্ভে (কিট ব্যাগ, ছাতা, এডিটিং, কোডিং ও ডাটা এন্ট্রি)	থোক					
৪৮৮৭	কপি/ অনুলিপি ব্যয়	থোক					
৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	১০.৯৯		১০.৮৮		০.০১
৪৮৯৩	হায়ারিং চার্জ	থোক					

৪৮৯৫	কমিটি মিটিং/ কমিশন	থোক	৭.২৫		৭.২৫		০
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৪৬.১৫		৪৬.১৩		০.০২
৪৯০১	মোটর যানবাহন	১	১৪.৬১	২	১৪.৬১	২	০
৪৯০৬	আসবাবপত্র	থোক					
৪৯১১	কম্পিউটারও অফিস সরঞ্জাম	থোক	৭.৫০	২৫	৭.৪৯	২৫	০.০১
৪৯১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	৬.৪৯		৬.৪৯		
৪৯২১	অফিস ভবন/ ডেকোরেশন	থোক					
মোট রাজস্ব ব্যয় (জিওবি)			১৪০০.৭৯		১৩৫২.৬৮		৪৮.১১
**এখানে উল্লেখ নেই এমন রাজস্ব খাতের অন্যান্য কোডসহ মোট বরাদ্দ ও ব্যয়							
৬৮০০	খ. মূলধন ব্যয়:						
৬৮০৭	গাড়ী (মাইক্রোবাস) যানবাহন	সংখ্যা	৯৬.৭৫	১ জিপ	৯৬.৭৫		
৬৮১২	ডিজিটাল ক্যামেরা	সংখ্যা	২.০০	২	২.০০	২	
৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	সংখ্যা	৪৯.৭৭		৪৯.৭৬		
৪৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৯.০০		৯.০০		০
৬৮১৫	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	১৪.০০		১৩.৯৯		০.০১
৬৮১৯	অফিস যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৮.০০		৭.৯৯		০.০১
৬৮২১	আসবাবপত্র	থোক	৪৯.৬৫		৪৯.৬৩		.০২
৬৮২৩	টেলিকমউনিকেশন	থোক	২.০০		২.০০		
৬৮৫১	অন্যান্য	থোক	১৩.৪৬		১৩.৪৬		
৭০১৬	অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো		৩৯০.০০		৩৮৯.৮৬		০.১৪
মোট মূলধন ব্যয়		-	৬৩৪.৬৩		৬৩৪.৪৪		০.১৯
সর্বমোট ব্যয় (ক+খ)		-	২০৩৫.৪২		১৯৮৭.১২		৪৮.১২
মোট প্রকল্প ব্যয় (জিওবি অংশ)		-	**২০৩৫.৪২**		**১৯৮৭.১২**		**৪৮.১২**

(খ) ডোনার অংশ (ডিএফআইডি)

কোড নং	পিপি অনুযায়ী কাজের আইটেম	একক	লক্ষমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ (±)
			আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
ক. রাজস্ব ব্যয়							
৪৬০১	কর্মচারীদের বেতন	জন					
৪৭১৩	উৎসব/বোনাস ভাতা	জন					
৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা (ফিক্সড) সুপারভাইজার, ডিডি ও জেডি	জন					
সরবরাহ ও সেবা							
৪৮০১	ভ্রমণ ভ্যয়	জন	১৯.৭৯		১৯.৭৯		
৪৮১৫	ডাক	থোক	.৪২		.৪২		
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপিন্টার/ মোবাইল	থোক					
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	২০৭.৩৭	১৪	২০৭.১৮	১৪	.১৯
৪৮২৪	বীমা/ব্যাংক চার্জেস	থোক					
৪৮২৭	মুদ্রণ প্রকাশনা ও গবেষণা	থোক					
৪৮২৮	ষ্টেশনারী, সীলস ও ষ্ট্যাম্পস	থোক					
৪৮২৯	গবেষণা/ সার্ভে/ মূল্যায়ন/মনিটরিং	থোক	২০৯৩.১৪		২০৩৬.৩০		৫৬.৮৪
৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	থোক					
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক					
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়/ ষ্ট্যাডি ট্যুর	জন	২০৪৩.৮২		১৯৮৪.২৩		৫৯.৫৯
৪৮৪২	সেমিনার, কনফারেন্স	৩	২৬৮০.২৭		২৬৭৭.৫২		২.৭৫
৪৮৪৫	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক					
৪৮৪৬	পরিবহন ব্যয়	থোক	১৩.০৮	৩৩	১৩.০৫	৩৩	০.০৩
৪৮৪৮	ব্যবস্থাপনা ফি	থোক	১৮১২.৮৭		১৯৮৯.৪৪		২৩.৪৩
৪৮৫১	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক					
৪৮৫৪	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক					

কোড নং	পিপি অনুযায়ী কাজের আইটেম	একক	লক্ষমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ (±)
			আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৪৮৫৫	মার্কেটিং	থোক	৯৪৪.৫১		৮৯৯.২১		৪৫.৩০
৪৮৬৮	অন্যান্য অপারেশন কষ্ট	থোক	২৩৪৮.১৮		২৩৭৭.৩৭		-২৯.১৯
৪৮৭৪	কনসালটেন্সী	থোক	১০৮০১.২৩		১১১২০.৬৫		-৩১৯.৪২
৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা/ ফি/ পারিশ্রমিক						
৪৮৮৭	কপি/ অনুলিপি ব্যয়	থোক					
৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক					
৪৮৯৩	হায়ারিং চার্জ	থোক					
৪৮৯৫	কমিটি মিটিং/ কমিশন	থোক					
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	থোক	২১৯৭.১০		২২০৬.৩৭		-৯.২৭
৪৯০১	মোটর যানবাহন	১					
৪৯০৬	আসবাবপত্র	থোক					
৪৯১১	কম্পিউটারও অফিস সরঞ্জাম	থোক					
৪৯১৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক					
৪৯২১	অফিস ভবন/ ডেকোরেশন	থোক					
৫৯০২	সম্পদ বিতরণ	থোক	২০৭৯০.৫৭		২০৮৩১.৩৫		-৪০.৭৮
৬৬৮১	থোক বরাদ্দ (অন্যান্য কোডসহ)	থোক	২৬৫১২.১৯		২৬৩১.৫৯		১৯৬.২৯
মোট রাজস্ব ব্যয় (ডিএফআইডি)			**৭২৪৬৪.৫৪**		**৭২৬৫৮.৫৭**		**-১৯৪.০৩**
৬৮০০	খ. মূলধন ব্যয়:						
৬৮২১	গাড়ী (মাইক্রোবাস) যানবাহন	সংখ্যা					
৭০০১	ভূমি উন্নয়ন		৮৪২২.৭২		৯১৮৬.২৭		-৭৬৩.৫৫
৭০১৬	অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো		১৭৬.৭৯		৫.৭৯		১৭১
কোড নং	পিপি অনুযায়ী কাজের আইটেম	একক	লক্ষমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ (±)
			আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (সংখ্যা)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৭০৩১	গ্রামীণ রাস্তা ও অবকাঠামো উন্নয়ন		৫০৯৬.৬৩		৪১৬০.৪০		৯৩৬.২৩
৭০৪৬	স্বাস্থ্য ও পানি সরবরাহ		৪০৮২.২৫		৪০৮১.৯৭		.২৮
৭৯৮১	অন্যান্য মূলধন ব্যয়		৮৫০.০০		১০১৫.৪৭		-১৬৫.৪৭
মোট মূলধন ব্যয়		-	১৮৬২৮.৩৯		১৮৪৪৯.৯০		১৭৮.৪৯
সর্বমোট ব্যয় (ক+খ)		-	৯১০৯২.২৩		৯১১০৮.৪৭		-১৫.৫৪
মোট প্রকল্প ব্যয় (জিওবি+ডিএফআইডি)		-	৯৩,১৩৫.২৮		৯৩,০৮৫.৫৮		৩৯.৭০

১১| প্রকল্পের অনুকূলে বছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ এবং অগ্রগতি ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্য				টাকা অবমুক্ত	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	পিএ	বাস্তব		মোট	টাকা	পিএ	বাস্তব%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১০-১১	১২৮২৭.১২	০	১২৮২৭.২২		-	১২৮২৭.২২	০	১২৮২৭.২২	
২০১১-১২	১৬২১০.০০	২১০.০০	১৬০০০.০০		২১০.০০	১৬১২৭.৩৪	১৯২.৫৯	১৫৯৩৪.৭৫	
২০১২-১৩	১৭২০০.০০	২০০.০০	১৭০০০.০০		২০০.০০	১৭০১৪.৩৯	১৯৫.৭০	১৬৮১৮.৬৯	
২০১৩-১৪	১৬৪৯১.০০	৪৭১.০০	১৬০২০.০০		৪৭১.০০	১৮০২৮.৪০	৪৫১.১২	১৭৫৭৭.২৮	
২০১৪-১৫	১৮৯২০.০০	৫০০.০০	১৮৪২০.০০		৫০০.০০	১৮৮৭৪.৩৫	৪৩৫.৭৫	১৮৪৩৮.৬০	
২০১৫-১৬	৯৪১০.০০	৪১০.০০	৯০০০.০০		৪১০.০০	৯৮৩২.৮২	৩৬২.৮২	৯৫১১.৯৩	
২০১৬-১৭	৩৫০.০০	৩৫০.০০	-		৩৫০.০০	৩৪৯.১৪	৩৪৯.১৪	-	
সর্বমোট	৯১৪০৮.২২	২১৪১.০০	৮৯২৬৭.২২	-	-	৯৩০৯৫.৫৮	১৯৮৭.১২	৯১১০৮.৪৭	

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
০১।	জনাব এম এ মতিন	প্রকল্প পরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক পলল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।	খন্ডকালীন	১৯.০৭.২০১১ থেকে ৩১.১২.২০১৬ পর্যন্ত্ম

১৩। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জন:</u>**

ডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য		বাস্তব অর্জন	
ক	চরের হতদরিদ্র অধিবাসীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি , সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দারিদ্র হতে উন্নয়ন;	ক	চরের হতদরিদ্র অধিবাসীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি , সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দারিদ্র হতে অর্ধেকে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে;
খ	বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মূল ভূ -খন্ডের সাথে আন্ত:সংযোগ বৃদ্ধি;	খ	বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মূল ভূ -খন্ডের সাথে আন্ত:সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে;
গ	দরিদ্র হতে উন্নীত জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে (কৃষি ও অকৃষি) নিয়োজিত করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে আরো উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা;	গ	দরিদ্র হতে উন্নীত জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে (কৃষি ও অকৃষি) নিয়োজিত করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে আরো উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে;
ঘ	গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের জন্য স্থানয়ি সেবা প্রদানকারী (LSP) ভিত্তিক গবাদিপশু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ; এবং	ঘ	গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের জন্য স্থানয়ি সেবা প্রদানকারী (LSP) ভিত্তিক গবাদিপশু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে; এবং
ঙ	বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবচং Incentive based micro saving program পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করে কৃষি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।	ঙ	বিভিন্ন আয় -বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবচং Incentive based micro saving program পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করে কৃষি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ - সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন উল্লেখযোগ্যভাবে সাধিত হয়েছে।

১৪. **<u>প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ</u>**: ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অংঙ্গের কাজ অসমাপ্ত নাই।

১৫. **<u>মূল্যায়ন পদ্ধতি:</u>** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা
- পরিদর্শন প্রতিবেদন
- পিসিআর এর তথ্য পর্যলোচনা
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা

১৬. **মনিটরিং:**

প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সুষ্ঠ, নিরপেক্ষ এবং শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্তে পিইসি কমিটি, অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্তে পিএসসি এবং জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্তে গঠিত জেলা সমন্বয় উপ-কমিটি এবং ইউএনও মহোদয়ের সভাপতিত্তে উপজেলা সমন্বয় উপ-কমিটির মাধ্যমে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও ডিএআইডিসহ আইএমওদের মনিটরিং টিম সার্বক্ষনিক মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করত। তাছাড়া সিএলপি প্রকল্পের আইএমএল ইউনিট মনিটরিং, মূল্যায়ন ও লার্নিং কার্যক্রম পরিচালনা করত।

১৭.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

চর এলাকা ও বিভিন্ন পশ্চাৎপদ এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র বিমোচনে 'চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি)' শীর্ষক প্রকল্পটি দ্বিতীয় পর্যায়ে চর এলাকার আটটি জেলা কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, পাবনা ও টাঙ্গাইল ৩৩টি উপজেলার ১২৮টি ইউনিয়নের চরাঞ্চলের ৭৮ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার হতদরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং ১০ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে সুবিধা পেয়েছে।

১৭.১ সম্পদ হস্তান্তরঃ জুলাই, ২০১১ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে 'চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় চর এলাকায় ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ৭৮,০০০টি পরিবারকে সম্পদ হস্তান্তরের লক্ষ্যমাত্রায় ৭৮,০২৬টি পরিবারের সম্পদ বিতরণের মাধ্যমে জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।



১৭.২ প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদানঃ প্রকল্পের আওতায় ৩৩,২০৩টি সেটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে ২০,১১,৯৩৮ জন চরবাসীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।



১৭.৩ বসতভিটা উঁচুকরণঃ ৭৮,০০০টি বসতভিটা উঁচুকরণের লক্ষ্যমাত্রায় ৭৭,১৪৫টি বসতভিটা উঁচুকরণের মাধ্যমে উক্ত পরিবারগুলোকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করা হয়েছে।



১৭.৪ টিউবওয়েল ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদানঃ নিরাপদ পানির জন্য ১১,৬৭৮টি টিউবওয়েল এবং পয়:নিস্কাশন এর জন্য ১,৬২,২৬৮টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়েছে।





১৭.৫ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানঃ ১৬১টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনায় ৩,৭৮১টি শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

১৭.৬ অন্যান্য কার্যক্রমঃ মঙ্গা মৌসুমে খন্ডকালীন কর্মসংস্থানের জন্য ১৭,৬৬,৩৭৭জন/দিবস কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়ছে; ৩,১৩,৪৫৬ জন /দিবসকে হাঁস-মুরগী পালন প্রশিক্ষণ এবং ৭৬,৫৬০ জন/দিবসকে কম্পোস্ট সার উৎপাদনের প্রশিক্ষণ, উন্নতমানের ঘাসচাষের জন্য ৬২,২১০ জন/দিবসকে প্রশিক্ষণ; ২,১৭,৭১৮ জন /দিবসকে আঙ্গিনা বাগান তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান; ৪,০৪,৯৩৯ জনকে গবাদী পশুপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণের জন্য প্রকল্প এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ৯৮ জন, সচিব ১০৭ জন, ১২৯২ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৪০,৫৫০ জনকে জরুরী ত্রান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

১৮. ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ প্রকল্পের আওতায় জিওবি অংশের যে সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়েছে তা 'পিপিআর-২০০৮ নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক এবং ডিএফআইডিএর স্ট্যান্ডার্ড নীতিমালা অনুসরণের ডোনার অংশের সামগ্রীক ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে

১৯. <u>যানবাহন সংক্রান্ত তথ্য:</u>

যানবাহনের ধরন	ডিপিপি অনুযায়ী যানবাহনের সংখ্যা	ক্রয়কৃত সংখ্যা	সমাপ্তিকালীন অবস্থান
	০১	০১	ডিপিপি অনুসারে আরডিএ , বগুড়াতে হস্তান্তর
জিপ (ডোনার)	০১	০১	ডিএফআইডি'র অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর

যানবাহনের ধরন	ডিপিপি অনুযায়ী যানবাহনের সংখ্যা	ক্রয়কৃত সংখ্যা	সমাপ্তিকালীন অবস্থান
মাইক্রোবাস (ডোনার)	০১	০১	ডিএফআইডি'র অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর
মোটর সাইকেল (জিওবি)	১১	১০	ডিপিপি অনুসারে আরডিএ বগুড়াতে হস্তান্তর
মোটর সাইকেল (ডোনার)	১৯০	১৮৫	ডিএফআইডি'র অন্য প্রকল্প

২০। <u>অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:</u>

নিরীক্ষার সময়	নিরীক্ষার রিপোর্ট জমা দেওয়ার তারিখ	প্রধান ফলাফল/আপত্তি	আপত্তি সমাধান হয়েছে কি-না ?
২০১০-২০১১ ফাপাড অডিট অধিদপ্তর	২৭-০৮-২০১২	**<u>অংশ-এ</u>** প্রকল্প শুরুর আগে অনুমোদনবিহীন ব্যয় করা হয়েছে।	হ্যাঁ
		<u>অংশ-বি</u>	
		ডিপিপি ক্রয় পরিকল্পনা ব্যতীত অনিয়মিত ব্যয়	হ্যাঁ
		ব্যাংক সুদ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি।	হ্যাঁ
		এনজিওদের সার্ভিস ফি থেকে কোন ট্যাক্স কর্তন করা হয়নি।	হ্যাঁ
২০১১-২০১২ ফাপাড অডিট অধিদপ্তর	১৫-০৭-২০১২	সিএলপি -২ এর ডিপিপি'র এলাকা বর্হিভূত এলাকায় ১,৪৪,৮৯,৮৩২.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।	হ্যাঁ
২০১৩-২০১৪ ফাপাড অডিট অধিদপ্তর	০৮-০৪-২০১৫	আরএফকিউ (RFQ) পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত শীতের কম্বল সরবরাহকারীর হিসাবে, ৪৬,৮০,০২৪.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।	হ্যাঁ
২০১৪-২০১৫ ফাপাড অডিট অধিদপ্তর	২৮-০৭-২০১৬	অফিস সরঞ্জাম ও মনোহারী সামগ্রী RFQ পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।	আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
		ষ্টক ও বিতরণ রেজিষ্টার যথাযথ অনুসরণ করা হয়নি।	আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ ফাপাড অডিট অধিদপ্তর সেগুনবাগিচা, ঢাকা	২৭-১১-২০১৭	ফাপাড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক উত্থাপিত ৫টি অডিট আপত্তি	আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে

২১.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শন:</u>

২১.১ গত ২৬ ও ২৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখে এ বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮ এর পরিচালক মোঃ মোশারফ হোসেন কর্তৃক

আলোচ্য প্রকল্পের সাঘাটা উপজেলার সাঘাটা সদর ইউনিয়নের হাটবাড়ি চর ও ফুলছড়ি উপজেলার দেলুয়াবাড়ি ইউনিয়ন চর এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

২১.২ সাঘাটা উপজেলার সাঘাটা সদর ইউনিয়নের হাটবাড়ি চর এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের মধ্যে বসতভিটা উঁচুকরণ, সম্পদ হস্তান্তর, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য অগভীর নলকুপ প্রদান, বসতভিটায় সবজি বাগান, বসতভিটায় বিভিন্ন ধরনের ঔষধ, ফলজ ও বনজ চারা বিতরণ, হস্তান্তরিত সম্পদের উপ-বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সবজি বাগান, পশুপালন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, উন্নত জাতের ঘাস চাষ, নিরাপদ পানি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু পুষ্টিসহ নানাবিধ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধ সংগ্রহ সংগঠন, চর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি গঠনের মাধ্যমে তাদের জীবন ও জীবিকার মানের প্রকল্প গ্রহণ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

২১.৩ ফুলছড়ি উপজেলার দেলুয়াবাড়ি ইউনিয়নের চরে দেখা যায় যে, প্রকল্পের উপকারভোগীদের মধ্যে বসতভিটা উঁচুকরণ, সম্পদ হস্তান্তর, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য অগভীর নলকুপ প্রদান, বসতভিটায় সবজি বাগান, বসতভিটায় বিভিন্ন ধরনের ঔষধি, ফলজ ও বনজ চারা বিতরণ, হস্তান্তরিত সম্পদের উপ-বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সবজি বাগান, পশুপালন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, উন্নত জাতের ঘাস চাষ, নিরাপদ পানি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু পুষ্টিসহ নানাবিধ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধ সংগ্রহ সংগঠন, চর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি গঠনের মাধ্যমে তাদের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

২২. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা পর্যালোচনাঃ

২২.১ প্রকল্পটি জুলাই , ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদকালে মূল বাস্তবায়ন ব্যয় ছিল ৭৯,৪৮৭.৭৯ লক্ষ টাকা । প্রকল্পটি ২ বার সংশোধন করা হয়েছে। ১ম সংশোধনে মেয়াদকাল ঠিক থাকলেও প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৮৩,৭৫৫.৪২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। ২য় বার সংশোধনে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি করে ৯৩১২৮.৩৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে । বারবার প্রকল্প সংশোধনের ফলে মূল কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটে ও অর্থের অপচয় হয়।

২২.২ প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২২.৩ বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, ঝড় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২২.৪ চর এলাকায় নদী ভাঙ্গন একটি বড় সমস্যা। কিছু সুফলভোগী নদী ভাঙ্গনের ফলে অন্যত্র চলে গেছে। ফলে প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরী ভিএসএলএ (VSLA) এর সমিতির কার্যক্রম অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২২.৫ ডিপিপি অনুযায়ী সিএলপিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সেবা প্রদান কার্যক্রম চালু ছিল। কিন্তু প্রকল্প বাস্ত্মবায়নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন ধরনের অংশীদারিত্ব ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২২.৬ দূরবর্তী ও দূর্গম চরাঞ্চলে মাঠকর্মীদের কাজ সঠিক ও সফলভাবে মনিটিরিং করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২২.৭ প্রাপ্ত পিসিআর পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, প্রকল্পটির ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়নি।

২৩.০ **<u>সুপারিশ:</u>**

২৩.১ প্রকল্পটি ২বার সংশোধনের ফলে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯,৪৮৭.৭৯ লক্ষ টাকা থেকে ৯৩,১২৮.৩৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এভাবে বার বার প্রকল্প সংশোধনের ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থের অপচয় ঘটে (যেমনঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন, বোনাস, পরিবহন খরচ) ও মূল কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটে । তাই বার বার প্রকল্প সংশোধন করার ধারা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে;

২৩.২ ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঠিক নীতিমালা তৈরী ও সে মোতাবেক কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন করতে হবে;

২৩.৩ ডিপিপি অনুযায়ী সিএলপিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সেবা প্রদান কার্যক্রমে চালু ছিল। কিন্তু প্রকল্প বাস্ত্মবায়নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন ধরনের অংশীদারিত্ব ছিল না। তাই ভবিষ্যতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সুনিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অন্ত্মর্ভূক্ত করতে হবে;

২৩.৪ দূরবর্তী ও দূর্গম চরাঞ্চলে মাঠকর্মীদের সঠিক ও সফলভাবে কাজ করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির ব্যবস্থা থাকতে হবে। দূরবর্তী চরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে মটর সাইকেল, ইঞ্জিনবোট সুবিধা এমনকি প্রয়োজনে দূর্গম চরগুলাতে ছোট ছোট ইউনিট অফিস খোলা দরকার যাতে কর্মীরা নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে;

২৩.৫ প্রকল্পের আওতায় ভিএসএলএ (VSLA) এর সমিতির কার্যক্রম চালু রাখার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

২৩.৬ প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে প্রকল্পের কাজ যেন বিলম্বিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যতে যে কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় ও সংস্থা সচেষ্ট থাকবে;

২৩.৭ অনুচ্ছেদ ২৩.১ – ২৩.৬ এ বর্ণিত বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আইএমইডি'কে যথাশীঘ্র অবহিত করতে হবে।

সোলার প্যানেল স্থাপনসহ সমবায় ভবনের অসমাপ্ত অংশের ভৌত নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৭)

১.০ প্রকল্পের নাম : সোলার প্যানেল স্থাপনসহ সমবায় ভবনের অসমাপ্ত অংশের ভৌত নির্মাণ প্রকল্প।

২.০ নির্বাহী সংস্থা : সমবায় অধিদপ্তর।

৩.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৪.০ প্রকল্প এলাকা : এফ-১০ এ ও বি, সমবায় ভবন, সিবিক সেক্টর, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো-

(ক) মূল স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী নির্মাণাধীন সমবায় ভবনের ১০ম তলা পর্যন্ত নির্মাণকাজ সমাপ্তকরণ; (খ) মূল্যবান অফিস ভবনের ক্ষয়-ক্ষতি রোধকল্পে অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ;

(গ) বিভিন্ন শাখা ও বিভাগের স্থান সংকুলানের জন্য ৭,৫১৯ বর্গ মিটার ফ্লোর স্পেস নির্মাণ; এবং

(ঘ) জরুরি মুহূর্তে ভবনে বিদ্যুৎ ব্যাক-আপ দেয়ার জন্য ১৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সোলার প্যানেল স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ওয়্যারিং কাজ সম্পাদন।

৬.০ প্রকল্পের পটভূমি:

নিজস্ব কোন ভবন না থাকায় দীর্ঘদিন সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রম ভাড়া বাড়ি হতে পরিচালনা করা হত। ফলে প্রতিবছর রাজস্ব খাত হতে বিপুল অর্থ ব্যয় সত্ত্বেও পর্যাপ্ত স্থান সংকুলানের অভাবে এ দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সঠিক কাজের পরিবেশ ছিলোনা। দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কাজের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একটি নিজস্ব অফিস ভবন তৈরির প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে ২০০৩ সালে সমবায় ভবন নির্মাণ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। প্রায় ৩ বিঘা জমির উপর ১৬ ও ১০ তলা বিশিষ্ট সমবায় ভবন (সমবায় ভবনের দু'টি অংশ: একটি ১৬ তলা বিশিষ্ট টাওয়ার ভবন এবং অপরটি ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ভবন) নির্মাণের লক্ষ্যে ৩৫.৭৩১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। অর্থ বিভাগ ২০০৩-২০০৪ হতে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের উক্ত কর্মসূচির অনুকূলে মেয়াদ ২০০৬-২০০৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। এ সময়ে মোট ২৮.৮৯৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ষ্ঠ তলা সম্পূর্ণ এবং ৭ম তলা আংশিক পর্যন্ত নির্মাণ কাজ করা সম্ভব হয়। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যের ক্রমাগত উর্ধ্বগতি ও রেট সিডিউল পরিবর্তনজনিত কারণে উক্ত কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থে (২৯.৪১ কোটি টাকা) জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ভবনটির নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রেখেই কর্মসূচিটি সমাপ্ত হয়। ভবনটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংগ এবং বিভিন্ন অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় ফ্লোর স্পেস (বাংলাদেশের প্রায় ২ লক্ষ সমবায় সমিতি ও ৮০ লক্ষ সমবায়ী সদস্যকে সমবায় সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা প্রদান করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরে প্রায় ৫,০০০ কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্মরত রয়েছে) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় সমবায় অধিদপ্তর উক্ত ভবনটি হতে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, দাপ্তরিক চাহিদা ও মূল্যবান এ ভবনের স্থায়িত্ব বিবেচনা করে স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী এ ভবনটির নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা অপরিহার্য। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীল কার্যালয় কর্তৃক সরাসরি দপ্তরে সৌর বিদ্যুৎ প্লান্ট স্তাপন এবং তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ১৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সোলার প্যানেল স্থাপনে প্রয়োজনীয় ওয়্যারিংসহ অন্যান্য সুযোগ অন্তর্ভুক্ত করে সমবায় ভবনটির অসমাপ্ত অংশের কাজ সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রস্তব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৩৪.৯৮ কোটি (চৌত্রিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১৪ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৭.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলোঃ

(ক) ৭,৫১৯ বর্গমিটার ভৌত নির্মাণ ও পূর্তকাজ;

(খ) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও ক্রয় (সিসিটিভি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পিএবিএক্স, অগ্নি নির্বাপন, এয়ার কুলার, পানির পাম্প, সোলার প্যানেল ইত্যাদি);

(গ) মাল্টিপারপাস হলের সাউন্ড সিষ্টেম ও লাইটিং;

(ঘ) বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি স্থাপন;

(ঙ) কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং; এবং

(চ) আসবাবপত্র সংগ্রহ ও ক্রয়।

৮.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে;

- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের আওতায় সম্পাদনের নির্ধারিত বিভিন্ন ই এন্ড এম আইটেমের ফিটিং ও ফিক্সিং এর কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়।

১০.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
৩৪৯৮.০০	৩৭৯৬.৬১	৩৪৮৮.৪৪	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬	জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭	জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭	-৮.১১%	১২ (বার) মাস ৫০%

১১.০ অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি:

প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের সারণি সংযুক্তি-২ এ রয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪.৯৮ কোটি টাকা এবং আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭.৯৬কোটি টাকা হলেও প্রকল্পটি মোট ৩৪.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু পিসিআর-এ বর্ণিত অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অংশে প্রকল্পের মোট আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ৩৭.১৪ কোটি টাকা ও প্রকৃত অর্জন ৩৪.৬৩ কোটি টাকার উল্লেখ রয়েছে । এছাড়াও, সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে ৭৫১৯ বর্গ মিটার অভিস ভবন (এ্যাকুইস্টিক কাজসহ) নির্মাণের জন্য ২৫২১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ২৪২৬.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬২৯৬.১৬ বর্গ মিটার অভিস ভবন (এ্যাকুইস্টিক কাজসহ) নির্মাণ করা হয়েছে যা প্রকল্পের ৩য় উদ্দেশ্য অর্জন ও ডিপিপি'র ব্যত্যয়। এক্ষেত্রে প্রতি বর্গ মিটারের জন্য ৩৩,৫২৮.৩৯ টাকা প্রাক্কলনের বিপরীতে ৩৮,৫৪০.৬৩ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি বর্গ মিটারে ৫০১২.২৪ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। এছাড়াও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং যন্ত্রপাতি বাবদ সংশোধিত ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১০.০০ লক্ষ টাকা, কিন্তু পিসিআর-এ প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনে ৯০.০০ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি'তে ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি পানির পাম্প স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০২টি পানির পাম্প মোটরে সেট ক্রয় করা হয়েছে যা এখনও হস্তান্তর করা হয়নি। এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, আরডিপি'র প্রাক্কলন বাস্তবসম্মত ছিলনা। এছাড়াও, বিভিন্ন আইটেমের বিপরীতে প্রাক্কলন থাকলেও অন্যান্য খাতে ৮৪ (৮০+৪) লক্ষ টাকা রাখা হয়েছিল এবং সেগুলো কি বাবদ ব্যয় হয়েছে তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পিসিআর থেকে প্রাপ্ত প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের বিস্তারিত তথ্যাদি সংযুক্তি-২ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

১২.০ প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন :

প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৪ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে এবং ৩৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ০১-০৭-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ২৯-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প কাযর্ক্রম চলাকালীন সময়ে বাস্তবতার নিরিখে আইটেম সংখ্যা ও প্রাক্কলিত ব্যয় পরিবর্তণের কারণে প্রকল্প টি ৩৭৯৬.৬১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৮ /০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক ২য়

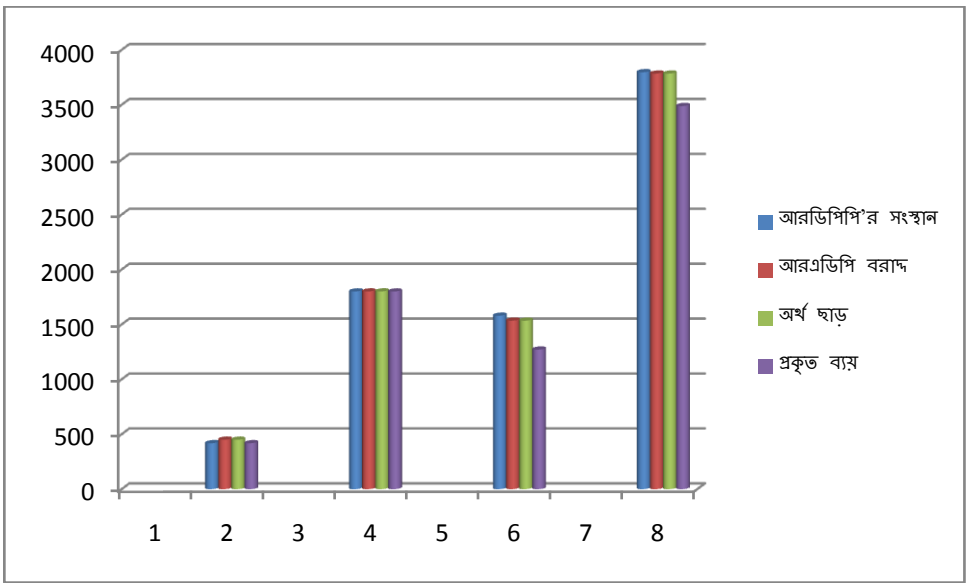
সংশোধনের অনুমোদন জারী হয় | সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে ৩৪৮৮.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়|

১৩.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)
ক) সমীর কুমার বিশ্বাস	সমবায় অধিদপ্তর অতিরিক্ত নিবন্ধক	খন্ডকালীন	০১-০১-২০১৫ হতে ২৭-১১-২০১৫	অতিরিক্ত
খ) মো: মমিনুল হক তালুকদার	সমবায় অধিদপ্তর অতিরিক্ত নিবন্ধক	খন্ডকালীন	০৪-০১-২০১৬ হতে ৩০-০৬-২০১৭	অতিরিক্ত

১৪. অর্থ বছর ভিত্তিক আরডিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

অর্থ বছর	আরডিপিপি'র সংস্থান	আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (বরাদ্দের %)	প্রকৃত ব্যয় %
২০১৪-১৫	৪১৮.০৫	৪৫০.০০	৪৫০.০০ (১০০%)	৪১৮.০৫
২০১৫-১৬	১৭৯৯.৫৩	১৮০০.০০	১৮০০.০০ (১০০%)	১৭৯৯.৫৩
২০১৬-১৭	১৫৭৯.০৩	১৫৩৪.০০	১৫৩৪.০০ (১০০%)	১২৭০.৮৬
	৩৭৯৬.৬১	৩৭৮৪.০০	৩৭৮৪.০০	৩৪৮৮.৪৪



আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ: উপর্যুক্ত সারণির তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ১ম ও ২য় অর্থবছরে সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলনের তুলনায় বরাদ্দ ও অর্থ ছাড় বেশি হয়েছে কিন্তু ব্যয় প্রাক্কলন অনুযায়ী হয়েছে। ৩য় অর্থবছরে বরাদ্দ ঐ অর্থবছরের প্রাক্কলনের ৯৭.১৪% , অর্থছাড় হয়েছে বরাদ্দের ১০০% কিন্তু ব্যয় হয়েছে বরাদ্দের ৮২.৮৪%।

১৫. (ক) ডিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ১৪টি (পণ্য ১২টি ও কার্য ০২টি)।
(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্প অফিস থেকে প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রমের তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। তবে, পিসিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সারণি আকারে সংযুক্তি-৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

১৬.০ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ৩৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা থাকলেও পরবর্তীতে সংশোধনপূর্বক ৩৭৯৬.৬১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত থাকলেও পরবর্তীতে জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্পটি ৩৪৮৮.৪৪ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয়ে জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৯১.৮৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৯.১৫%।

১৭.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন (পিসিআর-এ প্রাপ্ত তথ্য ও আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ)

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)	ব্যাত্যয় থাকলে তার কারণ	আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ
১. মূল স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী নির্মাণাধীন সমবায় ভবনের ১০ম তলা পর্যন্ত নির্মাণকাজ সমাপ্তকরণ।	সমবায় ভবনের ১০ম তলা পর্যন্ত নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে।	-	বিভিন্ন ই/এম আইটেমের ফিটিং ও ফিক্সিং এর কাজ অসম্পন্ন রয়েছে।প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত কিছু দরজা, টয়লেটের কমট ও ফ্লোরের প্রায় ২০টি টাইলস ভাঙ্গা অবস্থায় দেখা গেছে। জরুরী প্রয়োজন অথবা Fire Exit এর জন্য নির্মিত শিড়ি সংশ্লিষ্ট গ্লাস ওয়াল খুবই হালকা প্রতীয়মান হয়েছে জরুরী মহূর্তে এটি আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।
২. মূল্যবান অফিস ভবনের ক্ষয়-ক্ষতি রোধকল্পে অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ।	সমবায় ভবনের বর্তমান ক্ষয়-ক্ষতি মেরামত করা হয়েছে।	-	
৩. বিভিন্ন শাখা ও বিভাগের স্থান সংকুলানের জন্য ৭,৫১৯ বর্গ মিটার ফ্লোর স্পেস নির্মাণ।	সমবায় ভবনের ১০ম তলা পর্যন্ত মোট ৬২৯৬.১৫ বর্গ মিটার নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে।	প্রাথমিকভাবে বিদ্যমান ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের এরিয়াকে ভিত্তি ধরে মোট এরিয়া হিসাব করা হয়েছলি। কিন্তু পরবর্তীতে নকশানুযায়ী দ্বিগুন উচ্চতার ছাদ বিশিষ্ট ২টি সম্মেলন কক্ষ নির্মাণ করায় বাস্তব অগ্রগতির টার্গেট হ্রাস পেয়েছে।	
৪. জরুরি মুহূর্তে ভবনে বিদ্যুৎ ব্যাক-আপ দেয়ার জন্য ১৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সোলার প্যানেল স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ওয়্যারিং কাজ সম্পাদন।	প্রকল্পটির ২য় সংশোধনীর সময় ব্যয় কমানোর জন্য ভবিষ্যতে সোলার প্যানেল স্থাপনের নিমিত্ত কেবল pipe laying এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	-	

১৮.০ প্রকল্প পরিদর্শন :

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "সোলার প্যানেল স্থাপনসহ সমবায় ভবনের অসমাপ্ত অংশের ভৌত নির্মাণ" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নের লক্ষ্যে গত ৬/০৩/২০১৯ তারিখ উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সমবায় অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। উক্ত প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রমের স্থির চিত্র সংযুক্তি-৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

১৯.০ **পরিদর্শনকালীন সময়ে কার্যক্রমের সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

১৯.১ মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪.৯৮ কোটি টাকা এবং আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭.৯৬কোটি টাকা হলেও প্রকল্পটি মোট ৩৪.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু পিসিআর-এ বর্ণিত অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অংশে প্রকল্পের মোট আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ৩৭.১৪ কোটি টাকা ও প্রকৃত অর্জন ৩৪.৬৩ কোটি টাকার উল্লেখ রয়েছে।

১৯.২ মোট ৩৪.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির ডিপোজিটরি কাজে ৩২.৬৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন গণপূর্ত অধিদপ্তর। তবে, প্রকল্প অফিস ও পিসিআর থেকে জানা যায় যে, গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ঠিকাদারদের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের কোন প্রকার মতামত গ্রহণ করেননি যা অর্থ অবমুক্তির জন্য নির্ধারিত শর্তের লঙ্ঘন। এছাড়াও, গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যয়কৃত অর্থের বিপরীতে কোন ডমুমেন্ট প্রকল্প অফিসে দাখিল করা হয়নি। এক্ষেত্রে, গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় ডিপোজিটরি কাজের জন্য অর্থ ব্যয় প্রশ্নসাপেক্ষ বিধায় তা তদন্তের দাবি রাখে।

১৯.৩ প্রকল্পটি পরিদর্শনান্তে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি জুন,২০১৭ মাসে শেষ হলেও মার্চ,২০১৯ মাস পর্যন্ত প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত ভবনের হস্তান্তর সম্পন্ন হয়নি। এছাড়াও, এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ই/এম আইটেমের ফিটিং ও ফিক্সিং এর কাজ অসম্পন্ন রয়েছে। ফলে টার্গেটেড সুফলভোগীরা এখনও পর্যন্ত প্রকল্পটির সুফল প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত।

১৯.৪ প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত কিছু দরজা, টয়লেটের কমট ও ফ্লোরের প্রায় ২০টি টাইলস ভাঙ্গা অবস্থায় দেখা গেছে।

১৯.৫ জরুরী প্রয়োজন অথবা Fire Exit এর জন্য নির্মিত শিড়ি সংশ্লিষ্ট গ্লাস ওয়াল খুবই হালকা প্রতীয়মান হয়েছে জরুরী মহূর্তে এটি আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। অর্থাৎ Fire Exit এর সময় ক্রাউডি জনগণের চাপে উক্ত গ্লাস ওয়াল ভেঙ্গে লোকজন নিচে পতিত হয়ে আরও বেশি দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৯.৬ সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে ৭৫১৯ বর্গ মিটার অভিস ভবন (এ্যাকুইস্টিক কাজসহ) নির্মাণের জন্য ২৫২১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিপরীতে ২৪২৬.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬২৯৬.১৬ বর্গ মিটার অভিস ভবন (এ্যাকুইস্টিক কাজসহ) নির্মাণ করা হয়েছে যা প্রকল্পের ৩য় উদ্দেশ্য অর্জন ও ডিপিপি'র ব্যত্যয়। এক্ষেত্রে প্রতি বর্গ মিটারের জন্য ৩৩,৫২৮.৩৯ টাকা প্রাক্কলনের বিপরীতে ৩৮,৫৪০.৬৩ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি বর্গ মিটারে ৫০১২.২৪ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। এছাড়াও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং যন্ত্রপাতি বাবদ সংশোধিত ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১০.০০ লক্ষ টাকা, কিন্তু পিসিআর-এ প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনে ৯০.০০ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি'তে ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি পানির পাম্প স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০২টি পানির পাম্প মোটরে সেট ক্রয় করা হয়েছে যা এখনও হস্তান্তর করা হয়নি। এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, আরডিপি'র প্রাক্কলন বাস্তবসম্মত ছিলনা।এছাড়াও, বিভিন্ন আইটেমের বিপরীতে প্রাক্কলন থাকলেও অন্যান্য খাতে ৮৪ (৮০+৪) লক্ষ টাকা রাখা হয়েছিল এবং সেগুলো কি বাবদ ব্যয় হয়েছে তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৯.৭ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মূল ডিপিপি'তে নির্ধারিত সময়ের তুলনায় ৫০% অধিক সময় লেগেছে এবং সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮.১১% কম ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ মেয়াদ ও ব্যয় উভয় বিবেচনায় প্রকল্পটি on track এ ছিলনা।

১৯.৮ প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রমের External Audit সম্পন্ন হয়নি।

২০.০ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

২০.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ডিজাইনের পরিবর্তন হওয়ায় অংগভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় পরিবর্তনের সাথে মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে।

২০.২ ডিপোজিটরি কাজ হিসাবে ভবন নির্মানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপূর্ত অধিদপ্তর ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সমবায় অধিদপ্তরের মধ্যকার সমন্বয়হীনতার দরুন এখন পর্যন্ত প্রকল্পটি হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি।

২১.০ সুপারিশমালাঃ

২১.১ অসম্পন্ন ই/এম আইটেমের ফিটিং ও ফিক্সিং এর কাজ অনতিবিলম্বে সম্পন্ন করে প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত ভবন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে; [সূত্র-১৯.৩]

২২.২ Fire Exit এর জন্য নির্মিত শিড়ি সংশ্লিষ্ট গ্লাস ওয়ালের পরিবর্তে কনক্রিট ওয়াল করতে হবে;[সূত্র-১৯.৫]

২২.৩ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় ডিপোজিটরি কাজের জন্য অর্থ ব্যয় প্রশ্নসাপেক্ষ বিধায় তা তদন্ত সাপক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;[সূত্র-১৯.২]

২২.৪ প্রকল্পের পিসিআর প্রণয়নের ক্ষেত্রে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ডিপিপি/আরডিপিপি'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে তথ্যের সটিকতা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। [সূত্র-১৯.১]

২২.৫ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প/যে কোন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ ও উদ্দেশ্য শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে Work Breakdown Structure (WBS) প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে; [সূত্র:১৯.৬ ও ১৯.৭]

২২.৬ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক dohteM htaP lacitirC অনুসরণ করে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২২.৬ প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রমের অনতিবিলম্বে External Audit সম্পন্ন করতে হবে;[সূত্র-১৯.৮]





চিত্র :ভবনের অডিটরিয়ামে ব্যবহৃত টাইলস।





চিত্র :Fire Exit এ ব্যবহৃত গ্লাস ওয়াল।



চিত্র: অসমাপ্ত বৈদ্যুতিক কাজ।



চিত্র: ভবনের ওয়ালের চিত্র।



চিত্র: মসজিদে ব্যবহৃত টাইলস।(ইতোমধ্যে ধ্বসে গেছে)



চিত্র: দৃশ্যমান ভাঙ্গা কমট।